স্বস্তিকা

অস্ত্রোপচারের ফলে
কালো টাকা বাতিল
হলে দেশে পরিচ্ছন্ন
অর্থনীতির প্রকাশ ঘটবে

পৃঃ - ১২

অনর্থক বকবকম করিয়েরা
অর্থনীতির ওপর এই
আচমকা অস্ত্রাঘাতে
হতভম্ব হয়ে গেছে

পৃঃ - ২৭

৬৯ বর্ষ, ১২ সংখ্যা।। ২৮ নভেম্বর ২০১৬।। ১২ অগ্রহায়ণ - ১৪২৩।। যুগাব্দ ৫১১৮।। website : www.eswastika.com ।।

নোট-বাতিল : এক সাহসী পদক্ষেপ

স্বস্তিকা

।। কলকাতা ও আগরতলা থেকে একযোগে প্রকাশিত বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৬৯ বর্ষ ১২ সংখ্যা, ১২ অগ্রহায়ণ, ১৪২৩ বঙ্গাব্দ

২৮ নভেম্বর - ২০১৬, যুগাব্দ - ৫১১৮,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : সুকেশ মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১০ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৪০০ টাকা।

Postal Registration No.-

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

ফঃ ১

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৯

দেশের স্বার্থে কষ্ট ও হয়রানিটুকু আমাদের স্বীকার করতেই হবে ▯ গূঢ়পুরুষ ▯ ১০

খোলা চিঠি : কারা যেন রটাচ্ছে কেজরিওয়াল দিদির ‘মাসতুতো ভাই’ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

অস্ত্রোপচারের ফলে কালোটাকা বাতিল হলে দেশে পরিচ্ছন্ন অর্থনীতির প্রকাশ ঘটবে ▯ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় ▯ ১২

কালো অর্থনীতিতে ‘সার্জিক্যাল’ হানা ▯ প্রণয় রায় ▯ ১৪

প্রশংসা দূরের কথা, ভারতের বিরোধী দলগুলো মেতে আছে সরকারের নিন্দায় ▯ প্রবাল চক্রবর্তী ▯ ১৭

হোয়সল মন্দির ▯ সৌমেন নিয়োগী ▯ ২১

তারার নাম ‘অরুন্ধতী’ ▯ রূপশ্রী দত্ত ▯ ২৩

অনর্থক বকবকম করিয়েরা অর্থনীতির ওপর এই আচমকা অস্ত্রাঘাতে হতভম্ব হয়ে গেছে ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৭

নোটের চোটে কাবু কারা? লাভের গুড় খাবে কারা? ▯ এন সি দে ▯ ২৯

কাশ্মীরে সীমান্তবর্তী গ্রামের রোজনামচা ▯ ৩১

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯-২০ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৫ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ ▯ খেলা : ৩৮ ▯ শব্দরূপ : ৩৯ ▯ চিত্রকথা : ৪০ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪১-৪২

প্রকাশিত হবে
৫ ডিসে. '১৬

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে
৫ ডিসে. '১৬

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

নারীর ক্ষমতায়ণ

বর্তমান ভারতের জনসংখ্যার ৪৭ শতাংশই নারী। স্বাধীনতার সত্তর বছর পরেও এদেশের নারীরা উপেক্ষিত, অবহেলিত। সম্প্রতি নরেন্দ্র মোদীর সরকার এদেশের নারীর ক্ষমতায়ণের জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমাজেরও বহু প্রতিষ্ঠান এই কাজে এগিয়ে এসেছে। এই বিষয় নিয়েই এবারে লিখেছেন সুতপা ভড়, প্রণয় রায়, সন্দীপ চক্রবর্তী প্রমুখ।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন,
বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সানরাইজ®
সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

জনতার সমর্থন নাই, তবু বিরোধিতা

তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নোট বাতিলের বিরোধিতায় এইবার পরিস্থিতি বুঝিয়া রাহুল গান্ধীর সঙ্গে যৌথ কর্মসূচী গ্রহণে প্রস্তুত হইতেছেন। বিরোধী জোট জোরদার করিতে তিনি অনেকটা সময় এখন দিল্লীতে কাটাইলেন। সংসদের দুই কক্ষে হট্টগোল সৃষ্টি করিয়া সরকারি কাজ পণ্ড করিবার চেষ্টা চলিতেছেই, সেইসঙ্গে সংসদের বাহিরেও ধরনা, মিছিল ইত্যাদি কার্যসূচীও গ্রহণ করা হইতেছে। প্রথমবার দিল্লী সফরে গিয়া কেজরিওয়াল ও শিবসেনা ব্যতীত আর কারও সমর্থন পান নাই। তাই জাতীয় স্তরে আন্দোলনের নেতৃত্ব করিবার ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া যৌথ কর্মসূচীতে অংশগ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রীর নোট বাতিলের সিদ্ধান্তকে এককথায় সাহসীই বলিতে হইবে। তাঁহার পূর্বসূরীরা সব জানিয়াও এমন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে সাহসী হন নাই। এই সাহসী পদক্ষেপকে যাঁহারা সরাসরি বিরোধিতায় সংকোচবোধ করিতেছেন, তাঁহাদের বক্তব্য— কালোটাকা উদ্ধার সমর্থনযোগ্য, কিন্তু যে পদ্ধতিতে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল করা হইয়াছে, তাহা সমর্থনযোগ্য নহে। নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত হঠাৎ ঘোষণা না করিলে যে কালোটাকা এবং জালনোটের কারবারিরা সতর্ক হইয়া যাইত— এই সোজা কথাটি যে তাঁহারা বোঝেন নাই এমন নহে। কিন্তু নিন্দুকদের প্রবৃত্তি এই — 'যারে দেখিতে নারি, তার চলন বাঁকা।'

মোদী-বিরোধীদের একাংশ সরাসরিই ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিলের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করিতে হইবে বলিয়া দাবি জানাইয়াছেন। অর্থাৎ কালো এবং জালনোটের কারবার যেমন চলিতেছিল তেমনই চলিতে দিতে হইবে— এইরকমই তাঁহাদের দাবি। এই দাবিদারদের মধ্যে রহিয়াছেন বহেনজী, যিনি গলায় টাকার মালা ঝুলাইয়া সমর্থকের সঙ্গে ছবি তোলেন, উত্তরপ্রদেশের রাজনীতিতে পরিবারতন্ত্রের ধারক তথাকথিত নেতাজী এবং নিজেদের সততার প্রতীক হিসাবে দাবি করিয়া পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে যাঁহারা 'কাট-আউট' লাগাইয়াছিলেন। ঘটনা হইল, সারদার মালিকরা যখন এই রাজ্যের গরিব মানুষদের টাকা লুঠ করিয়া পালাইয়া যায়, তখন সারদার মালিক ও তাঁহার সঙ্গীদের শাস্তির দাবিতে তাঁহারা কোথাও কোনো পোস্টার লাগান নাই। গ্রামের সর্বস্বান্ত হইয়া যাওয়া মানুষগুলোর পাশে দাঁড়ান নাই।

লক্ষণীয়, বিরোধীদের উস্কানিমূলক নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ কিন্তু শান্তভাবেই বিষয়টিকে গ্রহণ করিয়াছেন। দীর্ঘ লাইনে অপেক্ষা করিয়া সব দুর্ভোগ সহ্য করিয়াও তাঁহারা বলিতেছেন— মোদী যে পদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছেন তাহা সমর্থনযোগ্য। সরকার-বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র দেশ এমন একটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত প্রত্যক্ষ করিল। এইখানেই মোদীর জয় সূচিত হইয়াছে। দেশের মানুষ আজ 'পপুলিস্ট' রাজনীতিতে বিভ্রান্ত হইতে রাজি নহে। বিরোধীদেরই এখন প্রমাণ করিতে হইবে— দেশের জনগণ তাঁহাদের সঙ্গে রহিয়াছেন।

প্রধনমন্ত্রী মোদীর এই সাহসী সিদ্ধান্তে কালোটাকা ও জালনোটের কারবারিদের উপর যে একটা বড় ধাক্কা লাগিয়াছে, তাহা পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখিয়াই বোঝা যাইতেছে। মালদহ জেলার কালিয়াচক অঞ্চলটি জালনোট পাচারকারীদের অন্যতম ঘাঁটি বলিয়া চিহ্নিত। সেইস্থানে আজ শ্মশানের স্তব্ধতা। মোদী-বিরোধিরা যে এইসব জানেন না এমন নহে, কিন্তু নিজেদের কেচ্ছা ঢাকিতে ও সংকীর্ণ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য নোট-বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করিতেছেন।

সুভাষিতম্

একোঽহম্ অসহায়োহং কৃশোঽহম্ অপরিচ্ছদঃ।

স্বপ্নেঽপি এবংবিধা চিন্তা মৃগেন্দ্রস্য ন জায়তে।। (নীতিশাস্ত্র)

আমি একা, অসহায়, দুর্বল এবং বন্ধুহীন— এরকম চিন্তা সিংহ কোনোদিন স্বপ্নেও করে না।

বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য হতে আর তিরিশ বছর : ড. আবুল বরকত

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি॥ ১৯৪৬ সাল থেকে ২০১৩ সাল পর্যন্ত ৫ দশকে মোট ১ কোটি ১৩ লক্ষ হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। অর্থাৎ প্রতি বছর গড়ে ২ লক্ষ ৩০ হাজার ৬১২ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ নিরুদ্দিষ্ট বা দেশত্যাগে বাধ্য হয়েছেন। আর প্রতিদিন দেশ ছেড়েছেন গড়ে ৬৩২ জন হিন্দু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আবুল বরকতের 'বাংলাদেশে কৃষি-ভূমি- জলা সংস্কারের রাজনৈতিক অর্থনীতি' শীর্ষক এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। গবেষণাটিতে উল্লেখ করা হয়েছে, এই নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার প্রবণতা বজায় থাকলে আগামী দু'তিন দশক পরে এদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই গবেষণাটি গত ১৯ নভেম্বর বিকেলে ঢাকায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করা হয়েছে।

ড. বরকতের গবেষণায় বলা হয়েছে, বিভিন্ন সময়কালে প্রতিদিন গড়ে নিরুদ্দেশ হওয়া হিন্দুদের সংখ্যা সমান নয়। যেমন, ১৯৪৬ থেকে ১৯৭১ পাকিস্তানের শেষ ৭ বছর প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৭০৫ জন হিন্দু। ১৯৭১ থেকে ১৯৮১ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৫২১ জন। ১৯৮১ সাল থেকে ১৯৯১ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন নিরুদ্দেশ হয়েছেন ৪৩৮ জন। ১৯৯১ থেকে ২০০১ পর্যন্ত প্রতিদিন ৭৬৭ জন হিন্দু দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। আর ২০০১ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত প্রতিদিন গড়ে ৬৭৪ জন হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ দেশ থেকে নিরুদ্দেশ হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অধ্যাপক আবুল বরকত বলেন, এটি একটি ভয়ঙ্কর ব্যাপার যে এই দেশে জন্ম নিয়ে দেশ ছেড়ে চলে যাওয়া। তিনি বলেন, যেভাবে হিন্দুরা হারিয়ে যাচ্ছে, তাতে এই নিরুদ্দেশ প্রক্রিয়ার বজায় থাকলে আগামী দুতিন দশক পরে এদেশে হিন্দু ধর্মাবলম্বী কোনো মানুষ আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। বরকত তাঁর গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, অর্পিত সম্পত্তি নামে শত্রু সম্পত্তি আইন কার্যকর থাকার ফলে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষ অনিচ্ছায় দেশান্তরিত হতে বাধ্য হয়েছেন। গবেষণায় আরও বলা হয়েছে, পাকিস্তানের সামন্ত ও সেনা শাসকরা জন্মসূত্রেই ছিলেন বাংলা ভাষা ও বাঙালি বিরোধী। যে কোনো কায়দায় ব্যাপক হিন্দু জনগোষ্ঠীকে সম্পদচ্যুত, ভূমিচ্যুত, দেশচ্যুত করা গেলে অসাম্প্রদায়িক বাঙালি জাতিকে বিভক্ত করে শাসন করা সোজা হবে। এ ভাবনা থেকেই পাকিস্তানি সেনা শাসকরা ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সুযোগ নিয়ে শত্রু সম্পত্তি আইন জারি করে।

ড. আবুল বরকত

আবুল বরকতের গবেষণায় দেখা গেছে, শত্রু সম্পত্তি আইনে হিন্দু সম্প্রদায়ের মূল মালিকানায় ২৬ লক্ষ একর বেদখল বা ভূমিচ্যুত করা হয়েছে। এই ২৬ লক্ষ একরের মধ্যে প্রায় ৮২ শতাংশই কৃষি জমি, ২৯ শতাংশ বসতভিটা, ৪ শতাংশ বাগান, ৩ শতাংশ পতিত, ১ শতাংশ পুকুর ও ১৯ শতাংশ অন্যান্য জমি বেদখল হয়েছে। গবেষণায় উল্লেখ করেছেন, শত্রু অর্পিত সম্পত্তি আইনে ভূমিজলা ও স্থানান্তরযোগ্য সম্পদ হারানোর আর্থিক ক্ষতি সাড়ে ৬ লক্ষ কোটি টাকা (২০১২-১৩ অর্থবছরের বাজার দর হিসাবে)। গবেষণায় বলা হয়েছে, গত ৪০ বছরে (১৯৬৫-২০০৬) বিভিন্ন সরকারের আমলে শত্রু তথা অর্পিত সম্পত্তি আইনে হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের ক্ষতির পরিমাণ ও মাত্রা ছিল বিভিন্ন ধরনের। এই আইনে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ৬০ শতাংশ ও মোট ভূমিচ্যুতির ৭৫ শতাংশ হয়েছে ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। মোট ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের ২০.৬ শতাংশ ও মোট ভূমিচ্যুতির ১৩.৬ শতাংশ ঘটেছে ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সালের মধ্যবর্তী সময়ে। গবেষণায় উল্লেখ করা হয়েছে, শত্রু ও অর্পিত আইনে যে সব হিন্দু ধর্মাবলম্বী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন তাদের ৭২ শতাংশ এবং মোট ভূমিচ্যুতির ৮৮ শতাংশই ঘটেছে সেনা শাসন ও স্বৈর শাসন আমলের ২১ বছরে। অর্থাৎ ১৯৬৫ থেকে ১৯৭১ সাল এবং ১৯৭৬ থেকে ১৯৯০ সাল। সম্পত্তি বেদখল করতে স্থানীয় প্রভাবশালী গোষ্ঠী ও ভূমি অফিস সবচেয়ে বেশি দায়ী। গবেষণায় বলা হয়েছে, সম্পদ দখল হয়েছে প্রধানত ৫ ভাবে। প্রথমত, স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ভূমি অফিসের সঙ্গে যোগসাজশে উদ্দেশ্য সাধন করেছেন (৭২ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)। দ্বিতীয়ত, ভূমি অফিসের কর্মকর্তারা নিজেরাই অবৈধ দখল করেছেন (৪৬ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)। তৃতীয়ত, স্থানীয় প্রভাবশালী মহল বিভিন্ন ধরনের বল প্রয়োগ করেছেন, জোর করে বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছেন, বাধ্য করেছেন দেশত্যাগে (৩৫ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য) এবং পঞ্চম কারণ, স্থানীয় প্রভাবশালী মহল জাল দলিল-দস্তাবেজ, কাগজপত্র তৈরি করে ভূসম্পত্তি দখল করেছেন (১৭ শতাংশ ক্ষতিগ্রস্তের বক্তব্য)। ড. বরকত তাঁর গবেষণায় বলেছেন, 'শত্রু/অর্পিত সম্পত্তি আইন' বিষয়টি কোনো অর্থেই হিন্দু বনাম মুসলমান সমস্যা নয়। বরং বিষয়টি প্রকৃতপক্ষে বলপূর্বক অন্যের সম্পত্তি দখল করার একটি ঐতিহাসিক প্রক্রিয়া মাত্র। যে প্রক্রিয়ায় লুটপাটের ভাগীদার হয় গুটিকয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তি, শ্রেণী বা গোষ্ঠী।

বেনামি সম্পত্তি ধরতে কড়া অভিযান চালাচ্ছে আয়কর বিভাগ

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ নোট বাতিল প্রক্রিয়া জারি থাকাকালীনই আয়কর বিভাগও তার জাল আরও বিস্তার করতে শুরু করেছে। বিভাগীয় অনুসন্ধান ও তদন্ত প্রক্রিয়াকে জোরদার করতে দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত আধিকারিকদের দেশব্যাপী ছড়িয়ে থাকা বেনামি সম্পত্তির মালিকদের খোঁজে নামিয়েছে। একই সঙ্গে যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টগুলিতে হঠাৎ করে বড় অঙ্কের বাতিল নোট জমা পড়েছে সেগুলির ওপরও বাড়তি নজরদারি করা হচ্ছে। এইসব খাতার মালিকদের রোজগারের উৎস আয়কর দপ্তর অনুসন্ধান করবে বলে খবর।

আয়কর দপ্তরের অধীনস্থ ফৌজদারি তদন্ত বিভাগের কাছে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ 'ডাটা বেস' (তথ্য ভাণ্ডার) আছে যার মধ্যে দেশের মহাঅর্থশালী যাকে পরিভাষায় বলে high-net-worth individuals- দের হাঁড়ির খবর ধরা রয়েছে। যারা বহুদিন থেকেই তাদের কালো সম্পদ অনেকাংশেই অনেক সময় Moveable বা immovable-এ গোপনে নিয়োগ করে রেখেছে। এঁরা হয়তো জানেন না যে তাঁদের এই লেনদেনগুলির ওপর দীর্ঘদিন ধরেই আয়কর দপ্তরের গোয়েন্দাদের নজর রয়েছে। অচিরেই সেই সমস্ত বিনিয়োগকারী যাদের ঘোষিত আয়ের সঙ্গে তাদের অর্জিত সম্পদের হিসেবের তালমিল নেই তাদের ওপর দপ্তর ছানবিন শুরু করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সম্প্রতি আইনে রূপান্তরিত হওয়া Benamed Property Transaction Act বলবৎ হয়ে যাওয়ায় এর আওতায় পড়লে বিপুল জরিমানা ও ৭ বছর পর্যন্ত জেল হওয়ার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে আয়কর দপ্তরের পূর্ণ দায়িত্ব রয়েছে এই আইনকে যথাযথ প্রয়োগ করার ও বেআইনি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার। পিটিআই-এর দেওয়া খবর অনুযায়ী আয়কর দপ্তর তাদের নিজস্ব আশিটি বিভাগীয় নিরীক্ষণ ও তিরিশটি সরেজমিন তল্লাশি চালাবার পর দু'শো কোটি টাকা অঘোষিত আয়ের সন্ধান পেয়েছে। এই অসৎ উপার্জিত টাকার উৎস হিসেবে তারা নির্দিষ্ট সন্দেহজনক লেনদেনেরও হদিশ পেয়েছে। এ সবই ঘটেছে পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিল ঘোষিত হওয়ার পর।

দপ্তর সূত্র অনুযায়ী বেনামি সম্পত্তি লেনদেন আইনের ক্ষমতাবলে আয়কর কর্তৃপক্ষ একইসঙ্গে যে ব্যক্তি তার খাতায় বা নামে অন্যের হিসাব বহির্ভূত অর্থ বা সম্পত্তি জমা বা নথিভুক্ত করিয়েছে সেই সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার সঙ্গে তার কারাদণ্ডের সুপারিশ ও যিনি এই বেআইনি অর্থ সম্পদের অধিকারী তাঁকেও একই ভাবে দণ্ডিত করতে পারে। এই মর্মে আয়কর দপ্তর সূত্র অনুযায়ী যে ব্যক্তি ব্যাঙ্কের কোনো খাতায় বাতিল হওয়া কারেন্সি জমা করবে তিনি হবেন সরকারি পরিভাষায় Beneficial owner (উপকৃত মালিক)। আর যার খাতায় বেআইনি অর্থ জমা পড়বে তিনি আইন অনুযায়ী হবেন 'বেনামিদার' নোট বাতিল প্রক্রিয়া চালু হওয়ার পর এই ধরনের লেনদেনের খবর পাওয়ায় সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ডাইরেক্ট ট্যাক্স এই আইনের যথাযথ প্রয়োগের ওপর তীক্ষ্ণ নজর রাখছে বলে খবর।

পার্সোনাল ল বোর্ড মহিলাদের আলাদা শাখা খুলতে বাধ্য হলো

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড (AIMPLB) তাদের 'শরিয়া' আইনের আওতাধীন 'তিন তালাক'-এর বিরুদ্ধে সরকার আদালতে যে হলফনামা দিয়েছে তারই প্রতিবাদে নানান জায়গায় সভা সম্মেলন করছে। সম্প্রতি কলকাতার পার্কসার্কাস ময়দানে তিন দিনের এক সম্মেলনে উপস্থিত হয়েছিলেন এই বোর্ডের সর্বভারতীয় মাথারা। উপস্থিত AIMPLB সদস্য কামাল ফারুকি বলেন, এই শরিয়া আইন ''অলঙ্ঘনীয় ও অপরিবর্তনীয়', কেননা এটি Divine Law অর্থে স্বর্গীয় আইন। একে বদলানোর অধিকার কোনো ব্যক্তি বা সরকারের থাকতে পারে না।'' তিনি জানান, সংস্থার তরফ থেকে সর্বোচ্চ আদালতে তাঁদের বক্তব্য নথিবদ্ধ করা হয়েছে। তিনি আশা করেন সরকার তার তিন তালাক প্রথা রদ করার অভিমত থেকে সরে আসবে।

সংস্থার সম্পাদক জিলানি অভিযোগ করেন, তিন তালাকের বিরুদ্ধে মত দেওয়া আদতে একটি রাজনৈতিক চাল। বিজেপি সরকার তার ব্যর্থতা ঢাকতেই এই দিকে দৃষ্টি সরাতে চায়। অবশ্য তিনি সুবিধেমতো ভুলে যান যে মহামান্য আদালতে মামলাটি করেছে ন্যায়বিচার ও সম মর্যাদাকামী মুসলমান মহিলাদের একটি সংগঠন।

এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সরকারের মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরী, শাহি ইমাম রহমান বরকতি ও বহু মোল্লা। তাঁরা সকলেই এক বাক্যে বলেন, এই কেন্দ্রীয় সরকার দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামো ধ্বংস করতে তিন তালাকে পরিবর্তন এনে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি লাগু করার কথা ভাবছে। এই চর্বিত চর্বনের পরও যে উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি ঘটেছে তা হলো ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম মুসলমান পিতৃতান্ত্রিক সমাজের গণতন্ত্রের সুবিধে নেওয়া পাণ্ডারা মুসলমান মহিলাদের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুখ ফিরিয়ে থাকা থেকে সরে এলেন। তাদের সমাজের মহিলাদের অভাব অভিযোগ শুনতে একটি স্বতন্ত্র 'মহিলা বিভাগ' খোলা হয়েছে। সরকারের কড়া সিদ্ধান্তের পরিণামে এটি প্রারম্ভিক সুফল বলা যেতেই পারে।

বিচারপতি নিয়োগ নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের উষ্মা

কাজের পরিসংখ্যান দিয়ে জবাব কেন্দ্রের

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ কয়েকদিন আগে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি টি এস ঠাকুর কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছে করে হাইকোর্টের বিচারপতি নিয়োগে গড়িমসি করছে বলে তোপ দেগেছিলেন। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার পরিসংখ্যান দিয়ে জানিয়ে দিল ২০১৬-য় এখনও পর্যন্ত বিভিন্ন হাইকোর্টে ১২০ জন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯৯০ সাল থেকে বিচারপতি নিয়োগের গড় হার প্রতিবছর ৮০ জন।

১৯৯০ সাল থেকে আজ অবধি লভ্য যাবতীয় নথিপত্র বিশ্লেষণ করে আইনমন্ত্রক থেকে জানানো হয়েছে, বিচারবিভাগের সুপারিশ অনুযায়ী প্রত্যেক বছর ৮০ জন করে বিচারপতি নিয়োগ করা হয়। ১৯৯০ সালে সুপ্রিম কোর্টের দুটি রায়ের ফলে আদালতের প্রশাসনিক বিভাগ বিচারপতি নিয়োগের ক্ষমতা হারান।

আইন মন্ত্রকের এক পদস্থ আধিকারিক

বলেন, ২০১৩ সালে ১২১ জন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়েছিল। এ বছর নভেম্বর অবধি ১২০ জনকে নিয়োগ করা হয়েছে। ২৫ বছরে সর্বোচ্চ নিয়োগের রেকর্ড (২০১৩) থেকে মাত্র ১ জন কম। এই পরিস্থিতিতে বিচারপতি নিয়োগে সরকারের ইচ্ছাকৃত ঢিলেমির অভিযোগ কতটা যুক্তিসঙ্গত? কেন্দ্র হাইকোর্টগুলোতে তালা ঝোলানোর মতলব আঁটছে— আদালতের এই মন্তব্যেরই বা কী অর্থ!'

কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশঙ্কর প্রসাদ বলেন, 'হাইকোর্টে যাতে কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীরাই বিচারপতি হিসেবে নিযুক্ত হন তার জন্য কলেজিয়াম যে নির্দেশিকা দেয় আমরা তাকে সম্মান করি। আমাদের খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এক ক্যালেন্ডার বর্ষে সর্বোচ্চ বিচারপতি নিয়োগের রেকর্ড থেকে আমরা মাত্র একটি সংখ্যা দূরে। আমরা যে ইচ্ছা করে দেরি করছি না তার প্রমাণ দেবে পরিসংখ্যান।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হাইকোর্টগুলিতে ৪৩ শতাংশ পদ শূন্য। ২৭০ কোটি মামলা শুনানির জন্য অপেক্ষমান। ২০১৩ সালে ১২১ জন বিচারপতি নিয়োগ করা হয়, যা এখনও পর্যন্ত রেকর্ড। এনডিএ সরকার ২০১৬ সালে ইতিমধ্যেই (নভেম্বর পর্যন্ত) ১২০ জন বিচারপতি নিয়োগ করেছে। এই অর্থবর্ষে সংখ্যাটা ১২১ ছাপিয়ে যাবে তাতে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। সাধারণত বছরে বিচারপতি নিয়োগের গড় হার ৮০ জন।

দলাই লামা প্রসঙ্গে চীনকে উপেক্ষা করল মঙ্গোলিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চীনের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে মঙ্গোলিয়া বৌদ্ধ ধর্মগুরু দলাই লামাকে সেদেশে প্রবেশের অনুমতি দিল। সম্প্রতি চার দিনের সফরে দলাই লামা মঙ্গোলিয়ায় বসবাসকারী হাজার হাজার ভক্তদের সঙ্গে মিলিত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, চীন সাফ জানিয়ে দিয়েছিল দলাই লামাকে মঙ্গোলিয়ায় প্রবেশ করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

মঙ্গোলিয়ার বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র গেং ওয়াং বলেন, 'চীনের দাবি দলাই লামা চীনের স্বার্থবিরোধী কাজকর্মে লিপ্ত। তাই দলাই লামাকে অন্য কোনো দেশে, অন্য কোনো নামে বা অন্য কোনো ভূমিকায় আমন্ত্রণ জানানো চলবে না।' তিনি আরও বলেন, 'চীনের নির্দেশ, কেউ যেন দলাই লামাকে দেশে ঢুকতে না দেয় বা তাঁর বিচ্ছিন্নতাবাদী কাজকর্মকে সমর্থন না করে।' মনেপ্রাণে বুদ্ধের অনুগামী হলেও, ব্যবসাবাণিজ্যের প্রয়োজনে মঙ্গোলিয়াকে চীনের ওপর নির্ভর করতেই হয়। কিন্তু চীনের কাছে দলাই লামা বিচ্ছিন্নতাবাদী, যিনি চীনের অখণ্ডতাকে বারবার চ্যালেঞ্জ করেন। মঙ্গোলিয়ার বিদেশমন্ত্রী সেনদিন সুংখ-ওরগিল চীনের ক্ষোভ প্রশমন করার জন্য বলেছেন, দলাই লামার সফরের সঙ্গে মঙ্গোলিয়ার সরকারের কোনো সম্পর্ক নেই।

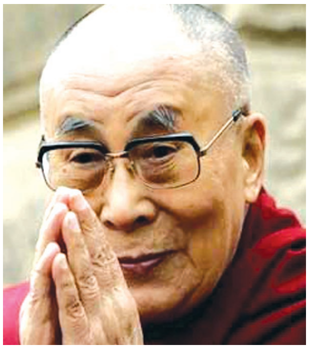

অন্যদিকে অভিভূত দলাই লামা গুরুশিষ্যের সম্পর্কের সঙ্গে তুলনা করে তিব্বত এবং মঙ্গোলিয়ার সম্পর্ককে 'সুপ্রাচীন এবং আন্তরিক' বলে উল্লেখ করেন। শীতের তীব্র কামড় উপেক্ষা করে হাজার হাজার বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ও ভক্ত ধর্মগুরুকে দেখার এবং তাঁর উপদেশ শোনার জন্য উপস্থিত ছিলেন।

পাক বংশোদ্ভূত লেখকের মুখে ভারতের প্রশংসা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জয়পুর সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিতে আসা পাক বংশোদ্ভূত কানাডাবাসী লেখক তারেক ফাতেহ্ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। তাঁর মতে, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বাতিল করে দেওয়ার ফলে পাক মদত পুষ্ট সন্ত্রাসবাদ এবং ওই দেশেরই জালনোটের কারবারিদের কাজকর্ম একরকম বন্ধ হয়ে গেছে। পাশাপাশি তিনি ভারত-পাক সীমান্ত বন্ধ না করার জন্যেও ভারতের প্রশংসা করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তারেক তার ঠোঁটকাটা স্বভাব এবং পাকিস্তান-বিরোধী মনোভাবের জন্য সারা বিশ্বে সুপরিচিত। সম্মেলনে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানান, পাকিস্তান কোনোওভাবেই সম্মান করার মতো কোনো দেশ নয়। তারা চিরকাল মুসলমানদের হিন্দুদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার ইন্ধন জুগিয়েছে। ভারত যেহেতু তা কোনোদিন করেনি, তাই এখানকার মানুষ পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সহমর্মিতায় আস্থা রাখেন। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তীব্র উষ্মা প্রকাশ করে তিনি বলেন, 'ভারতে বাস করে যারা ভারতকে ঘৃণা করে তাদের লাথি মেরে তাড়িয়ে দেওয়া উচিত।'

উবাচ

"পাকিস্তানের নৌবাহিনী মিথ্যে কথা বলছে। পাকিস্তানের জলসীমার ভেতর আমাদের কোনো সাবমেরিন ছিল না।"

ক্যাপ্টেন ডি. কে. শর্মা
ভারতীয় নৌবাহিনীর মুখপাত্র

পাকিস্তানের জলসীমায় ভারতের সাবমেরিন ঢুকে পড়া এবং তাকে পাকিস্তানি নৌবাহিনীর প্রতিহত করা প্রসঙ্গে।

"তালিবানের নেতা একজন বিপজ্জনক ব্যক্তি। তাকে এখনই জঙ্গি ঘোষণা করা দরকার। বিশ্বের প্রতিটি শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ এদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য হন্যে হয়ে উঠেছে।"

সৈয়দ আকবরুদ্দিন
রাষ্ট্রপুঞ্জে ভারতের স্থায়ী সদস্য

রাষ্ট্রপুঞ্জের ঘোষণাগুলির বিলম্বিত এবং অনিয়মিত প্রয়োগ প্রসঙ্গে।

"১৯৪৬ সালে নোট বাতিলের ওপর একটা ছবি তৈরি করা হয়েছিল। নাম বিজয়লক্ষ্মী। তারপর সাত দশক কেটে গেছে। এই দীর্ঘ সময়ে দেশের কোণে কোণে যত লোভ আর লালসা জমেছে আমরা আবার তা সাফ করতে শুরু করেছি।"

এম. বেঙ্কাইয়া নাইডু
কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী

নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে উদ্ভূত বিতর্ক প্রসঙ্গে।

"আপনাদের কষ্টস্বীকার ব্যর্থ হবে না। কালোটাকার অন্ধকার থেকে বেরিয়ে দেশ সোনার মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।"

নরেন্দ্র মোদী
ভারতের প্রধানমন্ত্রী

নোট বাতিলের সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের অসুবিধা প্রসঙ্গে।

দেশের স্বার্থে কষ্ট ও হয়রানিটুকু আমাদের স্বীকার করতেই হবে

গূঢ় পুরুষের

কলম

ভারতে পুরানো পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট বাতিলে সৎ সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি হয়নি। সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে যা' হয়েছে তা হচ্ছে অচল নোট বদল করা নিয়ে হয়রানি। এই হয়রানির কারণ কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যরাতের আর্থিক সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের ক্ষেত্রে চরম গোপনীয়তা রক্ষার সফল প্রয়াস। অনেকেই অভিযোগ করছেন, পুরনো নোট বাতিলের আগে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত ছিল সমপরিমাণ ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট আগাম ছাপিয়ে রাখা। কিন্তু এই কাজটি আগাম করা হলে কালো টাকার এবং জালনোটের কারবারিরা অবশ্যই খবর পেয়ে যেত এবং তাদের রমরমা আটকানো যেত না। সম্পূর্ণ অন্য ধাঁচের কাগজ ও কালি দিয়ে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার নতুন নোট ভারত সরকার ছাপছে সে খবর কখনই গোপন রাখা যেত না। সেক্ষেত্রে সরকারের এই বৈপ্লবিক সিদ্ধান্ত মুখ থুবড়ে পড়তো। জালনোট ও কালোটাকার কারবারিদের কেশাগ্র স্পর্শ করা সম্ভব হোত না। একই কথা বলতে হয় এটিএম মেশিনের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের আগাম প্রয়াস সম্পর্কে। দেশের সমস্ত সরকারি ও আধাসরকারি ব্যাঙ্কের এটিএম কাউন্টার আছে। সেক্ষেত্রে সকলকেই জানাতে হোত যে কেন এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তন প্রয়োজন। তাতে মূল উদ্দেশ্য ব্যর্থ হোত। তাছাড়া বর্তমানে দেশে যে ১৭ লক্ষ ৫৪ হাজার কোটি টাকা চালু আছে তার ৪৫ শতাংশ পাঁচশো টাকা এবং ৩৯ শতাংশ হাজার টাকার নোট। এই বিপুল পরিমাণ নোট অল্প সময়ে পাল্‌টে দেওয়া যায় না। তাই কষ্ট ও হয়রানিটুকু আমাদের স্বীকার করতেই হবে। হ্যাঁ, দেশের স্বার্থে এটা দরকার। তা না হলে কালো টাকা এবং জাল টাকার সমান্তরাল অর্থনীতি বন্ধ করা সত্যি সম্ভব নয়। কেন্দ্রীয় সরকারের হিসেব বলছে, গত দশ বছরে পাকিস্তান থেকে প্রায় চার হাজার কোটি টাকার জালনোট ভারতে ঢুকেছে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুসারে, পাক এজেন্টদের মাধ্যমে গুজরাট ও পঞ্জাব ছাড়াও বাংলাদেশ এবং নেপাল সীমান্ত পার করে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকহারে জালনোট ঢুকেছে। যাদের অধিকাংশই পাঁচশো এবং হাজারের নোট। গত ১৫ বছর ধরে নেপাল-বাংলাদেশ-দুবাই- তাইল্যান্ডের মাধ্যমে দাউদ ইব্রাহিম ভারতে জালনোট পাচারের বিশাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছিল। কিন্তু এক ধাক্কায় পাঁচশো ও হাজারের নোট বাতিল হওয়ায় সেই নেটওয়ার্ক পুরোটাই বসে গেছে। পাকিস্তানে দাউদের জালনোট ছাপার কারখানায় এখন তালা পড়ে গেছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর কথায়, 'করাচি, পেশোয়ার-সহ পাকিস্তানের যে সব শহরে জালটাকা ছাপার টাঁকশাল এত বছর ধরে রমরম করে চলতো তার কর্মীরা রাতারাতি বেকার হয়ে পড়েছে। পথে বসেছে পাকিস্তানের জালনোট চক্র। সব মিলিয়ে মাথায় হাত পাকিস্তানের'।

ভারতে জালনোট ছড়িয়ে দেওয়ার কারবারে দাউদকে সব রকম মদত দেয় পাক সরকারি গুপ্তচর সংস্থা আই এস আই। সেখানে ছাপা পাঁচশো ও হাজারের নোট এতটাই নিখুঁত যে খালি চোখে আসল নকলের পার্থক্য করা কঠিন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের বক্তব্য, ভারত এতকাল কারেন্সি নোট ছাপতে কাগজ ও কালি জার্মানির ফ্রাঙ্কফার্ট এবং সুইটজারল্যান্ড থেকে কিনতো। আই এস আইয়ের মদতে দাউদের এজেন্টরা সেই একই সংস্থা থেকে কাঁচামাল কিনতে শুরু করে। গত ১০-১৫ বছর ধরে কেন্দ্রের তখনকার কংগ্রেস জোট সরকার সব জেনেও নীরব ছিল। কেন? তার জবাব কি প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং দেশের মানুষকে দেবেন? জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা এন আই এ-র গোয়েন্দারা এক দশক আগেই জানিয়েছিল যে পাকিস্তানের জালনোট চক্রের 'কিংপিন' দাউদ ইব্রাহিম ভারতীয় টাকা ছাপার মেশিনও জোগাড় করেছে। তাই পাকিস্তানে ছাপা পাঁচশো ও হাজারের জালনোট আর ভারতে ছাপা আসল নোটের ফারাক করা খুবই কঠিন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে একশো টাকার নোট কি জাল হয় না। না, এখন হয় না। পাঁচশো ও হাজারের চালু হওয়ার পর একশো টাকার নোট পাচারকারীদের কাছে গুরুত্বহীন হয়ে যায়। তাছাড়া একশো টাকার বান্ডিলে বড় অঙ্কের টাকা এক জায়গা থেকে অন্যত্র পাচার করার কাছে ঝুঁকিটা অনেক বেশি। সেই কারণেই একশো টাকার পরিবর্তে পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট জাল করার কাজ হাতে নিয়েছিল দাউদ-আই এস আই চক্র।

বর্তমানে যে দু' হাজার আর পাঁচশো টাকার নোট বাজারে আসতে শুরু করেছে তার কাগজ অন্য রকম। কালিও আলাদা। নতুন ধরনের সুরক্ষা বিধিও যোগ করা হয়েছে। ফলে পাকিস্তানের পক্ষে এই নোট দ্রুত জাল করা সম্ভব নয়। তবে প্রাথমিকভাবে জোর ধাক্কা খেলেও মনে রাখতে হবে যে দাউদ-আই এস আই চক্র ফের নোট জাল করার খেলায় নামবে। তবে এই খেলা খেলতে এবার পাক চক্রের কারবারিদের যথেষ্ট সময় লাগবে। ভারত সরকার এই সময়টাই চাইছে। সীমান্তের দুই পারে জালনোট পাচারের যেসব ফাঁকফোকর আছে তা বন্ধ করতে যে সময়টুকু লাগবে ভারত সেই সময়টা চায়। পাকিস্তানে বসে নোট জাল করতে এবং ভারতে পাচার করার কাজটা এবার সহজ হবে না। হ্যাঁ, একথা বুক ঠুকে বলা যায়। ■

কারা যেন রটাচ্ছে কেজরিওয়াল দিদির ‘মাসতুতো ভাই’

অভিমানেষু দিদি,

নোট বাতিল নিয়ে আপনার কথা কেউ শুনছে না বলে বড় কষ্ট হচ্ছে। সত্যিই অরবিন্দ কেজরিওয়াল না থাকলে দিল্লীতে আপনাকে বড় লজ্জায় পড়তে হোত। ভাই কেজরিওয়াল দিদি আপনাকে বাঁচিয়েছে। কিন্তু তাই বলে ওই রকম রটানোর কোনো মানে হয় না যে— কেরজিদাদা আপনার মাসতুতো ভাই।

কিন্তু দিদি আপনি কেন এমন চেঁচাচ্ছেন? নরেন্দ্র মোদীকে হুমকি দিচ্ছেন? তিনি কি শোনার লোক?

বাতিল হয়েছে নোট। চলছে দুর্ভোগ। প্রধানমন্ত্রীর এমন সিদ্ধান্তে সাধারণ মানুষের মধ্যে সমর্থনই বেশি। অধিকাংশ মানুষই গর্বভরা গলায় বলেছেন, ‘আমাদের প্রধানমন্ত্রীর হিম্মত আছে।’ ৫৬ ইঞ্চি ছাতির চোখের জলকে ক্ষমাসুন্দর চোখেই দেখছে অধিকাংশ মানুষ। তাঁর প্রতি অনেকেরই সমর্থন বেড়েছে। সাধারণের মধ্যে কালোটাকা উদ্ধারের সমর্থনে দেশপ্রেমের আবহ তৈরি হয়েছে। কিন্তু শুধু কালোটাকা উদ্ধারই কি প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য? আর সেই টাকা উদ্ধার করতে পদক্ষেপ করে তাঁর মুখে মৃত্যুর কথা কেন? তিনি কেন বললেন, ‘আমি জানি কারা আমার বিরোধিতা করছে, তারা হয়তো আমাকে বাঁচাতে দেবে না, আমার সর্বনাশ করবে, কারণ ৭০ বছর ধরে যে লুঠের সম্পত্তি তারা সঞ্চয় করেছিল, আমার জন্য সেই সম্পদের ভবিষ্যৎ এখন অন্ধকার।’ এই ‘তারা’ টা ঠিক কারা?

ভয় রয়েছে রাজনৈতিক সমর্থন হারানোরও। এই পদক্ষেপের আগে প্রধানমন্ত্রীকে দলের অনেকেই সতর্ক করেন। কিন্তু মোদী অনড় ছিলেন। অরুণ জেটলির কথা অনুসারে সেই আপত্তির জবাবে মোদী বলেন, ‘আমি কিছু করে যেতে চাই। কেবলমাত্র দুটো সেতু উদ্বোধন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী হইনি। রাজনৈতিক ক্ষতি হলে হবে। কালোটাকার বিহিত করেই ছাড়ব।’

লোকটা ওই রকমই। এই সিদ্ধান্তের ফলে গদি চলে যাবে কিনা তাও ভাবেননি। দিদি, আপনার মতো বিভিন্ন বিরোধী দল যে বিরোধিতা করবে সেটা ভালই জানতেই নরেন্দ্র মোদী। রাজনৈতিকভাবে মোকাবিলা করার শক্তিও রয়েছে তাঁর সঙ্গে। কিন্তু সেই বিপদ কখনওই প্রাণের ঝুঁকি নয়। মোদী আরও বড় চাকে ঢিল মেরেছেন।

দেশে শক্তিশালী সব জঙ্গি সংগঠনই এখন আর্থিক-সম্পদ শূন্য হতে বসেছে। পাক জঙ্গি সংগঠনগুলির অবস্থাও এক। আপাতত সন্ত্রাসবাদীদের হাত খালি। না, খালি নয়, বাতিল কাগজে ভরা। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এমনিতেই জঙ্গিদের টার্গেটে ছিলেন, রয়েছেন মোদী। কিন্তু এবার নতুন করে প্রতিহিংসার টার্গেট হলেন।

দেশের কালোবাজার, অপরাধ জগৎ সব সময়েই সমান্তরাল অর্থনীতি চালায়। তার মূলেও কুঠারাঘাত করতে চেয়েছেন মোদী। সেই কালোবাজার যে বড় ধাক্কা খেয়েছে তা অনস্বীকার্য। সুতরাং, সেখানেও শত্রু বাড়িয়ে ফেললেন নরেন্দ্র মোদী।

দিদি, একটা কথা মনে রাখবেন, এই দেশে এমন বিপদ নতুন নয়। স্বাধীনতার পরে প্রথম রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলি হয়েছেন অনেকে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুর পিছনেও রয়েছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা। এর পরে নিজের নিরাপত্তারক্ষীদের হাতে প্রাণ দিতে হয়েছে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে। ‘নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা’ শব্দকে মিথ্যা প্রমাণিত করে প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে হত্যা করেছে আততায়ীরা। এই সব হত্যার পিছনে ছিল একটি বা দু’টি সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর প্রতিশোধ। কিন্তু নরেন্দ্র মোদী যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তাতে বিপাকে দেশের সঙ্গে বিদেশের অপরাধ জগৎ। সেই তালিকায় ঘরোয়া বিপদ মাওবাদী থেকে দাউদ ইব্রাহিম সকলেই রয়েছে।

তাই বিপদটা অনেক বেশি। ঝুঁকিটা অনেক বড়। প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা ব্যবস্থা অনেক শক্তিশালী। কিন্তু সুযোগসন্ধানী শত্রুরাও যে কম নয় তা বারবার প্রমাণিত। সে সব কথা জেনেই মোদী এত বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সুতরাং, দিদি আপনার চিৎকারকে উনি ভয় পাবেন কেন?

—সুন্দর মৌলিক

অস্ত্রোপচারের ফলে কালোটাকা বাতিল হলে দেশে পরিচ্ছন্ন অর্থনীতির প্রকাশ ঘটবে

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ৮ নভেম্বর মধ্যরাত্রির পর ভারত জুড়ে যে ৫০০ ও ১০০০ টাকার বাজেয়াপ্ত নোটের মজুতদারদের মধ্যে মানসিক ভূকম্পের অনুভূতি (এক বিরাট শ্রেণীর) প্রবহমান হয়েছে। তার পরিণামে বিগত সাত দিনে সেই মসীবর্ণ নোটগুলিকে বাঁচাতে তাঁরা প্রায় মরণপণ লড়াইয়ে লিপ্ত হয়েছেন। এটি এখন সরকার বনাম বেহিসেবি নোটধারী ও কর ফাঁকি দেওয়া শ্রেণীর এক পুরোদস্তুর যুদ্ধ পরিস্থিতি। সকলেই দেখেছেন ৮ তারিখের মধ্যরাত্রে তামাদি হওয়ার মুহূর্তকালের মধ্যেই দেশের সোনার দোকানগুলিতে তড়িঘড়ি কালোটাকা বদলের খেলা শুরুর হুইসেল বেজে যায়। দেশের বিভিন্ন স্থানে সোনার দাম চালু টাকায় ৩০ হাজারের জায়গায় বাতিল নোটের ক্ষেত্রে প্রতি ১০ গ্রাম হিসেব ৫০ হাজার টাকা ছুঁয়ে ফেলে। সরকার কালবিলম্ব না করে সোনার দোকানগুলিতে হানা দিয়ে তাদের খাতাপত্রের ছানবিন শুরু করে। প্যান নাম্বার থেকে আধার কার্ড ক্রেতার কাছ থেকে এগুলি বাধ্যতামূলক ভাবে জানানোর ওপর নজরদারি বাড়ে। বহু টাকা বাজেয়াপ্ত হয়। এই সরকার ক্ষমতায় আসার সময় দেশের ২ কোটির মতো মানুষের ব্যাঙ্কের খাতা ছিল। জনধন প্রকল্প চালু করে সরকার ইতিমধ্যে সেই সংখ্যা ২৪ কোটিতে নিয়ে গেছে। একটি পরিবারে নাবালক বৃদ্ধ সমেত ৫ জন মানুষ ধরলে প্রায় ১০০ কোটি মানুষই সেই নিরিখে ব্যাঙ্কের আয়ত্তাধীনে। অথচ এমন একটা রব তোলা হয়েছে গ্রামের গরিব না খেয়ে মারা যাচ্ছে। তাদের খাতার টাকা তোলায় তো বাধা নেই! আসলে নতুন যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে কালোটাকা এখন এই খাতাগুলিকে টার্গেট করেছে। তারা এগুলি ভাড়া নিয়ে ইচ্ছেমতো গরিবকে জালে তুলছে। টাকা জমা দিলে এতাবৎ সামান্য অর্থের জনধন অ্যাকাউন্টধারীরা কমিশনের বিনিময়ে তাদের খাতাগুলি ব্যবহারের সুযোগ করে নিচ্ছে। ফলে ব্যাঙ্কগুলির সামনে দেখা যাচ্ছে আতঙ্ক উদ্রেককারী ভিড়। এই অবসরে বাংলার স্বনামধন্য নেতা-নেত্রীদের বদান্যতায় চলা চোখ-রাঙিয়ে নিম্নমানের মালমশলা সরবরাহকারী সিন্ডিকেটওলারা তাদের ধর্মবাবা নেতাদের কালোটাকার বড় অংশ বিভিন্ন অ্যাকাউন্টে ২.৫০ লক্ষ করে ফেলে দিচ্ছে। কেননা এটা আয়কর আওতার বাইরে। আবার সিন্ডিকেট সদস্যদের কারেন্ট খাতাগুলিতেও বেশ কয়েক লক্ষ ঢুকিয়ে দিচ্ছে যা পরবর্তীকালে ব্যবসার আয় অনুযায়ী কর আওতায় আসবে। কালোটাকাকে বাঁচাতে এই সিন্ডিকেটবাবুরা নেতাদের কাছ থেকে ৪০ শতাংশ টাকা কেটে ৬০ শতাংশ ফেরত দিচ্ছে। এ সবই সংবাদমাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। স্বীকার নিশ্চয় কেউ সহজে করবে না।

এদিকে ১৯১৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফিরে মাহাত্মা গান্ধী ভারতকে চিনতে যেমন দেশ পরিক্রমায় বেরিয়েছিলেন, আমাদের বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীও কালোটাকা উদ্ধারে সরকারের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে ভারত পরিক্রমার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। উপযুক্ত সিদ্ধান্ত! বাংলার প্রবাদ আছে, কাকে কাকের মাংস খায় না। এতকাল খায়ওনি। শুধু বক্তৃতা দিয়ে চলে যেত কালোটাকা উদ্ধার করতেই হবে! সব দলের নির্বাচনী তহবিলে হিসাব বহির্ভূত টাকা আসত। এ সবারই জানা। কিন্তু বর্তমান প্রধানমন্ত্রী বিরাট ঝুঁকি নিয়ে জনতার কল্যাণে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বহু প্রভাবশালী শক্তি তাঁর ওপর ভেতরে ভেতরে খড়্গহস্ত। এই পরিস্থিতিতে আমাদের মুখ্যমন্ত্রী সেই কালোবাজারিদের পক্ষ নিয়ে হুমকি দিয়েছেন— 'কালোটাকা উদ্ধার তিন দিনের মধ্যে স্থগিত করতে হবে।' অথচ এই প্রক্রিয়ায় বাতিল ১৪ লক্ষ (৫০০, ১০০০) কোটি টাকার মধ্যে ১৬ তারিখ অবধিই ৬ লক্ষ কোটি টাকা ব্যাঙ্কের খাতায় ঢুকেছে। নিত্যদিন বিপুল অঙ্কের নতুন নোটের জোগান ঠিক রাখতে দেশের ৯টি নির্দিষ্ট ছাপাইকেন্দ্র থেকে যুদ্ধকালীন তৎপরতায় টাকা দেশব্যাপী ছড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় ২ লক্ষের মধ্যে ১ লক্ষ ৫০ হাজার এটিএম পূর্ণ কর্মক্ষম হয়ে গেছে। ১৮ তারিখের সমস্ত সংবাদপত্র ও বৈদ্যুতিক মাধ্যমগুলিতে দেখা যাচ্ছে ব্যাঙ্ক ও এটিএম গুলিতে ভিড় কমছে। দেশহিতৈষী ব্যাঙ্ককর্মীরা রাতদিন এক করে কাজ করে চলেছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁদের অভিনন্দিত করেছেন। পরিস্থিতি প্রায় স্বাভাবিক হওয়ার প্রান্তসীমায়। ইতিমধ্যেই মুখ্যমন্ত্রীর গরিব জনতা বারবার একই লাইনে দাঁড়িয়ে টাকার রঙ বদলের খেলায় লিপ্ত হওয়ায় সরকার আবার নতুন অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। হাতে কালি লাগিয়ে দাগিয়ে দেওয়া মহাভারতের অস্ত্রযুদ্ধ মনে পড়বে। অথচ এই মওকায় বিপুল সম্পত্তি কর ফাঁকি দিয়ে সুখনিদ্রারত তাঁর এক গরিব এমএলএ-কাম-পুরপিতা এক লপ্তে ৫৩ লক্ষ বাজেয়াপ্ত টাকায় বহু বছরের বকেয়া কর মিটিয়েছেন। আরও তিনটি গরিব এমএমআইসিও কাউন্সিলর ২৫ লক্ষ করে বাতিল নোটের মাধ্যমে বকেয়া চুকিয়েছেন। এতকাল যা অকল্পনীয় ছিল সেই পুরসভা। দিনে ৩০ কোটি টাকা কর বাবদ পেয়েছে তার গরিব কর সেলামি শাসক- প্রতিনিধি নাগরিকদের থেকে। এই যদি কর হয় তাহলে পুরপিতাদের মূল সম্পত্তির দামটা আসুক। টাকাটা ২৫ নভেম্বরের ডেট লাইনের মধ্যে ৬০ কোটি ছুঁয়ে যাবে বলে পুরকর্তৃপক্ষের বিশ্বাস। আরও বহু শাসকদলের শাঁসালো কর খেলাপি কালোটাকার কর মেটাতে উৎসুক বলে খবর। মুখ্যমন্ত্রীর তো সরকারকে ধন্যবাদ

দেওয়ার কথা। যেখানে এমন বিশাল রাজস্ব যা তিনি অন্যায়কে প্রশ্রয় দিয়ে ছেড়ে রেখেছিলেন তা মেঘ না চাইতেই জল হয়ে গেল। তা না করে প্রধানমন্ত্রী হওয়ার দুরাশায় পাগলপ্রায় মুখ্যমন্ত্রী অনায়াসে হাতগুনে বলে ফেললেন যে ২০১৯ নির্বাচনে এই হঠকারী কাজের জন্য মোদী হেরে যাবেন। বুঝে নিন তাহলে কে পড়ে রইল। 'ধন্য আশা কুহকিনী তোমার মায়ায়'।

আরও ভয়ঙ্কর সব কীর্তিকলাপ এই জালনোট, বেআইনি টাকা পর্বে সামনে আসছে। স্মরণে থাকবে বিগত জানুয়ারি মাসে মালদার কালিয়াচকে থানা আক্রমণ, দখল ও ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ উঠেছিল 'কালিয়াচকের আসাদুল্লার' নামে। খুন, রাহাজানি, বোমাবাজি, অবৈধ অস্ত্র মজুতের ছ'ছটা মামলা ঝুলছে এই ধুরন্ধরের পেছনে। ইনিই আবার জালনোটের মহাগুরু নামে প্রসিদ্ধ! বাংলাদেশ থেকে দেশে ঢোকা জালনোটের শতকরা ৮০ ভাগের সিংহভাগই মালদার এই অঞ্চল দিয়ে আসাদুল্লার (বর্তমানে গারদে) নির্দেশে দেশব্যাপী ছড়িয়ে পড়ত। কালিয়াচক থানা লুটের সময় 'তৃণমূলের' পঞ্চায়েত সদস্য এই আসাদুল্লাই নেতৃত্ব দেন। তাঁর বাড়ি থেকে দেড় লক্ষ টাকার জালনোটও উদ্ধার হয়েছিল। গত ১১ ও ১৬ নভেম্বর আর একটি খবরে প্রকাশ— কালিয়াচকের মহব্বতপুর জালনোট কারবারের সদর দপ্তর। এই অঞ্চল সংলগ্ন গোপালনগর, খড়িবোনা, মিস্ত্রিটোলার মতো গ্রামগুলিতে এখন শুধুই বিলাপ। ওদিকে বাংলাদেশে আজ মজুত রয়েছে ২০০ কোটির অচল জালনোট। প্রধানমন্ত্রীর অর্থনৈতিক অস্ত্রোপ্রচারে পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই ও দাউদ ইব্রাহিম কাসকরের জালনোট কারবারের 'ডি' কোম্পানির কাজকর্ম এখন ডকে উঠেছে। এই কারবারের সঙ্গে যুক্ত চাঁই, এজেন্ট ক্যারিয়াররা রাতারাতি গ্রামগুলি থেকে বেপাত্তা। নোট বাতিলের আগে পর্যন্ত ভারতের প্রতি দশ লক্ষ টাকায় ২৫টি হাজার টাকার নোট জাল ছিল বলে ওয়াকিবহাল মহলের খবর। এসব তথ্য ভারত পরিক্রমার সময়ে কাজে আসবে কিনা জানা দরকার। আরও দরকার জালনোটের কারবারের দৌলতে মাদক, গোরু পাচার বাবদ অর্জিত আসল ১২০ কোটি টাকার ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে উল্লেখিত চক্র। তারা সেই গরিব 'জনধন' খাতা গুলিকেই টার্গেট করতে চাইছে। বাংলাদেশ থেকে জালনোটের চাঁই তাহির শেখ নোট বাতিলের পর পালিয়ে এসে এন আই এ-এর হাতে ধরা পড়েছে। দেশে যে একটা উথাল-পাথাল চলছে তা বোঝা যায়। শুদ্ধিকরণের এই প্রাণপাত প্রচেষ্টাকে রুখতেই হবে। তাই দেশব্যাপী জাল ও কালোটাকাকে আবার প্রাণদান করার দাবিতে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী বারাণসীতে মোদীর কেন্দ্র থেকে ভারত পরিক্রমার পুণ্য সূচনা করবেন। একাজে তাঁর দোসর আর এক ব্যতিক্রমী সত্যনিষ্ঠ মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল দেশে 'বাগাবত' বিপ্লবের ডাক দিয়ে ফেলেছেন। এনারও সুপ্ত বাসনা আছে।

যাই হোক এই গরিব দরদি মুখ্যমন্ত্রী ১০০ দিনের কাজের ক্ষেত্রে শ্রমিকদের বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ করিয়ে নিলেও মজুরি বাবদ প্রায় ১১০০ কোটি টাকা এখনও দিতে না পারায় রাজ্যের ৩৪৩ কোটি টাকা জরিমানা হয়েছে (আ বা ১৫.১১.১৬)। শ্রমিকের মজুরি বকেয়া রাখার ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে বাংলা প্রথম হয়েছে। এবছর এখনও পর্যন্ত ১১০০ কোটি, গত অর্থবর্ষে ২৪০০ কোটি টাকা মজুরি সরকার মেটায়নি। কেন্দ্রীয় সরকারের টাকায় চলা এই প্রকল্পের জন্য কেন্দ্র সবচেয়ে বেশি ৪ হাজার কোটি টাকা রাজ্যকে দিয়েছে। কাজ শেষ হওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে টাকা না মেটালে তবেই জরিমানা ধার্য হয়। সরকার সবই অস্বীকার করলে মুখ্যমন্ত্রী এই প্রকল্পে সঠিক নামে আধার কার্ড জারি করার বিরুদ্ধে। এখন কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়েছে। রাজ্যের ৩০০০ কোঅপারেটিভ সোসাইটির মধ্যে প্রচুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি রয়েছে। এখানে অ্যাকাউট খুলতে কোনো প্যান কার্ড লাগে না। এরা ইতিমধ্যে ১০০০ কোটি বাতিল নোট জমা নিয়ে ফেলেছে। এদের মধ্যে অনেক নেতৃস্থানীয়ের টাকাও আছে। জেলা Co op Bank RBI-এর আদেশ অনুযায়ী এই টাকা এখন জমা নিচ্ছে না। খবরের পাতাগুলি এমনই সব কারুর পৌষ মাস কারুর সর্বনাশের খবরে ভরা। এবার এই বিক্ষুব্ধ আবহে কয়েকটি একান্ত ইতিবাচক সংবাদ না বললে নয়। যেমন—

(১) সরকারি হিসেব অনুযায়ী মোট কালো টাকার পরিমাণ ১৫.১৬ লক্ষ টাকা। সরকার ৩০/১২-র মধ্যে ১০-১১ লক্ষ ব্যাঙ্কে পেয়ে যাবে বলে অনুমান। বাকি যে ৫ লক্ষ সে টাকা উত্তর পূর্ব অঞ্চল ও জম্মু কাশ্মীরে সন্ত্রাসবাদ ও হিংসা ছড়াতে খরচা হোত, সে টাকা আর মূল স্রোতে ফিরবে না। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নিয়ম অনুযায়ী নতুনভাবে ছাপানোর পর এই টাকা সরকার সরকারি পরিকাঠামো উন্নয়ন, হাসপাতাল, বিদ্যালয় প্রভৃতি নির্মাণে খরচা করতে পারবে। একটা বড় তহবিল তৈরি হবে যা সরকারের নিজস্ব। দেশের মহামান্য সর্বোচ্চ আদালত এই মর্মে সরকারের পদক্ষেপকে প্রশংসিত করেছে। সমস্যাটি শুধু দ্রুত ছোট নোট জোগানের। এটিএম কনফিগারেশন শেষের পথে।

(২) দেশে জালনোট দিয়ে সন্ত্রাসবাদ চালিয়ে অস্থিরতা সৃষ্টিতে বাধা পড়বে। কাশ্মীরে পাথর ছোঁড়া, সন্ত্রাসী আক্রমণ এক সপ্তাহে উল্লেখ যোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। দশম শ্রেণীর বোর্ড পরীক্ষায় ৯৯ শতাংশ পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছেন।

(৩) ব্যাঙ্কগুলির হাতে নগদ মজুতের অভাব অনেকটাই মিটবে। ইতিমধ্যেই তারা আরবিআই-এর কাছে রেকর্ড অর্থ জমা দিচ্ছে। ভবিষ্যতে সুদ কমবে গৃহঋণ প্রকল্পে— ঈঙ্গিত দিয়েছেন এসবিআই অধিকর্ত্রী অরুন্ধতী দেবী। অর্থনীতিতে ইতিবাচক বৃদ্ধি ঘটবে।

(৪) কালোটাকার দাপট কমার আশায় মানুষের মধ্যে যথেষ্ট উদ্দীপনা নজরে আসছে। বেআইনি টাকা বাজার ছাপাতে না পারলে আপনা থেকে জিনিসপত্রের দাম নেমে আসবে।

জোয়ারের জল সরে গেলে যেমন উর্বর পলিমাটি দেখা যায় যা শস্যদায়িনী হয়, তেমনি দূষিত অর্থ অস্ত্রোপচারের ফলে বাতিল হলে দেশের শরীরেও একটি পরিচ্ছন্ন অর্থনীতির প্রকাশ হওয়া সম্ভব।

(লেখক অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ক আধিকারিক)

কালো অর্থনীতিতে ‘সার্জিক্যাল’ হানা

প্রণয় রায়

৮ নভেম্বর রাত ৮টা। মন্ত্রীসভার এক জরুরি বৈঠকের পর প্রধানমন্ত্রী দেখা করলেন মহামহিম রাষ্ট্রপতির সঙ্গে। তারপরই জাতির উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় ঘোষণা করলেন, ‘‘মঙ্গলবার মধ্যরাত থেকে ৫০০ এবং ১০০০ টাকার নোট বাতিল বলে গণ্য হবে। ছাড়া হবে নতুন ৫০০ টাকা এবং ২০০০ টাকার নোট।’’ রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থার পেট্রোল পাম্প, সরকারি সমবায়িকা, রাজ্য সরকারি দুধের বুথ, শ্মশান, সরকারি হাসপাতাল, প্রেসক্রিপশন ও পরিচয়পত্র দেখিয়ে ওষুধ কেনা, ট্রেন-মেট্রো-বিমানের টিকিট কাউন্টারে, রান্নার গ্যাসের দাম, পুরসভা ও সরকারি দপ্তরের কর ও জরিমানা সহ বেশ কিছু বিষয়ে ধাপে ধাপে পুরোনো ৫০০, ১০০০ টাকার নোট নেওয়ার সময় বাড়ানো হলো। মকুব করে দেওয়া হলো জাতীয় সড়কে টোল ট্যাক্স। জাতির উদ্দেশে দেওয়া বক্তৃতায় মোদী বলেন, দুর্নীতিবাজদের কালোটাকা ও সন্ত্রাস-চক্রের জালটাকা মুছে ফেলতেই আচমকা এই পদক্ষেপ। তার আরও ঘোষণা, আগামী ৩০ ডিসেম্বরের মধ্যে যাঁর কাছে যত ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট রয়েছে সেগুলি ব্যাঙ্কে বা ডাকঘরে জমা দিয়ে নতুন নোট সংগ্রহ করতে হবে। ফলে রাতেই ব্যাঙ্কের ই-কর্নারগুলিতে স্বয়ংক্রিয় মেশিনে টাকা জমা ও ১০০ টাকার নোট তোলার ধুম পড়ে যায়। কারণ ৯ নভেম্বর ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য ব্যাঙ্ক ও এটিএমগুলি বন্ধ রাখার কথা প্রধানমন্ত্রী তার বক্তৃতায় ঘোষণা করে দিয়েছেন।

১০ নভেম্বর সকাল থেকেই দেশের সমস্ত ব্যাঙ্ক, ডাকঘরের সামনে পড়ে লম্বা লম্বা লাইন। সরকারের বেঁধে দেওয়া সীমা মেনে নোট বদল, কিংবা পুরোনো নোট জমা বা নতুন নোট তোলার জন্য মানুষের এই লাইন। এই ঐতিহাসিক পদক্ষেপ এত গোপনীয়তার সঙ্গে নেওয়া হয়েছে যে (প্রধানমন্ত্রীর ভাষায় নির্দিষ্ট কোর কমিটির সদস্য ছাড়া কেউ জানত না) ব্যাঙ্কগুলিও এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। ফলে প্রথম কয়েকদিন বহু মানুষ লাইনে দাঁড়িয়ে নানা অসুবিধার সম্মুখীনও হয়। মানুষের এই ভোগান্তির বাস্তবতা মেনে নিয়েও প্রধানমন্ত্রী তাঁর এই পদক্ষেপে সাধারণ জনতার সাহায্য প্রার্থনা করেন। মোদীর ভাষায়, ‘দেশ থেকে কালো টাকা ও জালনোট ধ্বংস করার জন্য এই ভোগান্তি দেশবাসী সহ্য করবে বলে আমার বিশ্বাস’।

সপ্তাহ শেষ হতে হতে অবস্থা স্বাভাবিক হতে থাকে। ছাপাখানা থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে নতুন নোট পাঠানোর জন্য বায়ুসেনার বড় মালবাহী বিমান গ্লোবমাস্টার-সহ বেশকিছু আধুনিক হেলিকপ্টারের সহযোগিতাও নেওয়া হয়। অর্থমন্ত্রী অরুণ জেটলির কথায়, ‘কালো টাকার অর্থনীতির উপর এত বড় সার্জিক্যাল স্ট্রাইক অতীতে কোনো দিন হয়নি।’ সবচেয়ে বড় কথা, কিছু সংবাদমাধ্যম, রাজনৈতিক নেতানেত্রীর উস্কানি সত্ত্বেও যেভাবে সাধারণ মানুষ ঘণ্টার পর ঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে থেকেও কেন্দ্র সরকারের এই পদক্ষেপের পক্ষে বেটন ধরেছে তা সমাজ বিশেষজ্ঞদেরও অবাক করে দিয়েছে। কিছু সমাজ বিশেষজ্ঞদের মতে, ২০১৪-র নির্বাচন ভারতীয় রাজনীতির জলবিভাজিকা। ভারতীয় সমাজ যেভাবে প্রান্ত, ধর্ম, ভাষা সর্বোপরি রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে প্রধানমন্ত্রী মোদীর পাশে দাঁড়িয়েছে তা বিশ্বে ভারতের কর্তৃত্ব কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। আমেরিকায় ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাষ্ট্রপতি নির্বাচন জয়ের পর এমনিতেই সমরবিশেষজ্ঞরা ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক স্তরে প্রাধান্য ও কর্তৃত্ব বাড়ার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন। ঘরোয়া ফ্রন্টে এই বিপুল জনসমর্থন মোদীকে আরও বেশি আক্রমণাত্মক বিদেশনীতি গ্রহণে উৎসাহিত করবে বলেও কূটনীতিক মহলে গুঞ্জন। উল্লেখ্য, নভেম্বর মাসের প্রথম দুই সপ্তাহের মধ্যে ট্রাম্পের জয় এবং ব্রিটেন, ইজরাইল, জাপানে সর্বোচ্চ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে বন্ধুত্বের চুক্তি করে পাকিস্তান ও চীনকে এমনিতেই ব্যাক ফুটে ফেলে দিয়েছে ভারত।

এখন প্রশ্ন হলো, এক ঝটকায় বড় অঙ্কের দু’রকম নোট তুলে নেওয়ার যৌক্তিকতা কোথায়? উত্তরে অর্থমন্ত্রকের কর্তারা বলছেন এই পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী এক ঢিলে পাঁচটি লক্ষ্যে হানা দিয়েছেন। জালটাকার অবসান, কালো অর্থনীতি ধ্বংস, মাওবাদী ও ইসলামি সন্ত্রাসবাদীদের আর্থিক সংস্থান ধ্বংস, দুর্নীতি ও হাওয়ালা কারবারিদের নির্মূল অভিযান। প্রধানমন্ত্রী তার লক্ষ্য সাধনে সক্ষম হয়েছেন বলেও বিশেষজ্ঞদের মত। ভারতে জালটাকা ঢোকে মূলত নেপাল ও বাংলাদেশের রাস্তা হয়ে পাকিস্তান থেকে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কিরেণ রিজিজুর ভাষায়, ‘করাচি, পেশোয়ার-সহ সমস্ত জাল টাঁকশালের কর্মীরা এখন বেকার হয়ে পড়েছে!’ বিশাল পরিমাণ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে দাউদের ডি কোম্পানি যার আয়ের ৫০ শতাংশই আসে ভারতে জালটাকার সরবরাহ থেকে বলে গোয়েন্দা সূত্রে খবর। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের হিসেব অনুযায়ী প্রতিবছর ৫০০ থেকে ৭০০ কোটি টাকার জালনোট পাকিস্তান থেকে ভারতে ঢোকে। আই এস আইয়ের মদতে পাক সরকারি ছাপাখানায় ছাপা সেই সব নোট এতটাই নিখুঁত যে খালি চোখে পার্থক্য করা প্রায় অসম্ভব ছিল। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক কর্তাদের ব্যাখ্যা— ভারত ও পাকিস্তান দুই দেশই নোটের জন্য কাগজ ও কালি জার্মানির ফ্রাঙ্কফার্ট ও সুইটজারল্যান্ড থেকে কেনে। ফলে পাক সরকারি ছাপাখানায় ছাপা জালনোট এত নিখুঁত। যেহেতু একশো টাকার বান্ডিলের মাধ্যমে বড় অঙ্কের টাকা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পাচার করার ঝুঁকি বেশি, তাই

পাঁচশো ও হাজার টাকা জাল করার উপর জোর দেয় পাক গোয়েন্দা সংস্থা। এই জালনোট পাকিস্তান পোষিত সন্ত্রাসবাদী ও গোরু পাচারকারীদের প্রধান শক্তি ছিল যাকে প্রধানমন্ত্রী এক ধাক্কায় ধুলোয় মিশিয়ে দিয়েছেন বলে গোয়েন্দা কর্তাদের মত।

অন্যদিকে, কালো অর্থনীতি যেভাবে ভারতবর্ষকে গ্রাস করেছিল তাতে এরকম একটি সার্জারি অত্যন্ত জরুরি ছিল বলে অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মত। ২০১০ সালেই দেওয়া বিশ্বব্যাঙ্কের হিসেব অনুযায়ী, ১৯৯৯ সালে দেশে কালো অর্থনীতির বহর ছিল জিডিপি-র ২০.৭ শতাংশ। ২০০৭-এ তা বেড়ে দাঁড়ায় ২৩.২ শতাংশে। অনেকেই মনে করেন এটা এখন ৫০ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে। অর্থাৎ টাকার অঙ্ক ধরলে প্রায় ৩০ লক্ষ কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রকের কর্তাদের দাবি বেআইনি কাজকারবারের ফলে দেশের অর্থনীতির বহর নিজস্ব ক্ষমতা অনুসারে বাড়তে পারছে না, ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আর্থিক বৃদ্ধির হার। কালোটাকার দাপটে কালোকারবারিরা বাজারে যেমন খুশি খরচ করছে। ফলে মূল্যবৃদ্ধি ঊর্ধ্বমুখী। ফ্ল্যাট-জমি দাম কম দেখিয়ে সরকারের রাজস্ব ক্ষতি হচ্ছে। এই কারণেই এরকম কড়া সিদ্ধান্ত নেওয়াটা জরুরি হয়ে পড়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের প্রাক্তন মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা অরবিন্দ ভিরমানি ও সেন্টার ফর পলিসি রিসার্চের রাজীব কুমারের মতে, অর্থনীতিবিদরা জোরালো কণ্ঠে সরকারের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। তাতে এই সিদ্ধান্তে বহু মানুষ আয়কর দিতে বাধ্য হবে যারা এত দিন এতে ফাঁকি দিয়েছে। ফলে গরিব, মধ্যবিত্ত ও পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকারের হাতে আর্থিক জোগান বাড়বে। মোদীর ধাক্কায় দেশে হাওয়ালা কারবারের সিংহভাগ এখন বন্ধ হয়ে গিয়েছে বলে জানতে পেরেছে গোয়েন্দারা। আগে প্রতিদিন ১০ থেকে ১৫ হাজার কোটি টাকা হাওয়ালার মাধ্যমে লেনদেন হোত বলে জানা গিয়েছে। দেশের মধ্যেকার অসাধু ব্যবসায়ীরা হাওয়ালার মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা বিদেশে পাচার করে দিত যা কখনো বিদেশি মুদ্রার মাধ্যমে সেই ব্যবসায়ীর কাছে ফিরে আসত অথবা তার বিদেশি ব্যাঙ্ক

আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা ছাড়াও 'ফোর্বস', 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'মার্কিন জার্নাল' 'লুমবার্গ'-এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রপত্রিকাগুলিও মোদীর সিদ্ধান্তকে কুর্নিস জানিয়েছে। পাকিস্তানের মিডিয়াও মোদীর পদক্ষেপের প্রশংসা করে পাকিস্তানেও এই নীতি গ্রহণের জন্য জনমত তৈরি করতে শুরু করেছে।

অ্যাকাউন্টে জমা হয়ে যেত। ফলে দেশের বিপুল পরিমাণ ক্ষতি হোত।

এই হাওয়ালার মাধ্যমেই আবার বিপুল পরিমাণ আর্থিক সাহায্য আসত ভারতে ইসলামি ও মাওবাদী সন্ত্রাসবাদীদের কাছে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক-সূত্রের বক্তব্য--- নেপাল, বাংলাদেশ ও দুবাই থেকে হাওয়ালার মাধ্যমে সারা দেশে বিচ্ছিন্নবাদীদের কাছে অর্থ পাঠাত আই এস আই, লস্করের মাথারা। এক ঝটকায় সে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেল। উদাহরণ হিসেবে গোয়েন্দারা বলছে, হাওয়ালার মাধ্যমে আসা অর্থের বেশির ভাগটাই ছিল ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট, যা এখন অচল। ফলে আপাতত কাশ্মীরে বিচ্ছিন্নতাবাদীদের হাতে থাকা টাকার কোনো মূল্য নেই। এজন্য তারা স্থানীয় যুবকদের কোনো টাকা দিতে পারছে না। উপত্যকায় বিক্ষোভও বন্ধ হয়ে গিয়েছে। মোদীর এই ধাক্কায় মাওবাদী জঙ্গিরাও বিপুল ক্ষতির মুখে পড়ছে বলে গোয়েন্দা সংস্থা আইবি খবর পেয়েছে। লেভি বা স্থানীয় কন্টাক্টরদের থেকে জোর করে সংগ্রহ করা বিপুল পরিমাণ অর্থ এখন কাগজের স্তূপে পরিণত হয়েছে। পুলিশের মতে, মাওবাদীদের বেশিরভাগ সঞ্চয় ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোটে ছিল। পুলিশের অনুমান ছিল সংগঠনের বাইরের লোকদের দিয়ে সে সব নোট বদলানোর চেষ্টা করবে জঙ্গিরা। ঝাড়খণ্ড পুলিশও প্রস্তুত ছিল। ফলে রাঁচীর কাছে বেরোতে ২৫ লক্ষ টাকা সহ ধরা পড়ে এক পেট্রোল-পাম্প মালিক। রাঁচীর এসএসপি কুলদীপ দ্বিবেদী বলেন, 'পি এল এফ আই জঙ্গি সংগঠনের নেতা দীনেশ গোপ পাম্প মালিক নন্দকিশোর যাদবকে ২৫ লক্ষ টাকার নোট ব্যাঙ্কে বদলানোর জন্য দিয়েছিল কিন্তু আগাম খবর থাকায় আমরা তাকে গ্রেপ্তার করি।' মাওবাদী অঞ্চলে কাজকরা অফিসারদের মতে, মাওবাদী জঙ্গিদের কাছে কম করে ২৫ হাজার কোটি টাকা নগদ রয়েছে যার বেশির ভাগটাই ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট।

বহু আর টি আই কার্যকর্তা প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁদের মতে, ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট বদলের ফলে সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি কমবে। নোট অচল হওয়ার পর থেকে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ সারাদেশে ধরা পড়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব।

কোথাও পুকুরে, কোথাও নদী নালাতে ৫০০ ও ১০০০-এর নোট পোড়া বা ছেড়া অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। এ প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী মোদীও আমোদ করে বলেছেন, 'আগে কেউ গঙ্গায় চার আনা দিত না এখন ৫০০ ও ১০০০-এর নোট দিচ্ছে'। বহু ভ্রষ্ট রাজনৈতিক নেতা, ব্যবসায়ী, অফিসার, ডাক্তার, উকিলের বাড়িতে আয়কর দপ্তরের অভিযানে বিপুল অর্থ ধরা পড়েছে। প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং ঘোষণা করেছেন প্রতিটি পয়সার হিসেব দিতে হবে এবং যদি কেউ হিসেব না দিতে পারে সরকার কড়া অবস্থান নেবে। কিছু সূত্র বলছে, জরিমানার ২০০ শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে সেই সঙ্গে আইনি ঝামেলা তো রয়েছে। বেনামি সম্পত্তিরও খোঁজ করা হবে বলে প্রধানমন্ত্রী আগাম হুমকিও দিয়ে রেখেছেন। এতেই ফাঁপরে পড়েছে দুর্নীতিবাজরা। ফলে অনেকে নোট পুড়িয়ে ফেলার রাস্তা নিচ্ছে বলে খবর। কেন্দ্রের রাজস্ব সচিব হাসিমুখ দেখিয়ে বলেন, কেউ নোট পুড়িয়ে বা অন্য ভাবে নষ্ট করলে সরকারের ক্ষতি নেই। কেননা, তার বদলে সমান মূল্যের নতুন নোট দিতে হবে না। ফলে আখের সরকারেরই লাভ হবে। তার সহাস্য উক্তি, ''আমরা সব ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট ব্যাঙ্কে ফিরে আসবে বলে আশাও করি না।" আসলে এই মুহূর্তে দেশে প্রায় ১৭ লক্ষ কোটি মূল্যের নোট ও কয়েন রয়েছে যার ১৪ লক্ষ কোটিই হলো ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট। যেগুলি সরকার বদল করে দিবে। ফলে দিনরাত টাকা ছাপিয়েও নোট মুদ্রণ কেন্দ্রগুলি নতুন নোটের জোগান দিতে পারছে না। আবার এটিএমগুলিতে যান্ত্রিক পরিবর্তন না আনলে সেগুলি পুরোপুরি ব্যবহার করা যাচ্ছে না। যেহেতু নতুন নোটগুলির ওজন ও আকৃতি দুইই আগের থেকে ভিন্ন।

কিন্তু শত অসুবিধা সত্ত্বেও যাদের কথা ভেবে প্রধানমন্ত্রী এই বৃহৎ সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন সেই জনতা কিন্তু এক বাক্যে মোদীর পেছনে দাঁড়িয়েছে। জনতার প্রতিক্রিয়া, 'তাঁর উদ্দেশ্যটা তো ভালো! না হয় সইলাম একটু ভোগান্তি।' কেউ বলছে, 'একটু অসুবিধে হচ্ছে ঠিকই কিন্তু ভালোর জন্য সেটুকু মানা যায়।' এক ব্যাঙ্ক ম্যানেজার জানালেন গ্রাহকরা কীভাবে তাদের সহযোগিতা করছে। বহুক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে টাকা না পেয়েও অনেকে হাসি মুখে চলে গেছে, কোনো গোলমাল হয়নি। অনেকে নোটবদলের টাকা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নিয়েছে নিজেদের মধ্যে। এর মধ্যে সাহারানপুরের শরদকুমারের মতো কিছু মানুষ বাড়িতে জমানো খুচরো টাকা ব্যাঙ্ককে জমা করতে গিয়েছে যাতে মানুষ নোট বদল করতে পারে। দেশে একরকম ভারতীয়ত্বের, দেশাত্মবোধের জোয়ার চলছে। বহু মানুষ লাইনে দাঁড়ানো লোকদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছেন। মানুষ ব্যাঙ্ককর্মীদের কাজকেও সম্মান ও প্রশংসা করছে। মানুষ ভাবছে দেশের জন্য কিছু করার সময় এসেছে, আমরা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য এটুকু করবই। সিঙ্গাপুরের বিখ্যাত পত্রিকা 'দি ইনডিপেন্ডেন্ট' ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর তুলনা আধুনিক সিঙ্গাপুরের রূপকার 'লি কান ইউই'র সঙ্গে করেছে। যিনি নিজের দৃঢ়তা ও বিপ্লবী সিদ্ধান্ত নেওয়া ক্ষমতার বলে কয়েক লক্ষ জনসংখ্যার গরিব দ্বীপকে মাত্র কয়েক বছরের মধ্যেই পৃথিবীর ধনীতম দেশ পরিণত করতে পেরেছেন। আই এম এফ, ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ইউরোপীয় ইউনিয়নের মতো আন্তর্জাতিক সংস্থা ছাড়াও 'ফোর্বস', 'নিউইয়র্ক টাইমস', 'ওয়াশিংটন পোস্ট', 'মার্কিন জার্নাল' 'লুমবার্গ'-এর মতো আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন পত্রপত্রিকাগুলিও মোদীর সিদ্ধান্তকে কুর্নিস জানিয়েছে। পাকিস্তানের মিডিয়াও মোদীর পদক্ষেপের প্রশংসা করে পাকিস্তানেও এই নীতি গ্রহণের জন্য জনমত তৈরি করতে শুরু করেছে।

যদিও মজার কথা, ক্যাবিনেট ও রাষ্ট্রপতির সঙ্গে বৈঠকের পর জাতির উদ্দেশে প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ পাকিস্তানের হাড় হিম করে দিয়েছিল। তারা মনে করেছিল হয়তো মোদী পাকিস্তানে হামলা করতে চলেছে। খবরটি কিন্তু পাকিস্তানি মিডিয়াতেই প্রকাশ পেয়েছে।

প্রশংসা দূরের কথা, ভারতের বিরোধী দলগুলো মেতে আছে সরকারের নিন্দায়

প্রবাল চক্রবর্তী

এক ছিলেন শাশুড়ি। ছেলের বউকে তিনি দু'চক্ষে দেখতে পারতেন না। ছেলের বউ যাই রাঁধে, তার কোনো না কোনো খুঁত তিনি বের করে ফেলেন। একদিন ছেলের বউ অনেক কষ্ট করে খুব ভালো পায়েস রেঁধে ফেললো। সেই পায়েস খেয়ে শ্বশুরবাড়ির সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগলো। শাশুড়ি অনেক ভেবেচিন্তেও কোনো খুঁত ধরতে পারলেন না। এদিকে সবাই ছেলের বউয়ের এত প্রশংসা করছে, সেটাও সহ্য হচ্ছে না। শেষমেষ বলে ফেললেন, এটা কী করেছো বউমা, আরেকটু বেশি গুড় দিলেই তো পায়েসটা বেশি মিষ্টি হয়ে যেত!

ভারতের বিরোধী দলনেতাদের কাণ্ডকারখানা দেখে গল্পটা মনে পড়ে গেল। পাঠানকোট হলো, উরি হলো, তখন এরা ফিতে নিয়ে মোদীর ছাতির মাপ নিয়ে বেড়াচ্ছিল। আর সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর? প্রথমে বলল, ওটা ফেক এনকাউন্টার। যখন পাকিস্তানের মিডিয়া ঘটনার সত্যতা মেনে নিল, তখন বলল, 'খুন কী দালালি'! আরে, ভারতের সেনা তো বারবারই পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিয়েছে। তাদের বীরত্ব ও দেশপ্রেম নিয়ে নতুন করে বলার কিছু নেই। কিন্তু ভারতের রাজনৈতিক নেতারা? তাঁরা বারবার যাবতীয় সাফল্য খুইয়ে এসেছেন আলোচনার টেবিলে। এখানেই বর্তমান নেতৃত্বের সাফল্য। তার সাধুবাদ কি মোদী-সরকারের প্রাপ্য নয়? ভারতীয় সেনা যুদ্ধনিপুণ, লড়াকু, মরতে ভয় পায় না। ভারতের শাসকদের দায়িত্ব

অসাধু ব্যবসায়ীর পুরুষানুক্রমে অর্জিত সম্পদকে একধাক্কায় শূন্য বানিয়ে দিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্ত। যাবতীয় প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে সরকার যে এতবড় পদক্ষেপটা নিল, তার জন্য সাধুবাদ দেওয়ার বালাই নেই, উল্টে ব্যাঙ্কের সামনে লম্বা লাইন কেন, এই নিয়ে গলাবাজি করছে কিছু স্বার্থসর্বস্ব মানুষ।

কিন্তু ভারতের জওয়ানদের যেন কোনো ক্ষতি না হয় দু-দশজন শত্রুকে নিকেশ করে ফিরে আসতে পারেন, সেটা দেখা। মাত্র তিন বছর আগে ভারতের নৌসেনা-প্রধান পদত্যাগ করতে চেয়েছিলেন, কারণ তাঁর সেনার হাতে পর্যাপ্ত গোলাবারুদ পৌঁছে দিচ্ছিল না সে সময়কার সরকার। আজ ভারতীয় সেনা যে ধরনের অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করছে, সেটা আগে কখনো ঘটেনি। আরব দুনিয়ার ভ্রূকুটি, দেশের অভ্যন্তরীণ ইসলামিক লবির তর্জনীকে অগ্রাহ্য করে ভারত ইজরায়েলের সঙ্গে সখ্য বাড়িয়েছে। আজ ভারতীয় সেনার কাছে কাউন্টার-ইন্সার্জেন্সি গিয়ার, ইলেক্ট্রনিক গাইডেন্স ও লেজার টার্গেটিং সিস্টেম, নাইট ভিশন ইত্যাদি যা আছে, যেগুলো সার্জিক্যাল স্ট্রাইকে প্রভূত সাহায্য করেছে, তার অনেকটাই এসেছে ইজরায়েলের কাছ থেকে। একজন সৈন্যকেও না হারিয়ে ভারতীয় সেনা যে শত্রুব্যূহে ঢুকে তাদের ছিন্নভিন্ন করে ফিরে এসেছে, তার কৃতিত্ব সেনার সঙ্গে সিভিলিয়ান নেতৃত্বেরও তো প্রাপ্য। সেই বাহবা দিতে এদের গলা শুকোচ্ছে কেন? যারা একটাও কেলেঙ্কারিতে না জড়িয়ে সারা পৃথিবী থেকে সেরা অস্ত্রসম্ভার খুঁজে এনে জড়ো করল ভারতের সেনার জন্য, তাদের কি কোনো প্রশংসাই প্রাপ্য নয়? প্রশংসা তো দূরের কথা, ভারতের বিরোধী দলগুলো মেতে আছে সরকারের নিন্দায়।

একই মানসিকতার প্রতিফলন দেখছি কালো টাকার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ক্ষেত্রেও। আগে এইসব গরিবদরদি বাম-সুপারবাম নেতানেত্রীরা বলত, মোদী সরকার নাকি

বড়লোকদের পেটোয়া। আজ সেই সরকার যাবতীয় অসাধু ব্যবসায়ীর পুরুষানুক্রমে অর্জিত সম্পদকে একধাক্কায় শূন্য বানিয়ে দিয়েছে। যাবতীয় প্রতিকূলতা অগ্রাহ্য করে সরকার যে এতবড় পদক্ষেপটা নিল, তার জন্য সাধুবাদ দেওয়ার বালাই নেই, ব্যাঙ্কের সামনে লম্বা লাইন কেন, এই নিয়ে গলাবাজি। মানুষের অসুবিধে হলে দিদি আমাদের প্রাণ দিয়ে দেবেন সেই অসুবিধে দূর করতে। দিদি, সিঙ্গুর অবরোধের কথা এত তাড়াতাড়ি ভুলে গেলেন? সেই অবরোধের সময় মানুষের ভোগান্তি হয়নি? সে সময় আপনি দিনের পর দিন রাস্তা আটক করে বসেছিলেন। যাবতীয় চালানি ট্রাক আটকে গিয়েছিল। কলকাতায় জিনিসপত্রের দাম বাড়ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে।

শুধু গরিব মানুষেরই নয়, মধ্যবিত্তেরও নাভিশ্বাস উঠেছিল। আপনার তো তখন কুছ পরোয়া নেই ভাব। লোকে হেজে যাক, মরে যাক, আপনি অবরোধ হটাবেন না। তখন তো কই জনগণের অসুবিধের কথা মনে পড়েনি আপনার! দিদি, জনগণের অসুবিধে নিয়ে আপনার মনঃপীড়াটা এত সিলেক্টিভ কেন?

আমার বাড়িতে একবার খুব আরশোলার উপদ্রব হয়েছিল। পেস্ট কন্ট্রোল করাতে হলো। পেস্ট কন্ট্রোলের লোকেরা বাড়িতে এসে ওষুধপত্র প্রয়োগ করে বলে দিল, আগামী দু'দিন বাড়িতে ঢুকবেন না। সেই দু'দিন বড্ড কষ্টে কেটেছিল। তখন ভোজনং যত্রতত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে। বন্ধুদের কাছে যেচে নেমন্তন্ন নিতে হচ্ছিল। কিন্তু আরশোলার সঙ্গে সহবাসের থেকে সেই দুদিনের কষ্ট তো ঢের ভালো। আর ভারতবাসী তো শুধু আরশোলা নয়, ধেড়ে ইঁদুর ও রক্তচোষা বাদুড়দের সঙ্গেও সহবাস করেন। আজ ভারতে পেস্ট কন্ট্রোল শুরু হয়েছে। সব আরশোলা, ইঁদুর ও রক্তচোষা বাদুড় ঘর ছেড়ে পালাচ্ছে। এতদিনের ঘরসংসার খুইয়ে তারা কিন্তু খুব রেগে। মরিয়া হয়ে তারা অনেকরকম কাণ্ড করবে। আঁচড়ে-কামড়ে দেবে। তাতে ভয় পেলে চলবে না, ডেঁটে বসে থাকতে হবে। বুদ্ধদেব যখন তপস্যায় বসেছিলেন, অমন অনেক 'মার' এসে তাঁকে জ্বালাতন করেছিল। যাতে তিনি ধ্যান ছেড়ে উঠে পড়েন। ভারতবাসীকে অনুরোধ, ভ্যাম্পায়ারদের জ্বালাতনে ধ্যান ভাঙবেন না। যদি একবার ধ্যান ভাঙে, আগামী একশো বছরের জন্য এইসব রক্তচোষা ভ্যাম্পায়াররা আপনার বংশধরদের রক্তের ওপর মৌরসিপাট্টা কায়েম করবে। আর যদি সত্যিই তা হয়, আগামী প্রজন্ম কিন্তু আপনাকে আমাকে কাউকেই ক্ষমা করবে না।

মনে রাখবেন, যারা ব্যাঙ্কে টাকা জমা দেওয়ার নামে এত ধানাই-পানাই হালুম-হুলুম করছে, তারা কিন্তু আসলে আপনারই ভাত মারছে। কারণ, যে টাকাটা ব্যাঙ্কে জমা হচ্ছে, সেটা আপনার টাকা। যুগ যুগ কেটে যায় বিপ্লবের প্রতীক্ষায়। আজ যখন বিপ্লব সত্যিই দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে, তখন দরকার দাঁতে দাঁত চেপে সেই বিপ্লবকে পরিণতিতে পৌঁছে দেওয়া। বিনা কষ্টে বিপ্লব হয় না।

মারিও পুজোর 'গডফাদার' গল্পে পড়েছিলাম, গডফাদার প্রথমে লোকের সমস্যা তৈরি করতেন, তারপর লোকে যখন সেই সমস্যায় জর্জরিত হয়ে গডফাদারের সাহায্য চাইতে আসত, তখন তিনি সমস্যার সমাধানে জান লড়িয়ে দিতেন। গত ক'দিন ধরে কলকাতার খবরের কাগজগুলোর পাতায় পাতায় দেখছি, ব্যাঙ্কের সামনে লম্বা লাইন। দেখে একটা সন্দেহ জাগলো। এইসব লাইনে বেশকিছু তৃণমূলো কেদারবাবু লাইন লাগায়নি তো? লাইনে ভিড় বাড়িয়ে লোককে হতাশ করে দেওয়া, এটা তো লালমার্কা বামপার্টি ও সবুজমার্কা সুপারবামপার্টি —দু'জনেরই ট্রেডমার্ক। প্রতিটা ইলেকশনে ওরা পোলিং বুথের সামনে ভিড় জমিয়ে সাধারণ ভোটারদের ভোট দিতে বাধা দেয়। আমার সন্দেহ, সেই একই কায়দা এরা এখন ব্যাঙ্কের সামনে দেখাচ্ছে। কী করে এদের বোকা বানাবেন? সমাধান আপনার হাতের কাছেই রয়েছে। যে কার্ডটা পড়ে আছে আলমারির কোণায়, ওটাকে ধুলো ঝেড়ে বের করুন। ক্যাশলেস— এটাই আগামী যুগের দস্তুর। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় গিয়েছিলাম। ক্যাশ কতবার উইথড্র করেছিলাম, তা হাতে গুণে বলতে পারি। চুটিয়ে ডেবিট কার্ড ব্যবহার করেছি এবার। দেখলাম, আজকাল সবাই কার্ড নেয়।

শুধু একটু অনুরোধ, আর মাঝেমধ্যে একটু ঠেলা দিতে হয়। দোকানে ঢোকার আগেই জিজ্ঞেস করতাম— ভাই, কার্ড নেন তো? কার্ড না নিলে পাশের দোকানে যাচ্ছি। এটাই হওয়া দরকার। আমি আশা করব, সামনের বার যখন কলকাতায় যাব, তখন দেখব, মুদি দোকান থেকে মাছের বাজার সর্বত্রই কার্ড নেওয়া শুরু হয়েছে। এ ছাড়া কালো টাকাকে পুরোপুরি বন্ধ করার আর কোনো উপায় নেই। যেদিন প্রতিটি পাইপয়সার আদানপ্রদান ব্যাঙ্কের মাধ্যমে হবে, সেদিন আর ভারতবর্ষকে কালো টাকা নিয়ে দুর্ভাবনা করতে হবে না।

এবারের দোলযাত্রা দেখতে দেশে আসতে খুব ইচ্ছে করছে। কারণ, লোকমুখে শুনছি, এবারের হোলিকা দহন হবে কালো টাকা পুড়িয়ে। সেই টাকায় সারদা-নারদার টাকাও নিশ্চয়ই শামিল হবে। সেই হোলিকা দহন দেখতে চাই। শুনছি, অনেক বেইমান লোকজনের নাকি প্যালপিটেশন শুরু হয়েছে। তারা মনোবিদদের কাছে দৌড়চ্ছে। ডিসেম্বর পেরোতে পেরোতে তাদের কয়েকজনের হৃদযন্ত্র বিকল হতে পারে। তাদের চিতা দেখতেও আসবো। আর হাহা করে হাসবো। আমরা মা কালীর বাচ্চা। পাপীদের শ্মশানে মা কালী যেমন করে হাসেন, আমরাও তেমন করে হাসবো।

(লেখক প্রবাসী ভারতীয়)

চিঠিপত্র

শিক্ষায় সিঙ্গুর— তৃণমূলীকরণের একটি পদক্ষেপ

২০১৬ সালে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে দ্বিতীয়বার ক্ষমতার অলিন্দে বসেছে। প্রধানত যে দুটি আন্দোলনের উপর ভর করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রথমবার ২০১১ সালে তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় এসেছিল তা হলো— সিঙ্গুর এবং নন্দীগ্রাম আন্দোলন।

২০০৬ সালে তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার কৃষকদের কাছ থেকে জোর করে জমি দখল করে টাটা শিল্পগোষ্ঠীকে ন্যানো গাড়ির কারখানা করার জন্য হস্তান্তরিত করে। এরই প্রতিবাদে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কৃষকদের জমি ফেরানোর দাবিতে এক ব্যাপক আন্দোলনের নাম সিঙ্গুর আন্দোলন। তৃণমূল কংগ্রেস ক্ষমতায় আসার পর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দেবেন।

সম্প্রতি মহামান্য সুপ্রিম কোর্ট কৃষকদের জমি ফিরিয়ে দিতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই খবরে উচ্ছ্বসিত হয়ে তৃণমূল কংগ্রেস সিঙ্গুর বিজয় দিবস পালন করল। পরিশেষে তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত রাজ্য সরকার সিদ্ধান্ত নেয় আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে সিঙ্গুর আন্দোলনের ঘটনাকে নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত একটি বিষয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

রাজ্য সরকারের সিঙ্গুর আন্দোলনকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করা শিক্ষায় তৃণমূলীকরণের একটি নামান্তর মাত্র। বিজেপি বিরোধী দলগুলি প্রায়ই অভিযোগ করে যে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নাকি শিক্ষায় গৈরিকীকরণ করার প্রয়াস করছে। অথচ তারা তৃণমূল কংগ্রেসের তৃণমূলীকরণের বিরোধিতা করছে না। শিক্ষায় বিজেপি সরকারের গৈরিকীকরণ একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। কারণ আমরা ভারতবাসী এবং ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমরা যদি কোনো উদ্যোগ নিই তাতে কোনো যথার্থ ভারতবাসীর মনে আঘাত লাগার কথা নয়। কিন্তু যারা ভারতবর্ষে বাস করে মনটাকে ভারতীয় করতে পারেনি, তারাই এর সমালোচনা করে। প্রকৃতপক্ষে বহু প্রাচীনকাল থেকেই গৈরিকবর্ণ ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। ৮০০ বছর বিদেশি শত্রুর কাছে পরাধীন থাকা সত্ত্বেও শত্রুরা আমাদের এই ঐতিহ্যে আঘাত করতে পারেনি। কাজেই গৈরিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিটি ভারতবাসীর মনে যদি তার দেশ ও জাতির প্রতি আনুগত্য জন্মায় তাহলে আমাদের ভারতবর্ষ আর কোনোদিনও বিদেশি শত্রুর কাছে পদানত হবে না। তাই শিক্ষায় গৈরিকীকরণে কোনো ক্ষতি নেই। কারণ গৈরিকীকরণের মাধ্যমে আমাদের দেশ আরও ঐক্যবদ্ধ ও সুসংহত হবে।

কিন্তু শিক্ষায় সিঙ্গুর আন্দোলন অন্তর্ভুক্ত করা পুরোপুরি রাজনৈতিক ফায়দা লাভের জন্য। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের মনে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল সম্পর্কে আনুগত্য জন্মানোর জন্যই তাদের এই প্রচেষ্টা। যদি জমি আন্দোলনের গুরুত্ব বোঝানোর জন্য সিঙ্গুরকে পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হয় তবে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জন্য 'সারদাকাণ্ড' এবং রাজ্যের মন্ত্রী-সাংসদদের দুর্নীতিগ্রস্ত চরিত্র বোঝানোর জন্য 'নারদকাণ্ড'কেও পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

—অসীম সাহা,
রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

মশা বলে কত জল?

বেশ কিছুদিন ধরে দৈনিক সংবাদপত্রের সংবাদে জানতে পারছি, ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সহ-সভাপতি রাহুল গান্ধী, 'রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের' প্রতি অহেতুক অবমাননাকর কথাবার্তা বলছেন। যেমন মহাত্মা গান্ধীর হত্যার কথা, স্বাধীনতা সংগ্রামে সঙ্ঘের ভূমিকা ইত্যাদি। রাহুল গান্ধীর হয়তো জানা নেই, তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী স্বর্গত সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল ভারতের লোকসভায় ঘোষণা করেছিলেন— মহাত্মা গান্ধীর হত্যার সঙ্গে সঙ্ঘের কোনো সম্পর্ক নেই। লোকসভার কার্যবিবরণী থেকে দেখে নিতে পারেন। এই অবান্তর কথার জন্য মহামান্য আদালতের কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা পর্যন্ত করেছেন। তারপরও তাঁর বাকসংযম হয়নি। সঙ্ঘের দেশপ্রেম, দেশভক্তি, সেবাকাজ-সহ সাংগঠনিক ক্ষমতার ব্যাপারে তিনি খুবই অজ্ঞ।

যে অ-রাজনৈতিক সংগঠন ১৯২৫ সাল থেকে ২০১৬ সাল পর্যন্ত ৯২ বৎসরকাল ধরে সমগ্র বিশ্বের বিস্ময় রূপে শতবর্ষের দিকে এগিয়ে চলেছে সেখানে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস শতাধিক বৎসরের প্রাচীন রাজনৈতিক সংগঠন হিসাবে আজ বহুধা বিভক্ত। ভারতে তথা পশ্চিমবঙ্গে বিলুপ্ত প্রায়। অনুগ্রহ করে নিজের সংগঠনকে সহ-সভাপতি হিসাবে রক্ষা করুন!

রাহুল গান্ধীর হয়তো জানা নেই বা না জানার ভান করছেন। তবে জেনে রাখুন আপনার বাবার দাদামশাই ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী স্বর্গত জওহরলাল নেহরু মহাত্মা গান্ধীর হত্যার অপবাদ দিয়ে ১৯৪৮ সালে সঙ্ঘের উপর প্রতিবন্ধকতা অর্থাৎ নিষেধাজ্ঞা জারি করেন। সেই সময় সঙ্ঘ নিজ সাংগঠনিক শক্তিবলে অহিংস সত্যাগ্রহ করে। লক্ষ লক্ষ 'স্বয়ংসেবক' কারাগারে বন্দি হন। যার ফলে দু' বছরের মধ্যে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে বাধ্য হয়।

১৯৭৫ সালে আপনার ঠাকুরমা স্বর্গত শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ে পরাজিত হয়ে, রাতারাতি ভারতের রাষ্ট্রপতি ফকিরউদ্দিন আলির সাহায্যে ভারতে জরুরি অবস্থা জারি করেন। সেই সঙ্গে সঙ্ঘের উপর নিষেধাজ্ঞাও লাগু

করেন। আবার আন্দোলন, অহিংস সত্যাগ্রহ। সেই সময় লক্ষ লক্ষ স্বয়ংসেবক, কার্যকর্তা, জীবনব্রতী প্রচারকরা সকলে কারান্তরালে বন্দিজীবন মেনে সত্যাগ্রহ করেন। বহু প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কর্মী ও নেতা, বহু সাংবাদিক বন্দি জীবনযাপন করতে বাধ্য হন। ১৯৭৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে শ্রীমতী গান্ধী পরাজিত হন। ভারতে জরুরি অবস্থার অবসান হয়। তখনকার আন্দোলন ও সঙ্ঘের সাংগঠনিক কার্যকলাপ জানতে হলে, রাহুলবাবুকে সাংবাদিক ও সাহিত্যিক কুলদীপ নায়ারের 'দি জাজমেন্ট' পুস্তকটি পড়তে অনুরোধ করছি। শ্রীমতী গান্ধী পরে আক্ষেপ করে বলেছিলেন, আমার জীবনে বড় ভুল সঙ্ঘের মতো সাংগঠনিক শক্তির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা।

১৯৬৩ সালে নেহরুজী প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে সঙ্ঘকে অংশগ্রহণ করতে আমন্ত্রণ জানান। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে সঙ্ঘের ভূমিকা কী ছিল? সমগ্র দিল্লী রাজধানীর আরক্ষা বাহিনীর কাজ দিল্লীর স্বয়ংসেবকরা সামলে ছিল। ১৯৭১ সালে ভারতের পশ্চিম প্রান্তে ও পূর্বপ্রান্তে পাকিস্তান সমরসজ্জা করেছিল। সেই সময় সঙ্ঘের ভূমিকা জানতে হলে তখনকার পত্রপত্রিকা পাঠ করতে হবে। তাই অনুরোধ সঙ্ঘের দেশপ্রেম, দেশভক্তি সম্বন্ধে কোনো কটূক্তি করার আগে একটু ভাবুন, একটু তৎকালীন ইতিহাস পাঠ করুন না হলে আপনার অবস্থা আপনার পূর্বপুরুষদের মতো হবে। বাংলায় একটা প্রবাদ আছে— হাতি ঘোড়া গেল তল। মশা বলে কত জল।

—**লক্ষ্মণ বিষ্ণু,**
সিউড়ী।

সেনা হত্যা

মনজিৎ সিং নামের জনৈক বিএসএফ কর্মীর মাথা কেটে নেওয়া হয়েছে কাশ্মীরে। এর আগেও ২০১৩-তে হেমরাজ নামে জনৈক সৈনিকের মাথা কেটে নিয়েছিল পাক বর্বররা। আমার প্রস্তাব— এই মুসলমান জঙ্গিদের একমাত্র ওষুধ তাদের মরদেহ দাহ করা। তাহলে দোজখে যাবার ভয়ে ভারতের বর্ডারে যুদ্ধ করতে আসবে না তারা।

—**রবীন্দ্রনাথ দত্ত,**
কলকাতা।

মামার বাড়ি ভারি মজা

তাই তাই তাই নগ্ন মোরা দুই ভাই
ধর্মনিরপেক্ষ—ঠুনকো গণতন্ত্র।
আদমভারে গরিষ্ঠ তোষণবাজ নিকৃষ্ট
পণ আমাদের, ভারত ভাঙার ষড়যন্ত্র।।

সত্যকথা যে শুনাবে সাম্প্রদায়িক তক্‌মা পাবে
অজুহাত বিশেষাধিকার।
বছর বছর সংখ্যা বেড়ে আইন সভায় বোমা মেরে
কাফেররা হোক্ ছারখার।।

ভারি মজা ভারি মজা গুরু পাপে লঘু সাজা
মাথাগুনতি ভোট-হাতিয়ার।
দেশজুড়ে নগরে প্রান্তরে নরমেধ যজ্ঞ করে
জিহাদ জোরে পগাড় পার।।

তিনশো সত্তর বর্ম পরে কালাশনিকভ্ দু' হাত ভরে
পরলে ধরা করবিটা কী?
মানবাধিকারের মায়াজালে পেট্রোডলারের অন্তরালে
মামার বাড়িতে ভয় কী?

—**সিতাংশু সরকার,**
শিপতাই, বর্ধমান।

ইসলামের দফারফা

হায় হাসিনা হায়! আপনার ও আপনাদের হজ-কুরবানি ভণ্ডুল এবং কুরান নাপাক! আপনার তথা মুসলমানদের শেষ পয়গম্বর মহম্মদ স্বয়ং মুসলমানদের প্রতারণা করেছেন। কীভাবে তা জানতে চান? পড়ুন ইহুদিদের কিতাব, অভাবে বাইবেল পুস্তকের প্রাচীন খণ্ড। সেখানে বলা হয়েছে আব্রাহাম উরফ ইব্রাহিম নবি একদা যিহোবার (আল্লাহ্) স্বপ্নাদেশ পেয়ে সারা বিবির গর্ভজাত পুত্র ইসহাককে কুরবানি দিতে নিয়ে যান জেরুজালেম পর্বতমালার যিহোবাঘিরি উপত্যকায়। সেখানে দাউদ নবির পুত্র সোলেমান নবি কর্তৃক স্থাপিত একটি গম্বুজ আজও আছে। অথচ কুরানের মতে, নবি ইব্রাহিম আল্লাহের স্বপ্নাদেশ পেয়ে তস্য দাসীপত্নী হাজেরার গর্ভজাত পুত্র ইসমাইলকে কুরবানি দিতে নিয়ে যান মক্কায়। নবি (পরিচালক) মহম্মদ কোথায় পেলেন ইসমাইলকে কুরবানি দেওয়ার কথা? আল্লাহ্ বলে দিয়েছেন? ইহুদি ও খ্রিস্টীয় কিতাব কথিত ইসহাকের কুরবানির কথা খণ্ডন করেন এমন সাধ্য নবি মহম্মদের নেই। এই প্রসঙ্গে আল্লাহ্ শয়তান না কি নবি মহম্মদ স্বয়ং শয়তান? মিথ্যা ইতিকথার দায়ে শয়তানের পদাবলী কুরান তো পুড়ে ছাই! মিথ্যার দায়ে কুরান জব্দ, হজ জব্দ, কুরবানি জব্দ, নমাজ জব্দ, রোজা জব্দ, ইমাম জব্দ, জিন্নাহের দ্বি-জাতি তত্ত্বও জব্দ হয়েছে হাড়ে হাড়ে। এবার যদি আপনাকে মসনদ হতে ঠেলে ফেলে দিয়ে বাংলাদেশটাকেই আমরা ভারতীয় হিন্দুরা দখল করি এবং ওখানকার তাবৎ মোল্লাদের মাথা ন্যাড়া করে ঘোল ঢেলে নবদ্বীপে পাঠাই তা হলে আটকাবেন কোন্ যুক্তিতে? হায় রে হাসিনা! মোল্লাদের কলিজা এবার যে হায়নার উদরে যায়। মিথ্যা কখনও ধর্ম নয়।

না হাসিনা, বন্দুকের নলটা আমার দিকে তাক না করে বরং যে নবি মিথ্যে ইতিহাস, তথ্য, মিথ্যে কুরবানি ও আল্লাহের বাণী কুরান আপনার ও আপনাদের স্কন্ধে চাপিয়ে দিয়েছেন তাঁর দিকেই তাক করতে পারেন। তরবারি দিয়ে মানুষ কাটা যায় (মুসলমানরা লক্ষ লক্ষ হিন্দুদের হত্যা করেছিল নয় কি?) তরবারি দিয়ে কথা কাটা যায় না। বন্দুকের সাধ্য কী আমার কথাকে গুলি করে মারে? কুরান ও ইসলামের দফারফা শেষ নবি স্বয়ং করেছেন, আমি নয়।

—**মৃনাল হোড়,**
চন্দননগর, হুগলী।

পরম্পরা

হোয়সল মন্দির

শান্তালেশ্বর মন্দির

সৌমেন নিয়োগী

কর্ণাটকের হোয়েসল মন্দির প্রাচীন ভারতবর্ষের সৃষ্টিপ্রতিভা এবং অনন্য ভাস্কর্যের এক সঙ্গম। ---'Poetry in Stone'। হোয়সল নৃপতিদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ৩৫০ বছর ধরে মানব জীবনের প্রতি মুহূর্তের যে প্রবাহ তা এক অনবদ্য শিল্প সুষমার দ্বারা গ্রথিত রয়েছে মন্দিরগাত্রে। মনুষ্যকৃত ভাস্কর্যের এক অপরূপ সৃষ্টি, শিল্প ও স্থাপত্যকলার এক অভাবনীয় সংরচনা, যা পাষাণের কাঠিন্যকে অতিক্রম করে প্রাণশক্তি প্রদান করেছে। অন্তরে উন্মোচিত করেছে ঈশ্বরীয় অনুভূতি যার ফলে প্রতিমা হয়ে উঠেছে ভক্তের ভগবানকে উপলব্ধি করার এক সার্থক আধ্যাত্মিক পথ। তাই সঙ্গত কারণেই পণ্ডিত Stella Kramrisch বলেছেন, "God is the Name, and work of art is the body and house in which the Form-less, the Beyond–Form, the Goal of Release and Source of all Form, re-veal Itself. The Statues and temples are stages on the Road. The pilgrim is meant to see them as he moves from image to image and into the santuary, going steadily forward from the light of day into deeping Super Luminous darkness."

পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে 'হেয়' অর্থাৎ আঘাত করা, 'সল' অর্থে আঘাতকারী। ঋষির নির্দেশে কর্ণাটকের হাসান সংলগ্ন স্থানকে নির্বাচিত করে রাজা বিষ্ণুবর্ধন হোয়সল পদবি নিমিত্ত এই স্থানকে চিহ্নিত করেন শাসন করবার জন্যে এবং তাঁর রাজত্বকালেই হোয়সল স্থাপত্যের গরিমা। ফলে বহু হোয়সল মন্দির স্থাপিত হয়, যার মধ্যে বেলুড় ও হ্যালিবিদ উচ্চ উৎকর্ষতাকে অতিক্রম করে, সমগ্র বিশ্ববাসীকে বিস্মিত করে চলেছে আজও।

১২১৭ খ্রিস্টাব্দে চোলরাজাদের বিরুদ্ধে বিজয় স্বরূপ বিষ্ণুবর্ধন ছাই-সবুজ রঙের ক্লোরাইট পাথরের দ্বারা নির্মিত 'চেন্নাকেশব মন্দির' বেলুড়ে স্থাপন করেন। 'চেন্নাকেশব'— অর্থাৎ বিষ্ণু মন্দির। মন্দিরের প্রবেশ পথ তিন দিকে— পূর্ব, পশ্চিম ও উত্তরে। মূল প্রবেশদ্বারে রয়েছে বিষ্ণুবাহন গরুড় ও ধ্বজস্তম্ভ যা একটি 'Gravity

হোয়সল মন্দিরের অলংকরণ।

হোয়সল মন্দির

Pillar'। দক্ষিণ দ্বারে দেবতা, দৈত্য ও জীবজন্তুর সমাবেশ। নক্ষত্রের আকৃতির ভিতে রয়েছে ৬৫০টি হস্তি— প্রত্যেকটি মূর্তি স্বতন্ত্র। রথের আকৃতির গর্ভগৃহে রয়েছে শঙ্খ-চক্র-গদা হাতে চতুর্ভুজ, কষ্টি পাথরের শ্রীকৃষ্ণরূপী সুন্দর কেশব অর্থাৎ 'চেন্নাকেশব' বিগ্রহ। মন্দিরের স্তম্ভের মধ্যে নরসিংহ স্তম্ভটি একটি বিস্ময়, ৩০টি স্তম্ভের মন্দিরের ব্র্যাকেটে রয়েছে অপূর্ব হোয়সল ভাস্কর্যের অনন্য সব মূর্তি। মন্দিরের পূর্ব দিকের কারুকার্য অনন্য। বিভিন্ন ভঙ্গিমায় ৩৮টি নারীমূর্তি যার মধ্যে ভরতনাট্যমের মুদ্রায় নৃত্যরত সরস্বতী, গন্ধর্ব কন্যাদের অপূর্ব আভরণ, দর্পণ সুন্দরী, আধা ময়ূর ও টিয়ার সমন্বয়ে গড়া ময়ূরনর্তনী। পাথরে জটিল ও কার্নিসের শিল্পসৌন্দর্যও অনবদ্য, যার মধ্যে রয়েছে নারীমূর্তির আভরণে বৈজয়ন্তিমালা। এছাড়াও রয়েছে দশ অবতার ও বিভিন্ন দেবদেবীর অপূর্ব মূর্তি যার সুক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম শিল্পকর্মের কাজ এক অদ্বিতীয় মানবকৃষ্টির প্রতীক।

১১ শতকের প্রথমদিকে হোয়সল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠানের সময়ে হ্যালোবিদ (কন্নড় ভাষায় পুরানো শহর) ছিল তাদের রাজধানী--- দ্বারসমুদ্র। হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধনের পৌত্র দ্বিতীয় বীরবল্লাল, উত্তরে কৃষ্ণা থেকে দক্ষিণে কাবেরী পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেন ১২-১৩ শতকে যা ১৩১১-য় আলা উদ্-দিন খিলজি এবং ১৩২৭-এ মহম্মদ বিন্ তুঘলকের ধ্বংসলীলার শিকার হয়ে আজ এক পরিত্যক্ত শহর। ফলতই নামকরণ 'হ্যালোবিদ'। এই 'দ্বারসমুদ্রম' ঝিলের পাড়ে দু'টি নক্ষত্রের মতো উঁচু জাগৃতির উপর, ১০৮ স্তম্ভের মণ্ডপের সমন্বয়ে ১১২০ খ্রিস্টাব্দে হোয়স-নরেশ বিষ্ণুবর্ধন ও রানি শান্তালাদেবীর নামে উৎসর্গ করে হ্যালোবিদের দুই ধনী বণিক কেতমল্লা ও কেশরশেষ্ঠী নির্মাণ করেন যমজ মন্দিরদ্বয় হোয়সলেশ্বর ও শান্তালেশ্বর, ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে। বেলুড়ের চেন্নাকেশব যদি ভিতরের কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত হয়, তাহলে হোয়সলেশ্বর মন্দিরের বাইরের কাজ অনবদ্য, যা হোয়সল স্থাপত্যকলার এক অনন্য নজির বিশেষ বলা যেতে পারে। মন্দিরের জগতি থেকে ৮টি সারণী উঠেছে যার কার্নিসের কারুকাজে প্রথমে রয়েছে বলিষ্ঠ হস্তির দল, রাজকীয় সিংহ এবং সম্পূর্ণ নিজস্ব উদ্ভাবনায় রচিত পুষ্পের ও অশ্বের সারি যা একটি রাজার রাজত্বের ৪টি মৌলিক গুণ— স্থিতাবস্থা, শৌর্য, সৌন্দর্য ও গতিময়তাকে বোঝায়। সমগ্র মন্দিরের দেওয়ালে হিন্দুদের দেবদেবীর মূর্তি খোদিত। এছাড়া রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ ইত্যাদির কাহিনিও উৎকীর্ণ হয়েছে। দেওয়ালের উপর পাথরের জাফরি এবং স্তম্ভগুলির অলংকরণ হোয়সল শিল্পকলার এক বিশেষ সংরচনা, মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত নন্দী মণ্ডপ, শিববাহন ঘণ্টা ও অলঙ্কারে আচ্ছাদিত এক বৃহৎ মূর্তি। করবেল পদ্ধতিতে নির্মিত মন্দিরের ভিতরের ছাদের কার্নিস অসংখ্য ক্ষুদ্রমূর্তির দ্বারা শোভিত যার মধ্যে দিকপাল সমেত ভগবান শিব, প্রস্ফুটিত পদ্মের কারুকার্য, মকর ও কিরিটমুখের সমন্বয়ে এক অনবদ্য মেলবন্ধন। মন্দিরের লিন্টনগুলি নৃত্যরত শিবের মূর্তির দ্বারা পত্রাকার অলঙ্কারে খোলামুখ মকরের দ্বারা শোভিত। হোয়সল মন্দিরে ব্যবহৃত মকর এক কাল্পনিক জীব যা সাতটি জীবের সমন্বয়ে গঠিত যার মুখ কুমিরের ন্যায় অর্থাৎ দৃঢ়মুষ্টিতে ধরাকে বোঝায় এবং বাঁদরের ন্যায় চোখ যা তীক্ষ্ণতাকে বোঝায়, সত্যই এক সাংকেতিক অর্থ বহন করে। হোয়সল স্থাপত্য ও শিল্পকলার স্বকীয়তা ও উৎকর্ষতা দেখে ফার্গুসন সাহেবের অভিমত বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেন ''...there would be few things more interesting or more instructive than to institute a comparison between Hoysaleshwara temple and the Pathenon at Athens... They are the best examples of their class and between these two extremes lies the whole range of art...Every part in this Hoysaleshwara temple, every convolution, is different and they exhibit in joyous exuberance of fancy scorning every mechanical restraint !"

হোয়সল রাজত্বের ৩৫০ বছরের ইতিহাসে তাঁদের স্থাপত্যকলার মন্দিরগুলির সংখ্যা প্রায় ১৫০০। এইগুলি শুধুই বেলুড় বা হ্যালোবিদ- কেন্দ্রিক নয়, রয়েছে সোমনাতপুরা, নুগিহাল্লি, মোসালে- মারলে, হারনহাল্লি, জাভগল, ডোডাগদ্দাভল্লি, শান্তিগ্রাম ইত্যাদি বহুস্থান জুড়ে। হোয়সল নৃপতিগণ কেবল ক্ষত্রিয় ধর্মের স্বার্থে ও রাজত্বের সীমা রক্ষণহেতু যোদ্ধা সম্প্রদায়েরই পৃষ্ঠপোষকতা করেনি, বরং তাঁদের ধর্মীয় ও সামাজিক স্বার্থ রক্ষার্থে শিল্পীদেরও, যেমন দাঁশোজ, তাঁর পুত্র কানাভা, মল্লিতাম্মাদেরও সমানভাবেই উৎসাহ দিয়েছেন যার ফলস্বরূপ এই অনন্য শিল্পসৃষ্টির নিদর্শন— যা ভারতীয় ঐতিহ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ■

তারার নাম 'অরুন্ধতী'

পরম্পরা

রূপশ্রী দত্ত

ভগিনী নিবেদিতার জন্মের সার্ধশতবর্ষ আমরা সদ্য অতিক্রম করে এসেছি। নিবেদিতাকে যিনি পর্দায় এযুগের মানুষের মনে জীবন্তরূপে প্রকাশিত করেছিলেন, সেই চলচ্চিত্র-আকাশের উজ্জ্বল তারকা অরুন্ধতী দেবীও জনচিত্তে চির-অবিস্মরণীয়।

অরুন্ধতী একাধারে অভিনেত্রী, পরিচালিকা, গায়িকা ও লেখিকা। তিনি ১৯২৫ সালে বরিশালে (অধুনা বাংলাদেশ) জন্মেছিলেন। পিতার নাম বিভুচরণ গুহঠাকুরতা। মাতার নাম ঠিক জানা যায় না। তাঁদের পরিবার ছিল একাধারে দেশপ্রেমী ও সংস্কৃতিপ্রেমী।

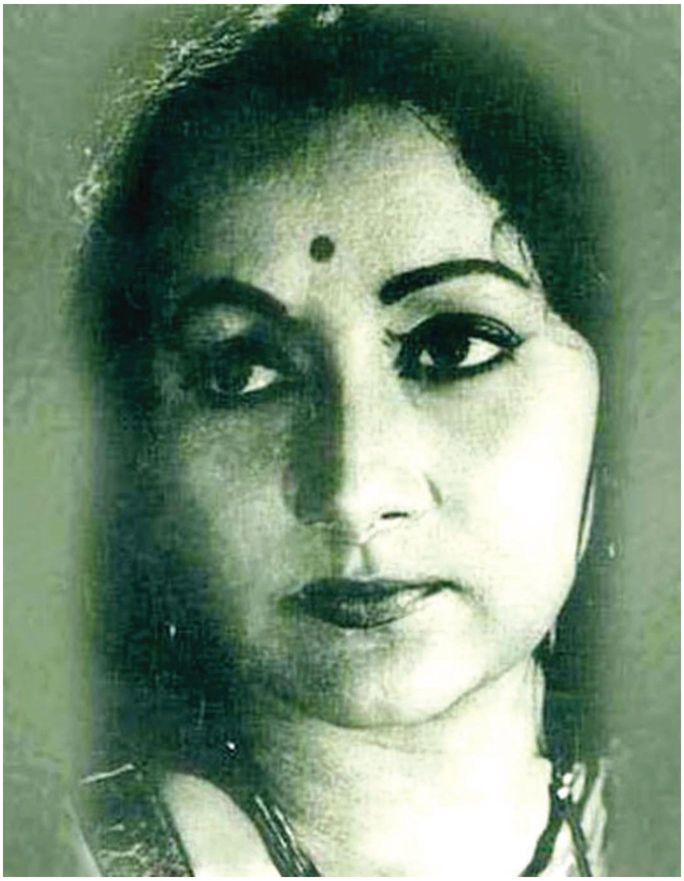

অরুন্ধতী শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। সেখানে থাকাকালীন নৃত্যগীত ও অভিনয় শিখেছিলেন। ১৯৫৫ সালে বিখ্যাত চিত্রপরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে বিবাহ করেন। সে বিবাহ স্বল্পস্থায়ী হয়। ১৯৫৭ সালে বার্লিন ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যালে জনপ্রিয় চিত্রপরিচালক তপন সিংহের সঙ্গে পরিচয় হয়। পরে তাঁকে বিবাহ করেন। তাঁদের পুত্র বৈজ্ঞানিক অনিন্দ্য সিংহ। অরুন্ধতী সাংবাদিক হওয়ার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্তি হয়েছিলেন। পরবর্তীকালে তিনি বিখ্যাত চলচ্চিত্র-প্রতিষ্ঠান 'নিউ থিয়েটার্স'-এ যুক্ত হন। তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি 'মহাপ্রস্থানের পথে'। প্রবোধ সান্যালের কাহিনি অবলম্বনে সাহিত্যনির্ভর এই ছবিটির কেন্দ্রীয় চরিত্রে ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীর তীর্থপর্যটক। অরুন্ধতী ছিলেন তাঁদের একজন। স্বামীহীনা এক একক তরুণীর ভূমিকায় তিনি অনবদ্য অভিনয় করেছিলেন বসন্ত চৌধুরীর বিপরীতে। এই ছবি হিন্দিতে চিত্রায়িত হয়েছিল 'যাত্রিক' নামে। 'শশিবাবুর সংসার','পুষ্পধনু', 'ইন্দ্রধনু', 'বিচারক', 'জতুগৃহ', 'শিউলিবাড়ি' তাঁর অভিনীত ছবিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এর মধ্যে উত্তমকুমারের বিপরীতে অভিনীত ছবিই বেশি। তারাশঙ্করের কাহিনি অবলম্বনে 'বিচারক' ছবির প্রযোজকও তিনি ছিলেন। তপন সিংহ পরিচালিত সুবোধ ঘোষের কাহিনি অবলম্বনে 'জতুগৃহ' ছবিতে উত্তম-অরুন্ধতীর অভিনয় অবিস্মরণীয়। বিবাহ বিচ্ছিন্ন স্বামী-স্ত্রীর দেখা শেষ দৃশ্যে দুটি সমান্তরাল দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেনের জানলায়। 'ওষুধ-টষুধ ঠিকমতো খাচ্ছ তো'— এই সংলাপ দর্শককে বিষণ্ণ করে তোলে। উত্তর আসার আগেই ট্রেন দুটি ছেড়ে দেয়। অরুন্ধতী পরিচালিকা হয়েছিলেন, বিমল করের 'খড়কুটো' কাহিনি অবলম্বনে 'ছুটি' ছবিতে আর লীলা মজুমদারের ছোটদের কাহিনি 'পদীপিসির বর্মীবাক্স' অবলম্বনে এ নামেরই ছবিতে।

নাম ভূমিকায় অভিনীত এবং বিজয় বসু পরিচালিত 'ভগিনী নিবেদিতা' ছবি তাঁর অসামান্য অবদান (১৯৬২)। বায়োপিক বা জীবনী চিত্র হিসাবে অরুন্ধতী একে এক অদ্বিতীয় মহিমা দান করেন। একদিকে মা কালীর ভক্ত এবং বিবেকানন্দের নিষ্ঠাবতী শিষ্যা; অন্যদিকে দৃঢ়চেতা, ঋজু ব্যক্তিত্ব, বহুমুখী উন্নয়নমূলক কর্মোদ্যোগী প্রয়াস— সব মিলিয়ে এযুগের মানুষের কাছে অরুন্ধতী ভগিনী নিবেদিতাকে বইয়ের পাতা থেকে তুলে এনে পর্দায় জীবন্ত প্রতিরূপ দান করেন। ■

অচেনা মনীষী

রূপসা দেবনাথ, ষষ্ঠ শ্রেণী

আমরা অনেক মনীষীর কথা জানি। তাঁদের চিনিও। যেমন— ক্ষুদিরাম বসু, নেতাজী সুভাষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ। আমরা এঁদের জন্ম-মৃত্যুর দিন পালন করি।

কিন্তু বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে, যতীন্দ্রনাথ দাশ, দীনেশ মজুমদার প্রমুখ বিপ্লবীদের কথা খুব কম লোকেই জানে। তাই আজ আমরা এঁদের জীবনের এক সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করব।

বাসুদেব বলবন্ত ফাড়কে : মহারাষ্ট্রের রায়গড় জেলার শ্রীধন গ্রামে চিৎপাবন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেন বাসুদেব বলবন্ত। তিনি ১৮৭৯ খ্রিস্টাব্দে কোল, কোলি, রামোসিস ও

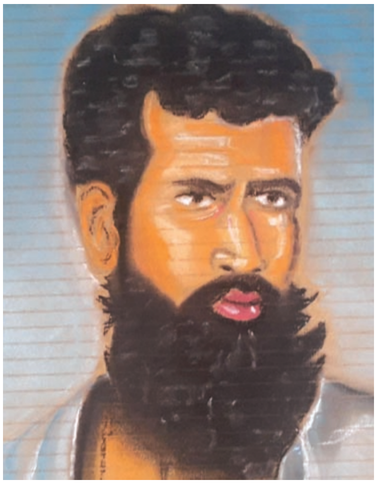

ধাঙড়দের নিয়ে একটি আদর্শ সেনাদল গঠন করেন। রোহিলা সর্দার ইসমাই খাঁ তাঁর এই প্রচেষ্টা সফল করতে সহযোগিতা করেন। ফাড়কে ইংরেজ কোষাগার লুণ্ঠন ও ইংরেজ মহাজনদের সঞ্চিত অর্থ, সম্পত্তি কেড়ে নেন। রেল ও ডাক ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করেন। জেল ভেঙে কয়েদিদের মুক্ত করেন। ইনি ছিলেন 'ভারতের সংগ্রামশীল বিপ্লববাদের জনক'। এডেন বন্দরে ইংরেজ পুলিশের অত্যাচার ও চরম অযত্নে ফুসফুসের ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে।

যতীন্দ্রনাথ দাশ : উত্তরপূর্ব কলকাতার শিকদার বাগান অঞ্চলে ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ অক্টোবর

যতীন্দ্রনাথ দাশ তাঁর মামারবাড়িতে জন্মগ্রহণ করেন। পিতামহ ছিলেন মহেন্দ্রনাথ দাশ ও পিতা বঙ্কিমবিহারী দাশ। যতীনরা দশ ভাই-বোন। ছেলেবেলা থেকেই দারিদ্র্য ও দুঃখের মধ্যে জীবন কাটিয়েছেন। তিনি খুব ভোজনবিলাসী ছিলেন। স্বয়ং নেতাজী তাঁর Indian struggle বইতে যতীন্দ্রনাথের কথা লিখে গেছেন। ইনি ছেলেবেলা থেকেই বঙ্গজননীকে মুক্ত করবার প্রতিজ্ঞা করেন। ইংরেজদের বসার স্থানের পাশে বোমা ফাটানোর কারণে ব্রিটিশ গোয়েন্দা Mr. Pattry লাহোর ষড়যন্ত্র মামলার আসামি হিসাবে তাঁকে গ্রেপ্তার করে। লাহোর সেন্ট্রাল জেলে ৬৩টি দিন অনশন

করে ১৯২৯ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর চিরনিদ্রায় ঢলে পড়েন।

দীনেশ মজুমদার : ১৯০৭ সালে উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট মহকুমায় তাঁর জন্ম। বোমা তৈরির কাজে ইনি দক্ষ হয়ে ওঠেন রসিকলাল দাসের কাছ থেকে। বোমা ফাটাতে গিয়ে ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে ধরা পড়েন। দুই সঙ্গীর একজন মারা যান। জেল ভেঙে দীনেশ পালিয়ে যান। ১৯৩৪ সালে পুলিশের সঙ্গে যুদ্ধ করে তিনি ধরা পড়েন। বৃটিশ শাসকরা তাঁকে ফাঁসি দেয়।

ভারতের পথে পথে

মহামায়া ধাম

অসমের ধুবরী জেলার বগড়িবাড়িতে অবস্থিত মহামায়া ধাম। কামাখ্যার পরই এই শক্তিপীঠকে স্থান দেওয়া হয়। অসম ও কোচবিহার মিলিয়ে বহু রাজবংশ এই ধাম বা মন্দিরের পৃষ্ঠপোষকতা করে এসেছে। নিম্ন অসম এবং উত্তরবঙ্গের একাংশের মানুষের কাছ মহামায়া ধাম একটি অন্যতম ভক্তিক্ষেত্র। প্রায় চারশো বছর আগে এই ধাম নির্মাণ হয়। প্রতি বছর দুর্গাপূজার সময় মহাসমারহে দেবীর পূজা সম্পন্ন হয়। এখানে বলি প্রথা রয়েছে।

মহামায়া ধামের কয়েক কিলোমিটার দূরেই রয়েছে স্নানঘাট। স্থানীয়দের বিশ্বাস, দেবী মন্দির থেকে এই স্নানঘাটে স্নান করতে আসেন। বছরে একবার সেখানে শক্তিযজ্ঞের আয়োজন করা হয়।

এসো সংস্কৃত শিখি

प्रयत्नं करोमि।
চেষ্টা করব।
न शक्यते।
হতে পারে না।
तथा न वदतु।
ওরকম বলবেন না।
कदा ददाति ?
কবে দেবেন ?
तद् अहं न जानामि।
তা আমি জানি না।

ভালো কথা

মাঠ সাফাই অভিযান

পুজোর চার-পাঁচটি দিন আনন্দে কাটানোর পর সকালে মাঠে খেলতে যাওয়া শুরু করলাম। প্রথম দিন মাঠে আবর্জনা দেখে আমরা অবাক, খেলব কোথায়? পুজোর কয়েকটি দিন খাওয়া-দাওয়া, বেলুন ফাটানো, নাগরদোলা চাপা এসব নিয়েই মশগুল থাকি। কীভাবে পরিবেশ নোংরা হচ্ছে তা খেয়ালই রাখি না। ঠিক হলো আমরাই মাঠ পরিষ্কার করব। মাঠের পেছনে পৌরসভা থেকে ঝাঁটা, বেলচা, ঝুড়ি, জলের বালতি আনা হলো। দাদারাও এগিয়ে এলো। শুরু হলো সাফাই অভিযান। মাঠে প্রাতঃভ্রমণ করতে আসা বয়স্ক লোকেরা আমাদের পিঠ চাপড়ে কাজের তারিফ করলেন। নিমেষের মধ্যেই মাঠ পরিষ্কার হয়ে গেল।

অর্ঘ্যদীপ আঢ্য, তৃতীয় শ্রেণী, কলকাতা-৬।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

শব্দের খেলা

লুপ্ত অক্ষরটি জুড়ে শব্দগঠন করতে হবে

(১) য় রা পা ল
(২) হ ম রা ল

সঠিক ভাবে সাজাতে হবে

(১) লা দ্ধ শৃ ব ঙ্খ
(২) সা পা থি র র্থ

১৪ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) রাঘববোয়াল (২) আবোলতাবোল

১৪ নভেম্বর সংখ্যার উত্তর

(১) হরিণঘাটা (২) শব্দেরখেলা

উত্তরদাতার নাম

(১) ঋকদীপ কর্মকার কালিয়াচক, মালদা (২) রাহুল কর, পুড়াটুলি, মালদা
(৩) দীপান্বিতা পাল, দৌলতপুর, দঃ দিনাজপুর (৪) শ্রেয়সী ঘোষ, অমৃতি, মালদা

সঠিক উত্তরদাতার নাম পরের সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

উত্তর পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
দূরভাষ : 8420240584
হোয়াটস্ অ্যাপ - **7059591955**
E-mail : swastika5915@gmail.com
ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।
(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

কিকবক্সিং চ্যাম্পিয়ন তাজামুল ইসলাম।

আত্মরক্ষায় মেয়েরা

অনন্যা চক্রবর্তী

ভারতের সমাজব্যবস্থায় মেয়েদের অবস্থান আগের থেকে অনেকটাই পাল্টে গেছে। বিশেষ করে শহরাঞ্চলে আর্থিক দিক থেকে আত্মনির্ভর মেয়েদের সংখ্যা ক্রমশই বাড়ছে। চাকরি ব্যবসা এবং স্বাধীন পেশায় মেয়েরা শুধু মানিয়েই নেয়নি, এতদিনের পুরুষতান্ত্রিক মৌরসী পাট্টার দিকে চ্যালেঞ্জও ছুঁড়ে দিয়েছে। গ্রামে বহুকাল ধরেই, বিশেষ করে তথাকথিত প্রান্তিক জনসমাজে মূল অর্থনীতির সমান্তরাল একটি মহিলাকেন্দ্রিক অর্থনীতি প্রচলিত রয়েছে। আজকাল বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের আওতাভুক্ত প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তায় সেই অর্থনীতির পারদও ঊর্ধ্বমুখী।

কিন্তু প্রশ্ন হলো এত কিছুর পরেও মেয়েরা কি নিরাপদ? সকালবেলায় খবরের কাগজ খুললেই ছোটবড়ো নানা শহরে কিংবা প্রত্যন্ত গ্রামে মেয়েদের ওপর নিষ্ঠুর অত্যাচারের খবর পাওয়া যায়। সদ্যজাত শিশু থেকে শুরু করে সত্তরোর্ধ্ব বৃদ্ধা, কেউ নিরাপদ নন। চেনা-অচেনা পুরুষের ভালোমানুষির মুখোশ কখন খসে পড়বে কেউ জানেন না। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার কৌশল জেনে রাখা মেয়েদের জন্য খুবই জরুরি। এ কথা ঠিক, এই প্রজন্মের মেয়েরা শরীরচর্চায় যথেষ্ট উৎসাহী। বড়ো শহরে তো বটেই, শহরতলীতেও জিম-সংস্কৃতি মেয়েমহলে দারুণ জনপ্রিয়। কিন্তু জিম কেবলমাত্র শারীরিক সৌন্দর্য এবং সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে পারে। মেয়েদের আত্মরক্ষায় পারদর্শী করে তোলা জিমের দায় নয়। এক্ষেত্রে মেয়েরা জুডো ক্যারাটে বা কিকবক্সিং শেখার কথা ভাবতে পারে। এই জাতীয় খেলা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের আত্মরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে সক্ষম। বস্তুত ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অল্পবয়েসি মেয়েরা আত্মরক্ষার করণকৌশল শেখার প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করতে পারছে। জুডো ক্যারাটে বা কিকবক্সিঙে মেয়ে-শিক্ষার্থীদের ক্রমবর্ধমান সংখ্যাবৃদ্ধি তার প্রমাণ। শুধু সংখ্যা বৃদ্ধিই বা কেন, নিছক খেলা হিসেবে দেখলে মেয়েরা ওই তিনটি খেলাতেও নিজেদের যোগ্যতা প্রমাণ করতে শুরু করেছে। সম্প্রতি কাশ্মীরের আট বছর বয়েসি তাজামুল ইসলাম ইতালির আন্দ্রিয়ানা শহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সাবজুনিয়র কিকবক্সিং প্রতিযোগিতায় চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কাশ্মীরের কন্যা তাজামুল সেনাস্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীর পড়ুয়া। ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা লাভ করার পাশাপাশি সে এমন এক বিশেষ দক্ষতা অর্জন করেছে যা তাকে ধর্ষকের রিরংসা থেকে, অন্তত প্রাথমিক ভাবে রক্ষা করতে সমর্থ।

যে প্রতিযোগিতায় বিশ্বের মোট ৯০টি দেশ অংশগ্রহণ করেছিল তাতে তাজামুল পাঁচদিনে ছয়টি লড়াইয়ে জিতেছে। ফাইনালে সে আমেরিকার এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে হারায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই প্রতিদ্বন্দ্বী তাজামুলের পূর্ব পরিচিত। এর আগেও তারা একে অপরের বিরুদ্ধে লড়েছে। পাঁচ বাউটের লড়াইয়ে প্রতিপক্ষকে একরকম বিপর্যস্ত করে ভারতের হয়ে সোনা জিতে নেয় তাজামুল। এর আগে, ২০১৫ সালে, দিল্লীর তালকোটরা স্টেডিয়ামে জাতীয় কিকবক্সিং প্রতিযোগিতায় সোনা জিতে সে প্রথম নজরে পড়েছিল। সামান্য এক ড্রাইভারের মেয়ে তাজামুল এখন সমাজে সকলের প্রেরণা। সুযোগ পেলেই সে সিনেমা দেখে। বিশেষ করে কোথাও যদি ‘স্পাইডারম্যান’ দেখানো হয় তাহলে তো কথাই নেই। হিন্দি সিনেমাও ভারী পছন্দের।

তাজামুল ইসলামের উদাহরণ ভারতের ছোট শহর, শহরতলী বা গ্রামে যে সব মহিলারা বসবাস করেন তাঁদের কাছে বিশেষ মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে। মেয়েদের ওপর পুরুষের অত্যাচার আজ আর শুধু বড়ো শহরে সীমাবদ্ধ নয়। বিদেশে স্বর্ণপদক জয়ের ইচ্ছা সকলের থাকবে না। কিন্তু নিজেকে রক্ষা করার প্রাথমিক বিদ্যেটুকু জেনে রাখলে আখেরে তা কাজেই লাগবে। নষ্ট হবে না মোটেই। ■

অনর্থক বকবকম করিয়েরা অর্থনীতির ওপর এই আচমকা অস্ত্রাঘাতে হতভম্ভ হয়ে গেছে

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

গত ৮ নভেম্বরের সন্ধ্যায় পাঁচশো ও হাজার টাকার নোট সরকার হঠাৎ বাতিল করে দেওয়াতে সাধারণ মানুষ যে কিছুটা আতান্তরে পড়বে এমনটা অভিপ্রেত না থাকলেও হয়েছে। কিন্তু তাদের দুর্দশার কোনো একটা কারণ ঘটলেই কম্পিউটার বা মোবাইল ফোনে নিজেকে জাহির করতে যে বাক্যবাগীশ শ্রেণী সদা ব্যস্ত থাকেন তাঁদের কিচিরমিচিরে কান পাতা দায়। তাঁদের এখন মহাদুশ্চিন্তা বাড়ির কাজের লোক বা ফুলবাগানে জল দেওয়া হতভাগ্য মালীদের কী হবে? এই কাজের লোক আর মালীর দরদে সোশ্যাল মিডিয়া উত্তাল। এই উদ্বেগ দেখে মনে হয় তাঁরা হয়তো নিশ্চিন্ত ছিলেন যে প্রধানমন্ত্রী মোদীও বাজারে আবর্তিত কালো টাকার দাপট নিয়ে নিয়মমাফিক আশঙ্কা ব্যক্ত করেই অন্য কাজকর্মে মন দেবেন। এ নিয়ে আর এগোবেন না। আমাকে ভুল বুঝবেন না। আমি কখনই বলছি না যে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার ওপর কোনোই অস্বস্তিকর প্রভাব পড়েনি বা সঠিক খবরের জায়গায় তুমুল গুজবের কানাকানিতে মানুষ আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েননি। হতবুদ্ধি হয়ে পড়ার তাৎক্ষণিক কারণও ছিল।

লন্ডনের ভাড়ার গাড়ি উবেরের চালক আমায় যখন প্রথম জানালেন ভারত তার দেশের লোকের বৈধ টাকা সব বাতিল করে দিয়েছে,তখন মনে হয়েছিল এই লোকটা হয়তো এক ধরনের বিজাতীয় ঘৃণার কারণে কিছুটা উল্লসিত। কিন্তু তার কথার মধ্যে এই ঈঙ্গিতটাও আন্দাজ করা যাচ্ছিল যে এই ধরনের বড় মাপের নাটকীয় ওলটপালট হওয়াতে কিছুটা সংক্রামক আতঙ্ক ও বাড়তি গুজবও নিশ্চয় ছড়িয়েছে। এটা কিন্তু আদৌ অস্বাভাবিক কিছু নয়। ভারতের মতো বড় দেশের একটা অংশ নিশ্চিতভাবেই এত গরিব বা সংবাদমাধ্যমগুলো থেকে এত বিচ্ছিন্ন যে তাঁদের পক্ষে চট করে এমন একটা চরম অর্থনৈতিক দিকবদলের ফলে কী ধরনের অসুবিধেয় তারা পড়তে পারে তা সবটা বুঝতে না পারার অক্ষমতায় তারা স্বভাবতই কিছুটা ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে পড়েছিল। বাস্তবে কিন্তু তাদের মধ্যে হয়তো অনেকেই হাজার টাকার নোট জীবদ্দশায় চাক্ষুষ করেননি।

মনে রাখা দরকার, এই অজ্ঞতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকাটাও ‘বক-বকম শ্রেণীর’ তাদের কাজের লোক, মালী বা সবজিওয়ালাদের মঙ্গলার্থে উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ার একটা কারণ বটে। কিন্তু যতদূর বোঝা যাচ্ছে এই ‘বকবকিয়েরা’ সরকারের এই নাটকীয় সিদ্ধান্তের পরিণাম নিশ্চিত আন্দাজ করতে পেরেছিল। প্রায়শই এঁরা বলতেন কালো টাকার ব্যাপারে তাঁরা সবসময় শূন্য সহনশীলতায় (zero tolerance) একেবারে আপোশহীনভাবে বিশ্বাসী। কিন্তু তাঁরা এ বিষয়েও বিস্তর প্রজ্ঞাবান। তাই জানেন যে কোনো সরকারই এই ব্যাধি নিয়ে সত্যি সত্যি মাথা ঘামাবে না, কেননা তারাওতো এই খেলার খেলোয়াড়।

এখন ঘটনাটা ঘটে যাওয়ায় কালো টাকার ওপর সাঁড়াশি আক্রমণ নেমে আসার ফলে তাঁরা ফাঁপরে পড়ে গেছেন। কিছুতেই মেনে নিতে পারছেন না প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একা সমস্ত প্রশংসা

> **বর্তমানে ভারতে যে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তা কিন্তু টাকা বাতিল হওয়ার বিরুদ্ধে নয়— এটা সেই মানুষটির বিরুদ্ধে যাঁর বজ্রকঠিন রাজনৈতিক সদিচ্ছার ফলে এমন একটা সাহসী পদক্ষেপ নেওয়া সম্ভব হয়েছে। হ্যাঁ, বাস্তবে এটিই সেই দরদি বন্ধুদের স্তম্ভিত হৃদয়ে রক্তক্ষরণের মূল কারণ।**

কুড়িয়ে নেবেন। সেই ৬০-এর দশকের শেষ থেকে যখন সমাজবাদের অসারতা, অতি উচ্চ করনীতি ও টাকার বিনিময়ে যে কোনো অসৎ কাজ করার প্রবণতা মানুষের জীবনযাপনের সঙ্গে জড়িয়ে যেতে শুরু করল তখন থেকে অনেকেই অসৎ হয়ে পড়াটাকে চরিত্রলক্ষণ করে তুললেন। তখন থেকেই কালো টাকার ঘুণপোকা ভারতীয় অর্থনীতিকে কুরে কুরে খাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী তাঁর নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিতে এই কালো টাকার বিরুদ্ধে যে জিহাদ ঘোষণা করেছিলেন তা যে তিনি এভাবে পালন করতে অগ্রসর হবেন এটা তাঁরা হজম করতে পারছেন না। ঠিক যেমন সুষ্ঠু নির্বাচন জেতার পরও ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে আমেরিকায় প্রতিবাদ মিছিল চলছে, ঠিক তেমনি ভারতেও যে অশান্ত পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে তা কিন্তু টাকা বাতিল হওয়ার বিরুদ্ধে নয়— তা সেই মানুষটির বিরুদ্ধে যাঁর বজ্রকঠিন রাজনৈতিক সদিচ্ছার ফলে এমন একটা সাহসী পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে। হ্যাঁ, বাস্তবে এটিই সেই দরদি বন্ধুদের স্তম্ভিত হৃদয়ে রক্তক্ষরণের মূল কারণ।

একজন কর্মরত রাজনীতিবিদ নিজেই যে সম্পূর্ণ হিসেবনিকেশ করে (সব কিছুকে মাথায় রেখে) সমস্ত রাজনৈতিক দলের নোংরা কোষাগারগুলিকে এমনভাবে তছনছ করে দেবেন এটা ওঁদের বুদ্ধির বাইরে বা ব্যাখ্যাতীত। আরে, যত যাই হোক না কেন নির্বাচনী খরচ চালাতে এই মসীবর্ণ বেহিসেবী নগদ অর্থনীতিই যে চমৎকার দেখায়— এটাই তো চিরাচরিত প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক অভিজ্ঞান। সেই সঙ্গে এই টাকাই সম্পত্তি বানানো বা অন্য খুব পরিচিত নয় এমন ব্যবসার ক্ষেত্রে বাজীকর হয়ে দাঁড়ায়। সাধারণ অভিজ্ঞতা ও বাজারে চালু নানান চুটকি বা কেচ্ছা নাড়লেই প্রমাণ পাওয়া যায় যে রাজনীতিবিদরা বরাবরই তাদের নিশ্চিত ভোটব্যাঙ্ককে সর্বদা তোয়াজ করে থাকেন। তার হাতে গরম উদাহরণ, বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনই তিন তালাকের বিরুদ্ধাচরণ করছেন না। যে হেতু মোল্লারা এই প্রথার পক্ষে আর তাঁরাই মুসলমান ভোটের ক্ষেত্রে কলকাঠি নাড়েন তাই মমতাও এক্ষেত্রে ‘লিঙ্গ-বৈষম্যের’ চূড়ান্ত সমর্থক। তিনি মুসলমান ভোটের বর্তমান স্বত্বাধিকারী। ঠিক তেমনি পড়শি দেশগুলি থেকে উৎখাত হওয়া হিন্দু বা শিখ জনতার নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে কংগ্রেস আদৌ উৎসাহী নয়, কেননা তারা বাংলা ও অসমে বাংলাদেশি মুসলমানদের এমনকী মিয়ানমারের রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের লোকজনের বসতি চায়। কারণ এরা তাদের বাঁধা সমর্থক। সেই একই সমীকরণ প্রয়োগ করলে কিন্তু এটাই স্বাভাবিক হওয়া উচিত, যে ব্যবসায়ী সম্প্রদায় বরাবর বিশ্বস্তভাবে তাদের পাশে থেকেছে, বিজেপি কখনই তাদের কাজ-কারবারের ওপর হাত লাগাবে না। আর একথা কে না জানে কালো টাকা তৈরির সবচেয়ে উর্বর জমি তো এই ব্যবসাক্ষেত্রে।

কিন্তু আমরা দেখছি এক মনমুগ্ধকর দৃশ্য। আমরা আপ্লুত হয়ে যাচ্ছি যখন একজন নির্বাচিত নেতা তার ওপর ন্যস্ত বিশ্বাসের মর্যাদা দিতে ক্ষুদ্র স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে জাতীয় স্বার্থে তাঁর কর্মকাণ্ড পরিচালিত করছেন। অবশ্যই জাতীয় স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিতে মোদী বিজেপির একটি অত্যন্ত প্রভাবশালী চিরকালীন পৃষ্ঠপোষকশ্রেণীর ওপর আঘাত হেনে এক বিরাট রাজনৈতিক ঝুঁকি নিয়েছেন। তবে তিনি ঝুঁকি নিয়েছেন ভারত যাতে সমৃদ্ধ হয় তার জন্য। এখন তাঁর কাজের ধারাবাহিকতাকে বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি।

২০০৭ সালে গুজরাট বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রায় ১ লক্ষ কৃষকের বেআইনিভাবে নেওয়া বিদ্যুৎ সংযোগের বিল যাতে তিনি মকুব করে দেন এই নিয়ে দলের কাছ থেকে ভয়ানক চাপ সৃষ্টি হয়েছিল। নিজের ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি বলেছিলেন দরকার হলে তিনি পদত্যাগ করবেন তবু এমন স্বল্পমেয়াদি ‘ঋণমুক্তিকে’ প্রশ্রয় দেবেন না। তাঁর মাথায় ছিল— নির্বাচকমণ্ডলী এই দ্বিধাহীন সিদ্ধান্ত ও উচ্চ আদর্শে নিশ্চয়ই আস্থা রাখবেন। গুজরাটে তিনি সঠিক প্রমাণিত হয়েছিলেন। কিন্তু আজ তিনি সমগ্র জাতির সম্মুখে পরীক্ষার্থী। এই মুহূর্তে আমরা প্রত্যক্ষ করছি এমন একজন মানুষের নেতৃত্বকে যিনি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক লাভালাভের প্রান্তসীমাকে অতিক্রম করে ভারতকে এক বিশ্বশক্তিতে পরিণত করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁর নির্ভীকতা তারিফযোগ্য কিন্তু তার থেকেও প্রশংসনীয় ভবিষ্যৎ-ভারত সম্পর্কে তাঁর দূরদৃষ্টি।

(লেখক একজন বিশিষ্ট সংবাদ ভাষ্যকার)

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার গ্রাহক ও এজেন্টদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন। তবে ইউ বি আই-এর শাখা থেকে পাঠালে কোনো ব্যাঙ্ক চার্জ লাগবে না।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন। ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

Account Name : SWASTIKA
A/C. No. : 0314050014429
IFSC Code : UTBI0BIS158
Bank Name : United Bank of India
Branch : Bidhan Sarani

নোটের চোটে কাবু কারা? লাভের গুড় খাবে কারা?

এন. সি. দে

গত ৮ নভেম্বর, ২০১৬-র রাতে প্রধানমন্ত্রীর টেলিভাষণের পর সারা দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে আলোচনা-পর্যালোচনার ঝড়। ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট সেদিন রাত ১২টার পর থেকে বাতিল ঘোষিত হওয়াকে কেউ সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, কেউ মাস্টারস্ট্রোক, কেউ কেউ বা শুভ উদ্যোগ বলে অভিহিত করেছেন। ভারত একটি বহুত্ববাদী দেশ। এর ভিত্তি বৈদিক মুনি-ঋষিদের আপ্তবাক্য : 'একম সদ্‌বিপ্র' বহুধা বদন্তি' (একই সত্য কথাকে বহু পণ্ডিত বহুভাবে বলেন)। সেই দেশের ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে আমরা সকল মতকেই শ্রদ্ধা করি। সকলের মতের মধ্যেই কিছু কিছু সত্য অবশ্যই আছে। তাই নিজের মতকেই একান্ত অভ্রান্ত আখ্যা না দিয়ে, সকলের মতামতের নির্যাস নিয়ে একটি তথ্যনিষ্ঠ পর্যালোচনাকেই আমি শ্রেয় বলে মনে করি।

যাঁরা বলছেন এটি আর একটি সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, তারা দৃশ্যতই দেশভক্ত একদল আবেগময় মানুষ। যাঁরা বলছেন এটি একটি মাস্টারস্ট্রোক, তারা অবশ্যই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের সঙ্গে যুক্ত মানুষ। এঁদের মতে, এটা শুধু কালোবাজারি, কালো ও জাল টাকার কারবারিদের বিরুদ্ধেই নয়, এদের যারা সাহায্য করত সেই সব সরকারি বাবুদের প্রতিও এক হাড়হিম করা বার্তা যে দুর্নীতির সঙ্গীরা সাবধান। আর একদল রয়েছেন যারা মনে করেন এটি একটি শুভ উদ্যোগ, তবে একটু পূর্ব-পরিকল্পনা থাকলে বিরোধীরা জনগণের মধ্যে আতঙ্ক ছড়াতে পারত না। অন্যদিকে রয়েছে স্বার্থান্বেষী মহল ও বিরোধী দলগুলো যারা জনগণের অসুবিধার দিকটাকে তুলে ধরে এই উদ্যোগের বিরুদ্ধেই প্রশ্ন তুলছে।

মনে রাখতে হবে, পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিকাশ সব সময়েই অসম। অল্প সংখ্যক মানুষের হাতে পুঞ্জীভূত হয় বিপুল পরিমাণ পুঁজি, বহু সংখ্যক মানুষ এই পুঁজির দাস। পুঁজির দাপটে দাসে পরিণত হয় গোটা প্রশাসনিক ব্যবস্থাও। পুঁজিবাদের স্বাভাবিক পরিণতিই হলো কালোবাজারি, মজুতদারি, কালো টাকার কারবারি, দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক মহল ইত্যাদি। পুঁজিবাদ নিজেই একটি রাষ্ট্রব্যবস্থা হওয়ায় একে মাত্র একটি আঘাতে ধরাশায়ী করা অসম্ভব। তবে এটাও যে একটি আঘাত এই সত্যও অস্বীকার করার নয়।

পুঁজিবাদী দুনিয়ায় কর্পোরেট দুর্নীতির বিশ্বজোড়া খ্যাতি। যেমন, সত্যম কম্পিউটার অডিট কেলেঙ্কারি, লকহিড কেলেঙ্কারি, রজত গুপ্তর কলঙ্কিত ইনসাইড ট্রেডিং কেলেঙ্কারি, হর্ষদ মেহতার শেয়ার বাজার কেলেঙ্কারি, কোলগেট কেলেঙ্কারি, বফোর্স কেলেঙ্কারি, ভোডাফোন ট্যাক্স ফাঁকি কেলেঙ্কারি ইত্যাদি এরকম অসংখ্য কর্পোরেট কেলেঙ্কারি রয়েছে বিশ্ব জুড়ে। আমাদের দেশের কর ফাঁকি দেওয়া বিপুল পরিমাণ কালো টাকা বিদেশ ঘুরে আবার দেশে এফ ডি আই হয়ে ফেরা রুখতে যে আইন (ডিএএআর) পাশ করাতে উদ্যোগী হয়েছিলেন প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায় তা আজও কোনো সরকার পাশ করানোর সাহস দেখাতে পারেনি।

এইভাবে পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় প্রতিনিয়তই লক্ষ লক্ষ কোটি কালো টাকার সৃষ্টি হওয়ার সিস্টেমকে কেবলমাত্র ৫০০/১০০০ টাকার নোট বাতিলের মাধ্যমে খতম করা যাবে না। প্রতি বছরই রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলি লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার অনাদায়ী ঋণ মকুব করে দিচ্ছে। বিগত আর্থিক বছরে (২০১৫-১৬) ব্যাঙ্কগুলি ৫৯,৫৪৭ কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দিয়েছে। কিন্তু এই বিপুল পরিমাণ টাকা এই সিস্টেমের মধ্যেই থেকে যায় হিসাব-বহির্ভূত হিসেবে অর্থাৎ কালো টাকায় পরিণত হয়ে যায়। এছাড়াও অর্থমন্ত্রক নিজেই যে সমস্ত কোম্পানি ঋণ শোধে অক্ষমতা ঘোষণা করে তাদের ঋণের বোঝা কমিয়ে দেয়। তার পরিমাণও কম নয়। এগুলোও কালো টাকা। মাত্র গত মাসে রিজার্ভ ব্যাঙ্ক সুপ্রিম কোর্টের চাপে গোপন খামে ৫৭ জন ব্যবসায়ীর নাম জমা দিয়েছেন যারা এক-একজন ৫০০ কোটি টাকার বেশি ঋণ নিয়েছেন যার মোট পরিমাণ হলো ৮৫০০০ কোটি টাকা। কিন্তু তারা ওই টাকা ফেরত দেননি। সুপ্রিম কোর্ট কটাক্ষ করে চলেছে, 'ঋণ খেলাপকারীর নাম প্রকাশে গোপনীয়তা কেন?' এছাড়াও রয়েছে অনাদায়ী ট্যাক্স। এর পরিমাণও কম নয়। কিছুদিন আগে ক্যাগ সংসদে এক রিপোর্টে জানিয়েছে যে এই অনাদায়ী ট্যাক্সের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৯-১০ লক্ষ কোটি টাকায়। এই বিপুল পরিমাণ টাকাও হিসাবহীন অর্থাৎ কালো টাকায় রূপান্তরিত হচ্ছে।

এই বিপুল পরিমাণ কালো টাকা নিয়ে ব্যবসায়ী মহল কী করে? নির্ঘাত প্রশাসনিক কর্তা ও রাজনৈতিক দলগুলিকে পুষ্ট, তুষ্ট ও প্রভাবিত করে। প্রকাশিত সরকারি পরিসংখ্যান বলছে : ২০১৪-১৫ সালে বিজেপি ও কংগ্রেস তাদের দলীয় ফান্ডে ধন সংগ্রহ করেছিল যথাক্রমে ৯৭০ ও ৭৬৫ কোটি টাকা। এর ৮০ শতাংশই এসেছে গোপন উৎস থেকে। ২০১৩-১৪ সালের আয়কর রির্টান অনুযায়ী এই ৫টি গোপন উৎস হলো : স্বেচ্ছাদান-৫০৩, কুপন মারফত-৪৮৬, ডোনেশন-৬৩, অন্যান্য আয়-৪৪ এবং ফর্ম বিলি-৩২ কোটি টাকা। এই দাতাদের নাম প্রকাশ করতে কোনো দলই রাজি নয়। কংগ্রেস এর বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে পর্যন্ত ছুটেছিল এবং ট্যাক্স ছাড়েরও দাবি তুলেছিল। এই বিপুল পরিমাণ টাকার উৎসও কী কালো নয়?

এবার দেখা যাক আমাদের মুদ্রা বাজারে বিদেশ থেকে কত টাকা ঢুকেছে। আইএসআই-এর এক রিপোর্ট অনুসারে

২০১৪-১৫ সালে ৫০০/১০০০ টাকার জাল নোট ধরা পড়েছে যথাক্রমে ২,৮৬, ০৭২ ও ১,৩৪,৩৭৬টি। খোদ অর্থনীতির দপ্তর সুত্রে ২০১৩ থেকে ২০১৫-এর মধ্যে ধরা পড়া জালনোটের মোট মূল্য ১০৯ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকা। আইএসআই ও এনআইএ-র সমীক্ষা অনুযায়ী ভারতীয় মুদ্রা বাজারে জাল নোটের পরিমাণ ৪০০ কোটি টাকার মতো।

এবার এনজিও'র মাধ্যমে বিদেশ থেকে এদেশের মুদ্রা বাজারে কত টাকা ঢুকেছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের রাষ্ট্র মন্ত্রী কিরণ রিজিজু গত জুলাইয়ে সংসদে এক লিখিত জবাবে জানিয়েছেন যে বর্তমানে সারাদেশে ৩৩,০৯১টি রেজিস্ট্রিকৃত এনজিও রয়েছে। এরা বিদেশ থেকে গত তিন বছরে মোট ৫০,৯৪৪ কোটি ৫৪ লক্ষ টাকা পেয়েছে। এই সমস্ত সংগঠনগুলোর বেশিরভাগই তাদের টাকার সদ্ব্যবহারের হিসাব (রির্টান) দাখিল করে না। ভারত সরকার ২০১৫ সালে এরকম ১০০০০টি সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন বাতিল করে দিয়েছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের রয়েছে ৭৩৬টি। ২০১৬-র ৩০ জুনের মধ্যে রির্টান দাখিল না করার জন্য ১১,৩১৯টি লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে। ২৫টি সংগঠনের রেজিস্ট্রেশন পুনর্নবীকরণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে কারণ এগুলো দেশবিরোধী কাজে যুক্ত ছিল।

ভারতীয় বাজার অর্থনীতিতে মুদ্রার গতি প্রকৃতির এই হাল হকিকত থেকে এটা খুবই স্পষ্ট যে সরকারি নিয়ন্ত্রণ প্রায় নেই বললেই চলে। একথা আরও স্পষ্ট হয়েছে নোট বাতিলের পরেরদিন বর্তমান অর্থমন্ত্রীর ভাষণ থেকে। তিনি বলেছেন, বাজারে চালু টাকার ৮৬ শতাংশই ৫০০ ও ১০০০ টাকার নোট। বাদবাকি টাকা ১০০ ও তার নীচের নোটের। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক জানিয়েছে, বাজারে চালু টাকার মোট পরিমাণ সাড়ে সতেরো লক্ষ কোটি। এর মধ্যে ১৫ লক্ষ কোটি টাকাই রয়েছে ৫০০/১০০০ টাকার নোটে। এই ১৫ লক্ষ কোটি টাকাই সরকার বাতিল করেছে। বাকি মাত্র আড়াই লক্ষ কোটি দিয়ে কীভাবে ১৫ লক্ষ কোটি টাকা বদলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি এখনই দিতে পারল একটি দায়িত্বশীল সরকার, সেটাই আজ মানুষের একমাত্র আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সরকার তার প্রশাসনিক পরিকাঠামোর সাহায্যে তার মুদ্রা ভাণ্ডারে ধীরে ধীরে ভারসাম্য এনে তারপর এই 'বাতিল' মহাযজ্ঞে নামতে পারত না কী? সরকারি সমর্থকগণের যুক্তি— তাহলে জানাজানি হয়ে যেত। এখনওতো সময় দেওয়া হয়েছে প্রায় দু'মাস। যাদের হাতে কোটি কোটি কালো টাকা আছে, তাদের খবর দেওয়ার লোকের অভাব আগেও ছিল না, এখনও হবে না। কালো টাকা থেকে ভারতীয় অর্থনীতিকে চিরমুক্ত করার স্বপ্ন দেখাচ্ছে সরকার,সেই সরকারই আবার কালো ও জাল টাকার উপযুক্ত ৫০০/১০০০/ ২০০০ টাকার মতো উচ্চ মূল্যের নোটই পুনরায় ছাপানোর কথা বলছে। ১০০/৫০/২০/১০ টাকার মতো নিম্ন মূল্যের নোট ছাপিয়ে সরকার অবশ্য এই আশংকা দূর করতে পারে।

তাহলে সরকারের উদ্দেশ্য কী? সম্ভবত সরকার হিসেব করে দেখেছে যে ১৫ কোটি বড় নোটের অন্তত ২ লক্ষ কোটি কালো টাকা ব্যাঙ্কে বদল করতে আসতে পারবে না কালো টাকার অধিকারীরা। অতএব এই টাকার ঘাটতি থেকে সরকার অব্যাহতি পাবে। বাজেটে রাজকোষ ঘাটতি কম দেখানো যাবে। ■

১৯৪৮ সাল থেকে নিরবচ্ছিন্নভাবে প্রকাশিত

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

প্রতি সংখ্যা ১০ টাকা

স্বস্তিকা

বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ৪০০টাকা

অবহিত হবার এবং অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম

—ঃ যোগাযোগ করুন ঃ—

২৭/১বি, বিধান সরণি, কোলকাতা-৭০০০০৬

দূরভাষ (০৩৩) ২২৪১০৬০৩, ২২৪১৫৯১৫

কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী গ্রামের রোজনামচা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জম্মু-কাশ্মীরের সীমান্তবর্তী গ্রামগুলিতে যারা থাকেন, ভিটেমাটি হারিয়ে খড়কুটোর মতো ভেসে পড়া তাঁদের কাছে নতুন নয়। যখনই ভারত-পাক আন্তর্জাতিক সীমান্তে কিংবা লাইন অব কন্ট্রোল বরাবর অঞ্চলে টেনশন বাড়ে হতভাগ্য মানুষগুলো স্ত্রী-পুত্র- পরিবারের হাত ধরে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে বেরিয়ে পড়েন। বারবার ঘটতে থাকে এই ঘটনা। আজ এখানে তো কাল সেখানে। জীবনে স্থিতু হওয়া কাকে বলে তাঁরা জানতেও পারেন না।

ভিটে খোয়ানোর পর্ব প্রথম শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সালে, দেশভাগের সময়। হাজার হাজার মানুষ সে সময় পিতৃপিতামহের স্মৃতি বিজড়িত বাসভূমির মায়া ত্যাগ করতে বাধ্য হন। আরও অন্তত কয়েক হাজার মানুষকে হত্যা করা হয়। দুর্ভাগ্যের বিষয়, তারপর ৭০ বছর অতিক্রান্ত হলেও এখানকার মানুষের জীবন নিয়ে অনিশ্চয়তা এখনও কাটেনি।

পাকিস্তানী মর্টারের আঘাতে ক্ষতিগ্রস্থ বাড়ি।

সীমান্তবর্তী কাঠুয়া গ্রামের অশীতিপর বুয়া দিত্তা জানালেন, ১৯৬৫ সাল থেকে বারবার ঘর হারিয়ে এখন এসব তাঁদের গা-সওয়া হয়ে গেছে। তাঁর কথায়, 'ঘরগেরস্থি পিছনে ফেলে ক্যাম্পে গিয়ে থাকা আমাদের অভ্যেস হয়ে গেছে।' ১৯৪৭ সালে প্রথম একদল দাঙ্গাবাজ ভারত-পাক সীমান্ত পেরিয়ে এই গ্রামে ঢুকেছিল। তারপর অনেকগুলো দশক কেটে গেছে। কিন্তু আখনুর, পারগোয়াল, আর এস পুরা, সাম্বা, কাঠুয়া, পালানওয়ালা এবং পুঞ্চ গ্রামের মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ পাল্টায়নি। যুদ্ধ বা ছোটখাটো খণ্ডযুদ্ধের ফলে এখানকার মানুষ এখনও ধ্বংসের কেন্দ্রবিন্দুতে বসবাস করেন।

বুয়া দিত্তার মুখে সময়ের বলিরেখা। জীবনে কতবার সৈন্যশিবিরে রাত কাটিয়েছেন এখন আর মনে করতে পারেন না। মাঝে মাঝে শুধু মনে পড়ে সেই সময়টার কথা, যখন দু'দেশের মাঝে কোনো কাঁটাতারের বেড়া ছিল না। পাকিস্তানের প্রসঙ্গ উঠলে বৃদ্ধের চোখমুখ কঠিন হয়ে ওঠে। মুখের ওপর বলে দেন, যেদিন থেকে পাকিস্তানের সৃষ্টি সেদিন থেকে সীমান্ত অঞ্চলে অশান্তির শুরু। ১৯৪৭-য়ের পর রাতারাতি এইসব সহজ-শান্ত গ্রামের বাসিন্দারা সীমান্তপারের অধিবাসী হয়ে গেলেন। সেই সঙ্গে পাকিস্তান থেকে ঢুকে পড়া জঙ্গিদের বা পাকিস্তানি সৈন্যের সহজ শিকারও হয়ে গেলেন। বুয়া দিত্তা ১৯৬৫ সালে ছেলেমেয়েদের নিয়ে ঘর ছেড়েছিলেন, সম্প্রতি ছাড়লেন নাতিনাতনিকে নিয়ে। তাঁর কথায়, 'আমাদের এই কষ্ট একটাই অসুখের জন্য। অসুখটার নাম পাকিস্তান। এবার অসুখটাকে উপড়ে ফেলতে হবে। আর নয়।'

আন্তর্জাতিক সীমা এবং লাইন অব কন্ট্রোলে লাগাতার খণ্ডযুদ্ধের জন্য জম্মুর প্রায় তিন লক্ষ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ। বিশেষ করে পুঞ্চ জেলা এবং খাউর মহকুমা। প্রশাসনও যথেষ্ট উদ্বিগ্ন। কয়েক হাজার মানুষকে জম্মুতে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ২০০১ সালে সংসদে হামলার পর এত বড়ো অভিবাসন আর হয়নি।

ভারত-পাকিস্তানের অস্থির দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের টানা-পোড়েন বন্ধ করার জন্য ২০০৩ সালের সংঘর্ষ বিরতি চুক্তি ছিল একটি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল ৭২৫ কিলোমিটার দীর্ঘ লাইন অব কন্ট্রোল সংলগ্ন অঞ্চলে একটানা হিংসাত্মক কার্যকলাপের পর। দু' দেশের কামান লাইন অব কন্ট্রোল থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে সরে গিয়েছিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন এখানকার মানুষ। কিন্তু সম্প্রতি পাকিস্তানের বিশ্বাসঘাতকতায় এলাকার শান্তি আবার সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। জম্মুর সুচেতগড় গ্রামের রবি সিং বলেন, '১৯৪৭ থেকে একের পর এক যুদ্ধে আমাদের সুখশান্তি বলতে আর কিছু ছিল না। ২০০৩ সালের চুক্তি ছিল ঈশ্বরের আশীর্বাদের মতো।' কয়েকমাস আগে জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী মেহবুবা মুফতি বিধানসভায় জানিয়েছেন, '২০০২-য়ের পর থেকে পাকিস্তান ১১,২৭০ বার সংঘর্ষবিরতি চুক্তি ভঙ্গ করেছে। এর ফলে মোট ৩১৩ জন মারা গেছেন, যার মধ্যে ১৪৪ জন নিরাপত্তাকর্মী।' তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী ১ জানুয়ারি ২০০২ থেকে শুরু করে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৫ অবধি ঘটেছে এইসব ঘটনা। ২০১৬ সালে ৪৩৯টি সংঘর্ষবিরতির ঘটনা ঘটেছে। যার মধ্যে ভারত-পাক

আন্তর্জাতিক সীমান্ত বরাবর ঘটেছে ২৬৭টি এবং লাইন অব কন্ট্রোল বরাবর ১৭২টি।

ফলত অভিবাসন বন্ধ করা যায়নি। বাঁধা ঘর ছেড়ে বারবার বেরিয়ে এলে সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনে খারাপ প্রভাব পড়ে। সব সময় মৃত্যুভয়, টাকাপয়সার চিন্তা— যে জীবন পিছনে পড়ে রইল তার জন্য হাহাকার। সামাজিক উৎসবগুলো স্রেফ নিয়মরক্ষা হয়ে দাঁড়ায়। অনেক পালা-পার্বণ বন্ধ হয়ে যায়। বিয়ের অনুষ্ঠানেও পরিবর্তন আসে। গ্রামে একটি বিয়ের জন্য এক সপ্তাহ সময় লাগে। কিন্তু ঘর ছাড়ার পর অস্থায়ী শিবিরে সেই বিয়ে হয় এক দিনে। যৌথ পরিবার ভেঙে যাওয়ায় পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি হয়। শিবিরের জীবনে অনিশ্চয়তা এবং নিরাপত্তাহীনতার কারণে মেয়েদের বিয়ে হয় তাড়াতাড়ি। এইসব তাড়া খাওয়া মানুষ আগের থেকে এখন অনেক বেশি ভাগ্যে বিশ্বাসী। অদৃষ্টের প্রতি তাদের বিশ্বাস ক্রমশ বাড়ছে। তবে একটা কথা স্বীকার করতেই হবে। শিবিরের জীবনে জাতপাত ছোঁয়াছুয়ির বালাই নেই। সবাই এক সঙ্গে রান্না করেন, খান, এঁটো বাসন ধুয়ে বসেন গল্প করতে।

সীমান্তে অশান্তি আরও একটি বিষয়কে অনিশ্চিত করে তোলে— সেটা হলো শিক্ষা। পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে ভারতের সার্জিক্যাল স্ট্রাইকের পর ভারতীয় সেনাবাহিনী আন্তর্জাতিক সীমা এবং লাইন অব কন্ট্রোলের আশেপাশে দশ কিলোমিটারের মধ্যে যত স্কুল আছে সব বন্ধ করে দিয়েছে। কাঠুয়া, সাম্বা, জম্মু, রাজৌরি এবং পুঞ্চের সব স্কুল এখন বন্ধ। সংখ্যাটা মোটামুটি ১৫০০ হবে। হাফইয়ারলি পরীক্ষার সময় স্কুল বন্ধ থাকলে ছাত্রছাত্রীদের পড়াশোনার ক্ষতি হয়। ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্কুলগুলিও বন্ধ। কারণ পরে প্রয়োজন হলে এইসব স্কুল শিবির হিসেবে ব্যবহার করা হবে। স্কুল খোলা থাকলে চট করে খালি করা অসুবিধে। তাই আগাম ব্যবস্থা।

পাকিস্তানের গোলাগুলিতে ধ্বংস ঘরের ছাদ।

তবে আশার কথা এটাই, কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার সীমান্তবর্তী গ্রামগুলির মানুষের অসুবিধে সম্বন্ধে উদাসীন নয়। স্বাধীনতার পর প্রথম নরেন্দ্র মোদী মানুষের অসুবিধে কমাতে কয়েকটি ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। সরকার প্রস্তাব দিয়েছে, আন্তর্জাতিক সীমানার আশেপাশের গ্রামগুলির যেসব মানুষ সীমান্ত সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন তাঁদের ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। ক্ষতিপূরণ পাবেন পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের ক্ষতিগ্রস্থরাও। এই প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, 'ওরাও ভারতের সন্তান। তবে পাকিস্তানের দখলে থাকা কাশ্মীর থেকে ভারতে চলে না এলে ক্ষতিপূরণ দেওয়া সম্ভব নয়।' এছাড়া যাঁদের অঙ্গহানি হয়েছে অথবা যুদ্ধের কারণে কোনোভাবে প্রতিবন্ধী হয়ে পড়েছেন তাঁদেরও ক্ষতিপূরণ দেবে সরকার। এই ঘোষণায় এখানকার মানুষ স্বস্তি পেয়েছেন। বস্তুত এর আগে কোনো সরকার এভাবে তাঁদের পাশে দাঁড়ায়নি।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রীর কাশ্মীর সফরের সময় আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব প্রথম উঠেছিল। সরকার সে প্রস্তাব অবহেলা করেনি। জম্মু ও কাশ্মীরে প্রতি বছর গড়ে ৫০ জন অসামরিক ব্যক্তি সীমান্ত সংঘর্ষে মারা যান, এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে মোদী সরকারের সিদ্ধান্ত নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক।

জম্মুর ২০০ কিলোমিটার আন্তর্জাতিক সীমার ১৯২ কিলোমিটার রয়েছে সীমান্তরক্ষী বাহিনীর তত্ত্বাবধানে আর বাকি ৮ কিলোমিটার রয়েছে সেনার জিম্মায়। এছাড়া সেনাবাহিনীর প্রত্যক্ষ নজরদারিতে রয়েছে কাশ্মীর উপত্যকায় ৭৪০ কিলোমিটার লম্বা লাইন অব কন্ট্রোল। কেন্দ্রীয় সরকার জম্মু ও কাশ্মীরে ২০,০০০ বাঙ্কার বানানোর পরিকল্পনা করছে। তার জন্য ইতিমধ্যেই ৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। রাজ্য সরকার এক সঙ্গে অনেক মানুষের থাকার উপযোগী কমিউনিটি বাঙ্কার তৈরি করার জন্য আলাদা প্রস্তাব দিয়েছে। এর জন্য আনুমানিক খরচ ধরা হয়েছে ১০০০ কোটি টাকা। এই প্রকল্পের পাইলট পর্বের জন্য কেন্দ্র আলাদা ৩ কোটি টাকা দিয়েছে। বাকিটা ধীরে ধীরে দেওয়া হবে।

এই এলাকায় পাক গোলাবারুদের হাত থেকে বাঁচার জন্য বাঙ্কার কতটা জরুরি সেটা জানা যায় কাঠুয়া গ্রামের সরপঞ্চ পুরণচাঁদের কাছ থেকে। তিনি বলেন, 'ওপার থেকে যখন শেল বা মর্টার এসে পড়ে আমরা তখন সব কিছু ফেলে পালাই। সরকার থেকে বলেছে আমাদের সকলের থাকার জন্য বাঙ্কার বানিয়ে দেবে, যেখানে যুদ্ধ হয় না, সেখানে থাকার জমি দেবে। কবে হবে এসব?' অসহায় আর্তি ফুটে ওঠে তাঁর চোখে। তিন বছরের নাতনিকে আদর করতে করতে বলেন, 'সরকার যদি বাঙ্কার আমাদের গ্রামে বানিয়ে দিত তাহলে খুব ভালো হোত। বাপদাদার মাটি ছেড়ে আমাদের আর পালাতে হোত না।' বৃদ্ধের চোখের জল আর মাটির প্রতি টান দেখে মাথা আপনিই নুয়ে পড়ে। মনে হয় সেনাবাহিনীর সমান্তরাল এঁরাও একটি বাহিনী। এঁদের মাটির জন্য টান আসলে মাতৃভূমির প্রতি নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ। নয়তো এই হাড়হিম করে দেওয়া পরিবেশে প্রজন্মের পর প্রজন্ম কেউ মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে পারে না। ■

ভারতের আরও একজন বিস্ময় দাবাড়ু

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ ভারতে বিস্ময়ের শেষ নেই। পাহাড় থেকে সমুদ্রে, শহর থেকে গ্রামে, মানুষ থেকে মানুষে তার বিস্ময়। যে সব দেশের প্রতিভাবান ছাত্রছাত্রীরা আমেরিকায় পড়াশোনা করতে যান তাদের মধ্যে ভারতের স্থান শীর্ষদেশে। ক্রীড়াক্ষেত্রে শচীন তেণ্ডুলকরের সেঞ্চুরি করা শেষ হলে বিরাট কোহালি নেমে পড়েন। আরেক ক্রীড়াক্ষেত্র দাবায় দেশ বিশ্বনাথন আনন্দকে পেয়েছে, সম্প্রতি পেল সুহানি লোহিয়াকে।

সুহানির বয়েস মাত্র ছ' বছর। এই বয়েসে তার পুতুলখেলার কথা কিন্তু সে বিশ্বদাবার এক বিস্ময়কর উচ্চতায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছে। এই সাফল্যে তার স্কুল ধীরুভাই অম্বানি ইন্টারন্যাশনালে সকলেই প্রায় বাক্‌রুদ্ধ।

জাতীয় দাবায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করার পর সুহানি এখন বিশ্বের ছ' নম্বর স্থানের অধিকারী। এই সুদীর্ঘ পরিক্রমায় সে পরাজিত করেছে দাবায় উন্নত দেশের খেলোয়াড়দের। সম্প্রতি বিশ্ব দাবা ফেডারেশন শীর্ষ দাবাড়ুদের যে তালিকা প্রকাশ করেছে সুহানির নাম তাতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ফেডারেশন জানিয়েছে সুহানির এলো পয়েন্ট এখন ১১৫৬। তেহরানে অনুষ্ঠিত ইউ-সেভেন পর্যায়ভুক্ত এশিয়ান স্কুল দাবা প্রতিযোগিতায় সুহানির ব্রোঞ্জপদক জয়ের ফলে এলো পয়েন্টের এই বৃদ্ধি। জানা গেছে, সমগ্র প্রতিযোগিতায় সুহানির ধ্রুপদী শৈলীর দাবা দেখে বিচারকেরা মুগ্ধ হয়েছেন। এশিয়ার ১৭টি দেশ থেকে আসা প্রতিযোগীদের সঙ্গে খেলায় সুহানি এই বয়েসেই যে বিচক্ষণতা দেখিয়েছে তা এক কথায় অভূতপূর্ব। ব্রোঞ্জ পদকজয়ের ফলে বিশ্ব দাবা ফেডারেশন তাকে উত্তমেন ক্যান্ডিডেট মাস্টার খেতাব দিয়েছে। মুম্বই-এর কোনো দাবাড়ু এই প্রথম এরকম একটি খেতাব পেলেন।

দক্ষিণ মুম্বই দাবা অ্যাকাডেমির (এস এম সি এ) শিক্ষার্থী সুহানির প্রশিক্ষকেরা ছাত্রীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে খুবই আশাবাদী। কেউ কেউ জানিয়েছেন, অদূর ভবিষ্যতে সুহানি দেশের অনেক দাবাড়ুর প্রেরণা হয়ে উঠবে। এই প্রসঙ্গে প্রধান কোচ, দাবার ফিডে মাস্টার বালাজী গুটুলা বলেন, 'কয়েক বছর ধরে আমরা দাবায় মেয়েদের উৎসাহ আরও বাড়ানোর জন্য চেষ্টা করছি। এই সময় সুহানির সাফল্য আমাদের চেষ্টাকে শক্তিশালী করে তুলবে। সুহানিকে দেখে মেয়েরা আরও বেশি সংখ্যায় দাবা খেলতে আসবে এবং সুহানির মতোই দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।' প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এর আগে সুহানি নাগপুরে অনুষ্ঠিত ইউ-সেভেন পর্যায়ভুক্ত জাতীয় স্কুল দাবায় রুপোর পদক পেয়েছিল। তার স্কোর ছিল ৯-এর মধ্যে ৭।

সুহানির মা শীতল লোহিয়া মেয়ের সাফল্যে গর্বিত। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, 'চার বছর বয়েস থেকে সুহানি আমার ছেলে সিদ্ধান্তের (১০) খেলা খুব মন দিয়ে দেখত। সুহানি খুব তাড়াতাড়ি শিখতে পারে। দাবার প্রথম পাঠ ও দাদার কাছ থেকেই পেয়েছে।' শীতল লোহিয়া পেশায় গয়নার ডিজাইনার। সুহানির বাবা সুশির পেশায় ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কার। ■

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধ তিতে মাত্র ২০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

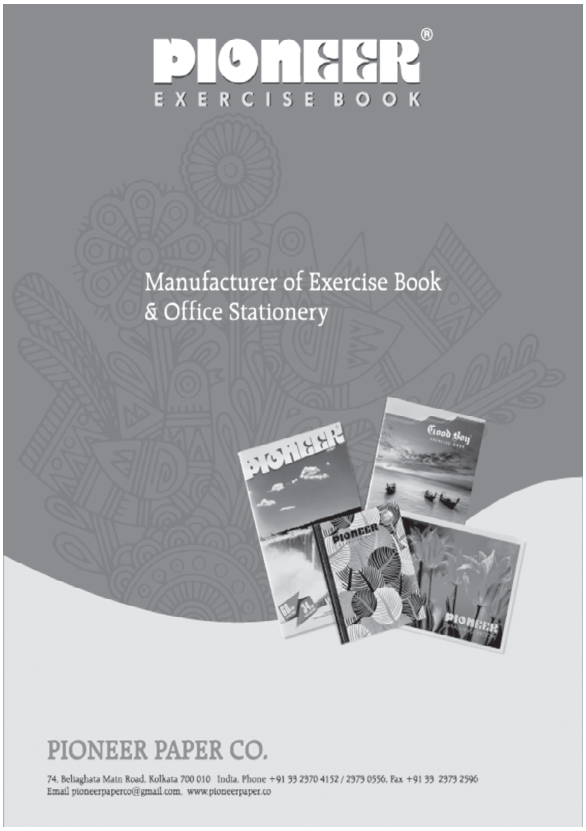

"প্রাচীন ইহুদিদের বিচার ও ন্যায়পরায়ণতার ধারণারূপ পতাকাটি নিজ আধ্যাত্মিক শক্তি প্রভাবে ও দৈহিক বলপ্রয়োগে নমিত করে, যীশুখৃস্ট প্রেম ও করুণার বেদীর উপর তা উত্তোলিত করেন। বস্তুত দুঃখার্ত মানব তাঁর কাছে এই প্রেম ও করুণাই লাভ করেছিল। ভালবাসা এবং দয়াই যে জীবনের প্রাণশক্তির মর্মস্থল বা উৎস— একথা তাঁর মতো স্পষ্ট করে আর কেউ বলেননি।"

— *ভগিনী নিবেদিতা*

সৌজন্যে : ভগিনী নিবেদিতা সেবা ভারতী

রাজনৈতিক ভাবে বাংলাদেশ হিন্দুশূন্য করার এক চক্রান্তের কাহিনি

কল্যাণ ভঞ্জ চৌধুরী

গ্রন্থটির নামের মধ্যেই গ্রন্থটির উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট ভারত বিভক্ত হয়ে দুটি দেশের সৃষ্টি হয়— একটি ভারত, অন্যটি পাকিস্তান। এই পাকিস্তান আবার দুটি অংশ— একটি পূর্ব পাকিস্তান, অন্যটি পশ্চিম পাকিস্তান। কালক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আবার বাংলাদেশ হয়। লেখক কে এন মণ্ডল ১৯৪৭ সালে তৈরি সাবেক পূর্ব পাকিস্তান থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত আধুনিক বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ প্রভৃতি সংখ্যালঘুদের দুর্দশার কাহিনি সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন। যখন পূর্ব পাকিস্তান গঠিত হয় তখন সেখানে সংখ্যালঘুদের সংখ্যা ছিল মোট জনসংখ্যার ২৯/৭ শতাংশ, যা হ্রাস পেয়ে ২০১১ সালে হয়েছে ৯/৬ শতাংশ। লেখক বিশদভাবে দেখিয়েছেন ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে এবং সুপরিকল্পিতভাবে হিন্দুদের নিশ্চিহ্ন করার কৌশল অনুসরণ করা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান তৈরি হবার অনেক আগে থেকে, বিশেষত অখণ্ড বাংলার শেষ প্রধানমন্ত্রী সৈয়দ সুরাবর্দীর সময় থেকে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়। তাঁর প্রত্যক্ষ প্ররোচনায় ১৯৪৬ সালে কলকাতায় ও পরে নোয়াখালিত ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। সেই ক্ষত না শুকোতেই ১৯৪৭ সালে আবার তিনি কলকাতাতেই দাঙ্গা বাধান। উদ্দেশ্য একটাই— কলকাতা-সহ সারা বাংলা হিন্দুশূন্য করা। তারপরে পূর্ব পাকিস্তান সৃষ্টি হবার পর দু তিন বছর অন্তর হিন্দু বিতাড়নের সেই ট্রাডিসন সমানে চলেছে— ১৯৪৮, ১৯৫০, ১৯৬৪, ১৯৭০, ১৯৯২, ২০০১, ২০১৩-১৪। লেখক দেখিয়েছেন ১৯৪৭ থেকে ১৯৫০— এই তিন বছরের মধ্যে ২২ লক্ষ সংখ্যালঘু বিতারিত হয়েছে। হিন্দুরা পূর্ব পাকিস্তান তথা পরবর্তী বাংলাদেশের সামাজিক আর্থিক এবং সামগ্রিক উন্নতির জন্য সংখ্যাগুরু মুসলমানদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলেন কিন্তু তাঁরা বিধর্মী হিসেবেই চিহ্নিত এবং নির্যাতিত হয়েছেন। ১৯৭১ সালের মুক্তি যুদ্ধে ৩০ লক্ষ বাঙালি নিহত হয়েছিলেন তার মধ্যে ৭০ শতাংশ ছিল সংখ্যালঘু হিন্দু। তাতেও হিন্দুরা পুরো আশাহত হননি। বাংলাদেশকে ধর্মনিরপেক্ষ রাখার জন্য তাঁরা উদারনৈতিক মুসলমান বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কাজ করেছেন। তার সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা সাহবাগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যার শুরু ২০১৩ সালে। কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ করেছে মুসলমান মৌলবাদীদের

সঙ্ঘবদ্ধ গোষ্ঠী যাদের প্রধান অস্ত্র হত্যা, ধর্মান্তরকরণ, নারীধর্ষণ, বলপূর্বক হিন্দুদের সম্পত্তি দখল, হিন্দুদের সম্পত্তি শত্রুর সম্পত্তি হিসেবে ঘোষণা ইত্যাদি। মৌলবাদীদের দাপটে হিন্দুরা তাঁদের ভাষা ও সংস্কৃতি গোপন— বলা ভালো বর্জন করতে বাধ্য হচ্ছেন। তাঁদের জল না বলে পানি, প্রাতঃরাশ না বলে নাস্তা, অতিথি না বলে মেহমান বলতে হচ্ছে।

মোট কথা, এই সমস্ত বিষয় সুন্দর ভাবে আলোচিত হয়েছে এই গ্রন্থে। বাংলা তথা ইংরেজি ভাষায় বাংলাদেশি সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন নিয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এটি তার নবতম সংযোজন।

কিন্তু লেখকের ইতিহাস নিয়ে কয়েক ক্ষেত্রে মন্তব্য তর্কাতীত নয়। তিনি অন্য ঐতিহাসিকদের পথ অনুসরণ করে লিখেছেন ভারত ছাড় আন্দোলনের ফলে ব্রিটিশ সরকার দিশেহারা হয়ছিল। সেই ঐতিহাসিকদের সুরে সুরে মিলিয়ে তিনি লিখেছেন, ইংরেজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লিগ নেতারা দ্বিজাতিতত্ত্ব জোরদার করেছিলেন। সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক গবেষণায় জানা গেছে ভারত ছাড় আন্দোলন ব্রিটিশ সরকারকে এতটুকু বিপদে ফেলেনি, বরং এই আন্দোলন সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিল। তাছাড়া ইংরেজরা মুসলমানদের দ্বিজাতিতত্ত্ব বিষয়ে দূরত্ব রক্ষা করেছিলেন। দ্বিজাতিতত্ত্বের উদ্ভব কোরান ও হাদিস থেকে। লেখক আবুল কালাম আজাদ ও ফজলুল হককে 'মেন স্টিম মুসলিম পলিটিসিয়ান' বলেছেন। লেখক ভুলে গেছেন ফজলুল হক সুরাবর্দীর মতো কট্টর মৌলবাদী ছিলেন। আর আবুল কালাম আজাদ, জাকির হোসেন, নরুল হাসানরা ছিলেন কংগ্রেসের ভিতর পঞ্চম বাহিনী।

এই গ্রন্থে আরেকটি ত্রুটি হলো এতে কোনো গ্রন্থপঞ্জী ও নির্ঘণ্ট নেই যা এ ধরনের গ্রন্থে আবশ্যিক। আরও ত্রুটি এই গ্রন্থে অজস্র বানান ভুল বা মুদ্রণ প্রমাদ।

শেষ কথা গ্রন্থটি বড় অগোছালো। যা পদে পদে পাঠকদের বিরক্তি উৎপাদন করে। ঐতিহাসিক পুরুষদের নামের আগে মিস্টার লেখার রীতি নেই, অথচ তিনি অবলীলাক্রমে মি. জিন্নাহ্, মি. হক, মি. আবুল কালাম আজাদ ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। কখনও তিনি মি. গান্ধী লিখছেন, কখনও মহাত্মা গান্ধী। গ্রন্থ প্রণয়নের ক্ষেত্রে কয়েকটি রীতি অনুসরণ করেননি। যেমন, ১৪শ অধ্যায়ে ১৯৭২ সালে ভারত বাংলাদেশ চুক্তিটি মূল গ্রন্থে সংক্ষেপে উল্লেখ করে অ্যাপেন্ডিক্স বা পরিশিষ্টে সমগ্র পত্রটি অন্তর্ভুক্ত করতে পারতেন। ৮ অক্টোবর ১৯৫০, ১৪ এপ্রিল ১৯৪৬, Government ইত্যাদি না লিখে ৮/১০/১৯৫০, ১৪/০৪/১৯৪৬, Govt. লেখা মোটেই যুক্তিযুক্ত নয়। লেখকের About the author অংশটি সংক্ষিপ্ত হলে ভালো হোত। যাইহোক, আশা করব পরবর্তী সংস্করণে তিনি ত্রুটিগুলি দূর করবেন।

ডেস্টিনি অফ বাংলাদেশি মাইনরিটিজ : লেখক কে এন মণ্ডল। প্রকাশক : বিপ্লব দাশ, ২০১৫, পৃষ্ঠা-১৯৪। ফটো অ্যালবাম ১৬ পৃষ্ঠা।

দিল্লীতে রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির প্রেরণা শিবির

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির ৮০ বছর পূর্তি উপলক্ষে গত ১১, ১২, ১৩ নভেম্বর দিল্লীতে অখিল ভারতীয় প্রেরণা শিবিরের আয়োজন করা হয়। তাতে সারাদেশ থেকে ২৫০০ কার্যকর্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। উত্তরবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ থেকে ৫৫ জন কার্যকর্ত্রী অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, সারাদেশ ২৩৮০ স্থানে ২৭৮৪টি সমিতির শাখা চলছে। ভারতের বাইরে ২২টি দেশে সমিতির শাখা রয়েছে। শিবিরের উদ্‌ঘাটন করেন মুনিশ্রী জয়ন্ত কুমার মহারাজ এবং প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত। সমাপ্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ব্যাঙ্গালুরু এন এ এল-এর বৈজ্ঞানিক ড. শুভা এবং সমাপ্তি বক্তব্য রাখেন সমিতির প্রধান সঞ্চালিকা শান্তক্কাজী।

প্রবীণ প্রচারক সূর্যনারায়ণ রাওয়ের জীবনাবসান

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক সূর্যনারায়ণ রাও গত ১৮ নভেম্বর রাত্রি ১১টা ১৫ মিনিটে অনন্তলোকে যাত্রা করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। বার্ধক্যজনিত রোগে কয়েকদিন আগে ব্যাঙ্গালুরুর সাগর অ্যাপেলো হাসপাতালে তাঁকে ভর্তি করানো হয়। সেখানেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

১৯২৩ সালে ২০ আগস্ট কর্ণাটকের মহীশূরে তাঁর জন্ম। ১৯৪৬ সালে গণিতে সাম্মানিক-সহ বি. এসসি পাশ করার পর ২২ বছর বয়সে তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রচারক হন। তিনি বন্ধুমহল ও স্বয়ংসেবকদের কাছে 'সুরুজী' নামে পরিচিত ছিলেন। স্বর্গীয় যাদবরাওজীর প্রেরণায় কর্ণাটক থেকে প্রথম যে তিনজন প্রচারক হন, তার মধ্যে তিনিও ছিলেন। অন্য দু'জন স্বর্গীয় শেষাদ্রিজী এবং চম্পকনাথজী। যাদবরাওজীর পথনির্দেশে এই তিনজন কর্ণাটকপ্রদেশে সঙ্ঘকাজের ভিত্তি দৃঢ় করেন। সূর্যনারায়ণজী কর্ণাটকে বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করার পর তামিলনাড়ুর প্রান্ত প্রচারক, দক্ষিণ ক্ষেত্র প্রচারক, অখিল ভারতীয় সেবাপ্রমুখের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর পথনির্দেশে সঙ্ঘের সেবাকাজ দেশের মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর আত্মীয়তা ও স্নেহপূর্ণ ব্যবহারে বহু যুবক সঙ্ঘকাজে যুক্ত হয়। গত ৭০ বছর ধরে অক্লান্ত ভাবে তিনি সঙ্ঘকাজকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন।

গত ১৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় মহীশূরের চমরাজপেট শ্মশানঘাটে তাঁর মরদেহ ভস্মীভূত হয়। সরসঙ্ঘচালক মোহনরাও ভাগবত, সরকার্যবাহ ভাইয়াজী যোশী, সহ-সরকার্যবাহ ভি. ভাগাইয়া, ড. কৃষ্ণগোপাল, দত্তাত্রেয় হোসবালে, সুরেশ সোনী শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ও মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংচৌহান এবং ভারতীয় জনতাপার্টির জাতীয় সভাপতি অমিত শাহ টুইট বার্তায় শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন।

সমাবেশ সমাচার

শোকসংবাদ

মালদা জেলার গাজোল থানার কদুবাড়ি গ্রামের স্বয়ংসেবক, মালদা নেতাজী সুভাষরোডস্থিত সরস্বতী শিশুমন্দিরের আচার্য এবং স্বস্তিকা পত্রিকার দীর্ঘদিনের প্রচার

প্রতিনিধি পরেশ সরকারের মাতৃদেবী সীতো সরকার গত ১৭ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ৩ পুত্র, ৩ পুত্রবধূ, ১ কন্যা এবং ৬ নাতি, ৪ নাতনি রেখে গেছেন।

প্রজ্ঞা প্রবাহের রাষ্ট্রীয় আলোচনা সভা

গত ১২ থেকে ১৪ নভেম্বর মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরে 'রাষ্ট্র সর্বোপরি' বিষয়ের ওপর চিন্তক ও ক্রিয়াশীলদের নিয়ে রাষ্ট্রীয় আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। প্রজ্ঞাপ্রবাহ ও মধ্যপ্রদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত এই আলোচনা সভায় দেশের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে ১ হাজারের বেশি চিন্তক ও কার্যকর্তা অংশগ্রহণ করেন। সভার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে জুনা আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অবধেশানন্দ গিরি, গুজরাটের রাজ্যপাল ওমপ্রকাশ কোহলি, মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সরকার্যবাহ সুরেশ সোনি, রাজ্যসভার সাংসদ বিনয় সহস্রবুদ্ধে, প্রজ্ঞাপ্রবাহের অখিল ভারতীয় সংযোজক সদানন্দ সপ্রে প্রমুখ তাঁদের মূল্যবান বক্তব্য রাখেন। বক্তব্যের অনেকটা অংশ জুড়ে রবীন্দ্রনাথ ও ঋষি অরবিন্দের চিন্তাধারার উল্লেখ হয়। বিভিন্ন সত্রে মুরলী মনোহর জোশী, শ্রীমতী স্মৃতি ইরানি, রাজীব মালহোত্রা, প্রখর বাগ্মী তারেক ফতেহ, চিত্রনাট্য রচয়িতা অদ্বৈতা কালে, ঔপন্যাসিক ক্ষমা কৌল, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সহ সম্পর্ক প্রমুখ অরুণ কুমার, রাকেশ সিনহা, রামমাধব, ডেভিড ফ্রলে, পণ্ডিত দেবদত্ত পাটিল, পণ্ডিত কে মহেশ্বরন্, সার্জ লে গুরিয়েক, কে কে মহম্মদ, সৈয়দ সিদ্দিকি, চাণক্য ধারাবাহিকের নির্মাতা চন্দ্রপ্রকাশ দ্বিবেদী, অনুপম খের, মধুর ভাণ্ডারকর, বিবেক অগ্নিহোত্রী, রূপা গাঙ্গুলী তাঁদের নিজ নিজ ভাবনা প্রকট করেন। আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন প্রান্তের লোকসংস্কৃতির প্রদর্শন, অষ্টাবধান নামক অদ্ভুত সংস্কৃত কাব্যকলার আলোচনা এবং শাস্ত্রচর্চার আয়োজন করা হয়। সভা উপলক্ষে মাখনলাল চতুর্বেদী রাষ্ট্রীয় পত্রকারিতা এবং সঞ্চার বিশ্ববিদ্যালয় তিন দিনের যাবৎ কার্যসূচি লোকমন্থন সমাচার নামে পত্রিকা প্রকাশ করে।

প্রথম দিন বিভিন্ন অধিবেশনে ঔপনিবেশিকতাবাদের স্বরূপ ও তার বিপদ সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে সমাজজীবনে, রাজনৈতিক বিশ্লেষণে, সাহিত্যে, কলা ও সংস্কৃতিতে ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। বিকালে সংস্কৃত ভাষায় শাস্ত্রার্থ আলোচনা, বিভিন্ন ভারতীয় নৃত্যশৈলীর প্রদর্শন ও রাত্রিতে মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহানের বাসস্থানে ছাত্রদের দ্বারা নাটকের আয়োজন এবং ভোজনের ব্যবস্থা হয়।

দ্বিতীয় দিন রাষ্ট্রীয়তা ও আধুনিকতা বিষয়ে আলোচনা হয়। রাত্রিতে অষ্টাবধান নামক কাব্যকলার প্রদর্শন হয়। অন্তিম দিনে রাষ্ট্র নির্মাণে কলা, সাহিত্য ও ইতিহাসের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনার এবং সামাজিক অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের অখিল ভারতীয় সহ প্রচার প্রমুখ জে নন্দকুমার, তিব্বতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী সামদোঙ্গ রিনপোছে ও পদ্মশ্রী অভিনেতা অনুপম খেরের ভাষণ উল্লেখযোগ্য।

আলোচনাসভায় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বিভিন্ন পেশায় যুক্ত ও সমাজের বিভিন্ন স্তরে কার্যরত সহস্রাধিক গবেষক ও চিন্তক উপস্থিত ছিলেন। প্রজ্ঞা প্রবাহের দক্ষিণবঙ্গ প্রান্ত সংযোজক রাকেশ দাশ, সহ সংযোজক ইন্দ্রজিৎ সরকার ও পূর্বক্ষেত্র সংযোজক অরবিন্দ দাশ উপস্থিত ছিলেন।

মঙ্গলনিধি

মেদিনীপুর জেলার মাদপুরের স্বয়ংসেবক জয়ন্ত বর্মন তাঁর একমাত্র কন্যা অদ্রিজা বর্মনের শুভ অন্নপ্রাশন উপলক্ষে মঙ্গলনিধি অর্পণ করেন জেলা প্রচার প্রমুখ বিনয় সিদ্ধান্তের হাতে। অনুষ্ঠানে বিভাগ প্রচারক দেবাশিস অধিকারী-সহ বহু কার্যকর্তা ও স্বয়ংসেবক উপস্থিত ছিলেন।

শোকসংবাদ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর বীরভূম জেলার তারাপীঠ শাখার স্বয়ংসেবক ও জেলা কার্যকারিণীর সদস্য অনিমেষ মুখার্জীর মাতৃদেবী গত ১২ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৫ বছর। তিনি ৫ পুত্র, ৪ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

কোচবিহার জেলার বক্সিরহাটের স্বয়ংসেবক অমল পালের পিতৃদেব বৈদ্যনাথ পাল গত ১ নভেম্বর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৯০ বছর। তিনি ৬ পুত্র ও পুত্রবধূ, ১ কন্যা-জামাতা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

উত্তর বীরভূম জেলার রামপুরহাট নগর শাখার স্বয়ংসেবক ও জেলা শঙ্খনাদ সহ-প্রমুখ তপন দাসের পিতৃদেব গত ১৪ অক্টোবর পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১ বছর। তিনি স্ত্রী, ৩ পুত্র, ১ কন্যা ও নাতি-নাতনি রেখে গেছেন।

* * *

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের নদীয়া জেলার পাগলাচণ্ডী গ্রামের মিলন প্রমুখ চিন্ময় সিংহ রায়ের মাতৃদেবী অঞ্জনা সিংহ রায় হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৮ বছর। তিনি ৩ পুত্র ও ২ কন্যা রেখে গেছেন।

হকিতে এশিয়া-সেরা ভারতের পুরুষ ও মহিলারা

জয়দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

এশিয় হকিতে ফের সেরা ভারতের পুরুষ ও মহিলা হকি দল। সাম্প্রতিককালে এশিয় পর্যায়ে ভারত একপ্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছে। পাকিস্তান ও দক্ষিণ কোরিয়া জুজু কেটে গেছে। বরঞ্চ এই দুই দেশ এখন ভারতের মুখোমুখি হলেই সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। আর ভারতের মহিলা টিমও চীন, দক্ষিণ কোরিয়ার মতো হেভিওয়েট দলের চ্যালেঞ্জ অতিক্রম করে যেভাবে এশিয়ান চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফিতে খেতাব জিতেছে তার জন্য অবশ্যই হকি ইন্ডিয়ার সাধুবাদ প্রাপ্য। হকি ইন্ডিয়ার প্রেসিডেন্ট নরেন্দ্র বাত্রা সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে জিতে আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। অশ্বিনী কুমারের পর বাত্রাই বিশ্ব সংস্থার সর্বোচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হলেন। মাঠ ও মাঠের বাইরে ভারতীয়দের পরপর কীর্তিগৌরবে উচ্ছ্বসিত দেশের জনজীবন। তবে বাত্রা বিশ্ব হকির সবচেয়ে উঁচু ধাপটিতে পা রেখেছেন প্রশাসনিক স্তরে। মাঠের মধ্যে খেলার মাধ্যমে খেলোয়াড়দের সেই পর্যায়ে উন্নীত হতে হবে।

ভারতের পুরুষ হকি খেলোয়াড়রা গত দুই দশক ধরে মহাদেশীয় পর্যায়ে আধিপত্য ধরে রাখতে সমর্থ হয়েছেন। ১৯৯৮-তে দীর্ঘ ৩২ বছর পর এশিয়ান গেমসে সোনা জেতে ভারত। তারপর থেকে একাধিকবার এশিয়ান কাপ জিতেছে। ২০১৪-র এশিয়ান গেমসে আবার পোডিয়ামের সবচেয়ে উঁচু ও মর্যাদাব্যঞ্জক অবস্থানে ভারত। কিন্তু অলিম্পিক্স ও বিশ্বকাপে সেই সাফল্য ও গরিমার চিহ্নমাত্র নেই। তবে গত বছর বিশ্ব হকি লিগে ব্রোঞ্জ আর এবছর লন্ডন চ্যাম্পিয়ান্স ট্রফিতে রানার্স হওয়ার সুবাদে আন্তর্জাতিক হকি দুনিয়ায় আবার ভারতের সনাতন ও ধ্রুপদী হকির অভিজ্ঞানের নবজাগরণ বার্তা ধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃত বিশ্বমঞ্চ অর্থাৎ অলিম্পিকসে যথারীতি ব্যর্থতার সাতকাহন। এ অবস্থা পরিবর্তনের সময় এসেছে। কোচ কাম হাই পারফরম্যান্স ডিরেক্টর 'ডাচ' ব্যক্তিত্ব রোনাল্ট অল্টম্যান্সকে ধরে রেখে বিশেষ কিছু সিস্টেম ও প্ল্যানিংয়ের প্রয়োগে আবার বিশ্ব হকিতে ভারতের সুদিন ফিরে আসতে পারে। এই টিমটা যথেষ্ট প্রতিশ্রুতিসম্পন্ন। অভিজ্ঞ সর্দার সিংহ, পি সৃজেশ, রঘুনাথদের সঙ্গে রুপিন্দার পাল সিংহ, এস ভি. সুনীল, মনপ্রীত, রামনদীপদের সমন্বয়ে একটা শক্তিশালী দল হিসেবে গড়ে উঠতে চলেছে ভারত। সফল ভারতীয় যুবদলের দুই তারকা আরমান কুরেশি ও হরমনপ্রীত সিংহকে নিয়মিত খেলিয়ে গেলে এরাও বিশ্ব হকির মাঠে-ময়দানে উজ্জ্বল পদচিহ্ন এঁকে দেবে। একই কথা প্রযোজ্য মহিলা দলটি সম্পর্কেও। তবে মেয়েদের সাফল্য একটু বেশিই গরিমা রঞ্জিত। কারণ এশিয়ান হকিতেও মেয়েদের তেমন কোনো বলার মত দিকচিহ্ন ছিল না। এই প্রথম এশিয়ার সেরা তিন দেশ চীন, জাপান, দক্ষিণ কোরিয়ার যাত্রাভঙ্গ করে নতুন ল্যান্ডমার্ক রচনা করল ভারতের মহিলা হকি দল। এবার বৃহত্তর আন্তর্জাতিক পরিসরে নিজেদের মেলে ধরার সময় এসেছে। ১৯৮০-র মস্কো অলিম্পিকসের পর এবছর আবার অলিম্পিকসে খেলেছে ভারতের মহিলা দলটি। কিন্তু কোনো ম্যাচে প্রত্যাশিত ছন্দ ও মাত্রা ধরে খেলতে পারেননি। তারপর চীনের মাটিতে এশিয় দৈত্যদের হারিয়ে যেভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে ভারতীয় দলটি তা ভাবীকালের কাছে প্রেরণার আধার স্বরূপ। ২০১৮-তে আবার বিশ্বকাপ ও এশিয়ান গেমস খেলবে। ওই দুটি বৃহৎ মঞ্চে যদি সাফল্য ও মর্যাদা ধরে রাখতে পারে ভারত, তাহলে পরবর্তী পর্যায়ে মেয়েদের হাত ধরে বিশ্বস্তরেও উজ্জ্বল দিকচক্রবাল রচিত হবে। তার জন্যও দরকার সঠিক পরিকল্পনা। একসময় বিশ্ব হকিতে যেভাবে দাপট দেখিয়ে টানা চ্যাম্পিয়ান হোত ভারত, এখন কবাডিতেও সেই ঘটনা পরম্পরা চলে আসছে। ভারতের দীর্ঘ দিনের দাবি কবাডি যাতে অলিম্পিক্স খেলা হিসেবে পরিগণিত হয়। সেটা যদি হয় তাহলে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ আসরেও সাফল্যের গৌরবগাথা রচিত হবে। যা হতে চলেছে যোগগুরু রামদেবের যোগ-প্রাণায়ামের মধ্যে দিয়ে।

সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বে বেঙ্গালুরু এফসি প্রথম ভারতীয় ক্লাব দল যারা এশিয়ান ক্লাব টুর্নামেন্টে ফাইনাল খেলল। মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, বাহারিনের সেরা টিমগুলোকে হারিয়ে বেঙ্গালুরু ফাইনালে তুলনায় শক্তিশালী তথা ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ে অনেক এগিয়ে থাকা ইরাকের চ্যাম্পিয়ন টিমের সঙ্গে তুল্যমূল্য লড়াই করে হার স্বীকার করেছে। ডেম্পো ও ইস্টবেঙ্গল সেমিফাইনালেই আটকে গেছে। বেঙ্গালুরু সেখানে তিন বছরের ক্লাব হয়ে একেবারে ফাইনালে উন্নীত। স্বপ্ন দেখাচ্ছে আধুনিক পরিকাঠামোয় সমৃদ্ধ পেশাদার ক্লাব বেঙ্গালুরু। তাদের সিস্টেমকে অনুসরণ করুক এ আই এফ এফ। তাহলে ভারতীয় দলও এশিয়ান স্তরে হৃতগৌরব ফিরে পাবে। প্রতিবেদনের উপসংহারে অবশ্যই উল্লেখ করতে হয় দুই ভারতীয় গলফার শিবশঙ্কর প্রসাদ চৌরাসিয়া ও অদিতি অশোকের কথা। এশিয়ান গলফে ভারতের চিরস্থায়ী আসন ধরে রাখার দুই স্থপতি। এবার লক্ষ্য বিশ্বকাপ। ■

মহিলা ও পুরুষ হকি দলের অধিনায়ক চানু ও শ্রীজেশ।

শব্দরূপ-৮১১ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

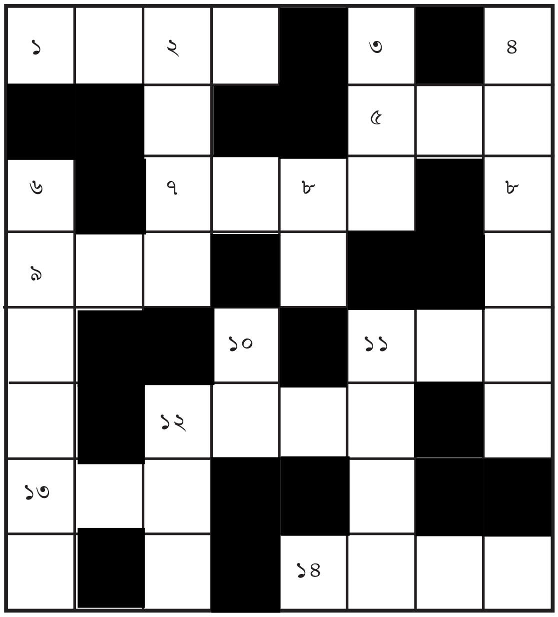

সূত্র :

পাশাপাশি : **১.** মেঘনাদবধ কাব্যে উল্লিখিত রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার বীর পুত্র, **৫.** জগৎপালক; সূর্য; চন্দ্র; অগ্নি, **৭.** তিথি দ্বারা গণিত মাস (যথা—শুক্লা প্রতিপদ হতে অমাবস্যা পর্যন্ত), **৯.** ‘দুর্গম গিরি, — মরু, দুস্তর পারাবার হে’, **১১.** ধনু, **১২.** সুদাসরাজার পুত্র, **১৩.** ক্ষৌরকার, **১৪.** বনমল্লিকা।

উপর-নীচ : **২.** তান্ত্রিক সাধন পদ্ধতি বিশেষ, যাতে পঞ্চ-মকার আবশ্যক, **৩.** আনাড়ি, অপটু, **৪.** বঙ্কিমচন্দ্রের বিখ্যাত উপন্যাস, **৬.** উকিল বা প্রতিনিধি নিয়োগের পত্র, **৮.** নকুল, সহদেবের জননী, **১০.** জনক-কন্যা, জানকী, **১১.** রজপদ্ম, **১২.** পঞ্জাবের বিখ্যাত নদী।

সমাধান
শব্দরূপ-৮০৮
সঠিক উত্তরদাতা

সুশীল কয়াল
কলকাতা-৬
শিবু হালদার
ভাঙাটোলা
মালদা

		ক	ম	লে	কা	মি	নী
দে	য়া	লা				ল	
ব		প	র্জ	ন্য		ন	
দা	স			স্ত		মে	
স	হ		রা			লা	মা
	জ		পু	ষ্প	ক		ধা
	পা				নে	হা	ই
	চ্য	ব	ন	প্রা	শ		

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়।
খামের ওপর লিখুন ‘শব্দরূপ’।

▯ ৮১১ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৯ ডিসেম্বর ২০১৬ সংখ্যায়

প্রেরণার পাথেয়

কোনো এক জায়গায় আর্থিক অথবা রাজনৈতিক শক্তি কেন্দ্রীভূত হওয়া যেমন গণতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনি এক ব্যক্তি অথবা সংস্থার নিকট রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক শক্তির কেন্দ্রীকরণ গণতন্ত্রের পথে বাধাস্বরূপ। সাধারণ ভাবে দেখা যায় কোনো এক স্থানে শক্তি কেন্দ্রীভূত হলে সেই কেন্দ্রস্থ ব্যক্তি প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষভাবে অন্যস্থানের শক্তিও নিজের হাতে নেওয়ার চেষ্টা করে। এভাবেই খিলাফত ও কমিউনিস্টদের একনায়কতন্ত্র-সরকার সৃষ্টি হয়েছে। মনুষ্যজীবন এক হওয়ার জন্য তাদের ভিন্ন ভিন্ন প্রবৃত্তি পরস্পরের পরিপূরক। তাই তাদের প্রবৃত্তি পূরণের পথও আলাদা আলাদা হওয়া প্রয়োজন। সাধারণত দেশের বিভিন্ন একক প্রশাসনের আওতা থেকে বেরিয়ে আর্থিক ক্ষেত্রে প্রবেশ করার প্রয়োজন নেই। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রথমে আর্থিকক্ষেত্রে আধিপত্য কায়েম করে, পরীক্ষামূলকভাবে দেশ অধিকার করে। আবার সমাজবাদ দেশের সমস্ত উৎপাদনের উপকরণ কুক্ষিগত করে ফেলে। দু’টি ব্যবস্থাই ব্যক্তির গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তার সুষ্ঠু বিকাশের অন্তরায়। সেজন্য আমাদের বিকেন্দ্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে শক্তির বিভক্তিকরণেও চিন্তা করতে হবে।

* * *

ভারতে পাওয়া যায় এমন উপকরণের বিষয়ে চিন্তা করায় সময় আমরা ধরেই নিই যে আমাদের উৎপাদন- প্রক্রিয়া শ্রমপ্রধান হওয়া উচিত। আমাদের পুঁজি কম; যেটুকু আমরা সঞ্চয় করি এবং যখন শ্রম-উদ্বৃত্ত যোজনার ভিত্তিতে স্থির পুঁজিতে পরিবর্তিত করি, তখন তা বিদেশে চলে যায়। আমরা তার লাভ কমই পেয়ে থাকি। শুধু তাই নয়, এর ফলে আমাদের পুরনো যন্ত্রপাতি ও মেশিনগুলি বেকার হয়ে পড়ে এবং পুঁজিবিনাশ ও বেকারি দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। বেড়ে যাওয়া এই বেকারির কারণে দেশে অধিকাংশ লোকের জীবনযাত্রার মান নেমে যায়। যদি আমরা এমন ব্যবস্থা কায়েম করি যেখানে শিল্প ও কৃষি একসঙ্গে সুসঙ্ঘবদ্ধ হতে পারে এবং কৃষি নির্ভরতা কম করার জন্য বড় শিল্পকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

(পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় ব্যক্তি-দর্শন থেকে)

।। চিত্রকথা ।। রাসবিহারী বসু ।। ১৩

সিন্ধু জলচুক্তি : কেন্দ্রের পাশে রাজ্য

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সিন্ধু জলচুক্তি ভারত বাতিল করে দেবে কিনা তাই নিয়ে এখনও কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। কেন্দ্রীয় সরকার নতুন করে চিন্তাভাবনা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। কিন্তু জম্মু ও কাশ্মীরের উপমুখ্যমন্ত্রী এবং বিজেপি নেতা নির্মল সিং জানিয়ে দিলেন, এ ব্যাপারে কেন্দ্র যে সিদ্ধান্তই নিক রাজ্য সরকার তা সমর্থন করবে। তিনি বলেন, 'কেন্দ্র যে সিদ্ধান্তই নিক রাজ্য তার পক্ষ নেবে। এই চুক্তির ফলে কাশ্মীরের মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। রাজ্যে নদী থাকা সত্ত্বেও এখানকার কৃষক নদীর জল সেচের কাজে লাগাতে পারেননি। এ ব্যাপারে তিনি বিশেষ করে চেনার নদীর কথা বলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, উরির নৌসেনা ছাউনিতে পাক-মদতপুষ্ট জঙ্গিদের হামলার পর কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছিল, 'পারস্পরিক বিশ্বাস এবং সহযোগিতা' ছাড়া কোনো চুক্তি বাস্তবায়িত হতে পারে না। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র বিকাশ স্বরূপ বলেন, 'এই চুক্তি ক্রমশ শুধু ভারতের মাথাব্যথা হয়ে দাঁড়াচ্ছে, যা কখনওই চলতে দেওয়া যায় না।' নির্মল সিং বলেন, 'পাকিস্তান সিমলা চুক্তি মানছে না। ২০০৩ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী এবং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পরভেজ মুশারফের মধ্যে যে সংঘর্ষ বিরোধী চুক্তি হয়েছিল তাও মানছে না। পাকিস্তান যদি এভাবে সব চুক্তি অস্বীকার করতে পারে তাহলে ভারতেরই বা কী দায় সব মেনে চলার!' সন্ত্রাসবাদে ইন্ধন জোগানোর জন্য তীব্র সমালোচনা করে পাকিস্তানকে হুঁশিয়ারি দিয়ে তিনি বলেন, 'পাকিস্তান জানে না যে-জঙ্গিদের আজ তারা মদত দিচ্ছে, একদিন তাদের হাতেই দেশটা শেষ হয়ে যাবে।'

জাকির নায়েকের ১০ ডেরায় এন আই এ-র হানা

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ জাতীয় তদন্তকারী সংস্থার (এন আই এ) গোয়েন্দারা স্বঘোষিত ধর্মপ্রচারক জাকির নায়েকের প্রতিষ্ঠান ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনের ১০টি কেন্দ্রে হানা দিয়েছে। তার আগে জাকির নায়েক এবং তার সহযোগীদের নামে বেআইনি কার্যকলাপ প্রতিরোধ আইনের (ইউপিপিএ) ১০,১৩ ও ১৮ ধারায় এবং ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৫৩-এ ধারায় মামলা দায়ের করা হয়। কিছুদিন আগে কেন্দ্রীয় সরকার জাকির নায়েককে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ঢাকার কাফেটেরিয়রে জঙ্গি হামলার পর জাকির নায়েক খবরের শিরোনামে উঠে আসে। গ্রেপ্তার হওয়া এক জঙ্গি জানিয়েছিল, পিস টিভিতে জাকিরের ভাষণ শুনেই সে সন্ত্রাসবাদী দলে নাম লেখায়। শুধু তাই নয়, এ বছরের গোড়ায় মুম্বই পুলিশ জানতে পারে স্থানীয় কয়েকজন যুবক ইসলামিক স্টেটের হয়ে সন্ত্রাসবাদে অংশ নেবে বলে উধাও হয়ে গেছে। অভিযোগ, এদের অনুপ্রাণিত করার কাজটি করেছে জাকিরের টেলিভাষণ। ইসলামিক রিসার্চ ফাউন্ডেশনকে এনজিও বলে চালানোর চেষ্টা করা হলেও তা ধোপে টেকেনি। ইসলামি সন্ত্রাসবাদের প্রচার করার জন্য পিস টিভি সারা বিশ্বে কুখ্যাত। সেই পিস টিভির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টি করার অপরাধে তার সামনে খাদ ছাড়া আর কিছু নেই। পালিয়ে কতদিন বাঁচতে পারে এখন সেটাই শুধু দেখার!

সীমান্তে শান্তি, ভারত-চীন একমত

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ সীমান্তে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে ভারত ও চীন ঐকমত্যে পৌঁছল। সম্প্রতি চার দিনের চীন সফরে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রধান দলবীর সিং সুহাগ সে দেশের স্থলবাহিনীর প্রধান লি জুওচেং-এর সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। সরকারি সূত্রের খবর, বৈঠকে বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে

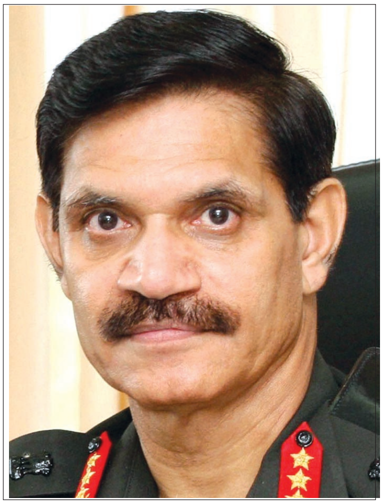

আলাপ-আলোচনা হয়। দুই সেনাপ্রধানই আসন্ন ভারত-চীন যৌথ সেনা প্রশিক্ষণ এবং অনুশীলনকে সফল করে তোলার ব্যাপারে আশা প্রকাশ করেন। দু' দেশের সামরিক বাহিনীর মধ্যে তথ্যের আদানপ্রদান আরও বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দেন তাঁরা। বৈঠকের পর দুই সেনাপ্রধান সীমান্তে শান্তিরক্ষার ব্যাপারে দুই দেশ সচেষ্ট হবে বলে প্রতিশ্রুতি দেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভারতের উত্তরপূর্ব সীমান্তে চীন মাঝে মাঝেই সেনা-অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে অশান্তি সৃষ্টি করে। অরুণাচল প্রদেশের একটা বিরাট অংশ তাদের বলে দাবী করে দীর্ঘদিন ধরে চীন ভারতকে চাপে রেখেছে। এই পরিস্থিতিতে দুই সেনাপ্রধানের বৈঠক এবং শান্তিরক্ষার প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট আশাব্যঞ্জক বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

মমতার শাসনে মালদহ জালনোটের আঁতুড়ঘর

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ অনেকে বলেন ভারতের প্রশাসনিক রাজধানী দিল্লী। অর্থনৈতিক রাজধানী মুম্বই। আর জালনোটের রাজধানী মালদহ। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাকের ডগায় এই জেলায় জালনোটের রমরমা কারবার চলে। এর ফলে শুধু যে দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাই নয়, দেশের নিরাপত্তাও প্রশ্নচিহ্নের মুখে পড়ে। কিন্তু এই বেআইনি ব্যবসা এবং অসাধু ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কখনও একটি শব্দও খরচ করেননি। যদিও কালোটাকা ও জালটাকা প্রতিহত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চমূল্যের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই প্রতিবাদে সোচ্চার হয়ে উঠেছেন। সাম্প্রতিক একটি টুইটে তিনি লিখেছেন, 'আমি আরও একবার এই 'কালো' সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার জন্য কেন্দ্রকে অনুরোধ করছি। এই সিদ্ধান্ত সাধারণ মানুষের স্বার্থ-বিরোধী। সারা দেশে সব বাজার ভেঙে পড়েছে। মানুষের ক্রয়ক্ষমতা শূন্য। ভোগান্তি একেবারে চরমে পৌঁছে গেছে।'

অথচ যদি শুধু পশ্চিমবঙ্গের কথাই ধরা হয় তাহলে নোটবাতিলের সিদ্ধান্তে এই রাজ্যের যথেষ্ট উপকার হওয়ার কথা। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর একটি সূত্র অনুযায়ী, সীমান্তপারের জালনোটের ব্যবসা সব থেকে বেশি হয় কাঁটাতারের বেড়ার আশেপাশে। যে সব জায়গায় প্রহরা একটু শিথিল সেখানে। বাংলাদেশের কারবারীরা জালনোটের বড়ো বড়ো প্যাকেট বেড়ার ওপর দিয়ে ছুড়ে দেয়। এপারে তাদের সহযোগীরা লুফে দেন। সূত্রের খবর, বিশাল নেটওয়ার্ক এই কাজে যুক্ত। বাংলাদেশ থেকে টাকা এনে নিয়ে যাওয়া হয় মালদহের কালিয়াচকে। এক-একটি নেটওয়ার্কে রয়েছে ২০-২৫ জন কুরিয়র। প্রতি ১০০ মিটারে হাতবদল হয়। এমনই নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা কারও ধরা পড়ার সম্ভাবনা খুবই কম।

মূলত কালিয়াচক থেকে জালনোট ছড়িয়ে পড়ে সারাদেশে। পুনে দিল্লী চেন্নাই বেঙ্গালুরু এবং কেরলে যেসব সিন্ডিকেট নির্মাণ ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তারাই হয় টাকা পাচারের মাধ্যম। মালদা-মুর্শিদাবাদের রাজমিস্ত্রিরাও অন্য রাজ্যে জালনোট পাচারে সহায়তা করে। ২০১৪ সালে পুনে পুলিশ মালদহের এক বাসিন্দাকে ১,৯৬,০০০ টাকার জালনোট-সহ গ্রেপ্তার করেছিল। এই টাকা আনা হয়েছিল কালিয়াচক থেকে। ২০১৫-র ডিসেম্বরে মুম্বই পুলিশ মুর্শিদাবাদ জেলার একজনকে গ্রেপ্তার করে, তার কাছে ৮ লক্ষ টাকার জালনোট ছিল। পুলিশি জেরায় লোকটি জানায়, দেড় কোটি টাকার জালনোট তার আগেই সে দিল্লী গুজরাট আর মহারাষ্ট্রে পাচার করেছে। ২০১৪-১৫ সালে সারাদেশে মোট ১৫০ টি জালনোট বাজেয়াপ্ত করার ঘটনা ঘটে।

প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই জালনোটের জোগানদার মালদহের কালিয়াচক। সরকারি সূত্র অনুযায়ী মালদহ-সহ সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাজেয়াপ্ত করা জালনোটের পরিমাণ, ২০১২ সালে ৩.৬ লক্ষ, ২০১৩ সালে ৮০.৯ লক্ষ, ২০১৪ সালে ১.৭ কোটি, ২০১৫ সালে ২.৬ কোটি এবং ২০১৬ (অক্টোবর পর্যন্ত) সালে ১.৭ কোটি টাকা।

এই অবস্থায় কেন্দ্রের নোট বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করার অর্থ জালনোটের এই ব্যবসা এবং ব্যবসায়ীদের সমর্থন করা। পুরনো নোট বদলে সাধারণ মানুষের কষ্ট ও হয়রানির কথা স্বীকার করে নিয়েও বলা চলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোটেই তাদের সুবিধা-অসুবিধার কথা ভাবছেন না। জতুগৃহে বাস করেও তিনি ভোটব্যাঙ্কের কথা ভাবছেন। জালনোটের কারবারীরা বেশিরভাগই মুসলমান। তাদের তোষামোদ করতে পারলে ২৭ শতাংশ ভোট নিশ্চিত। তাতে দেশের ভালো হলো না মন্দ হলো ভাবতে তাঁর বয়েই গেছে।

বঙ্গীয় শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সঙ্ঘের

নবম রাজ্য সম্মেলন—২০১৬

উদ্বোধন : ৩১ ডিসেম্বর সকাল ১১ টায়

সমাপ্তি : ১ জানুয়ারি (২০১৭) বিকেল ৩ টায়

স্থান : মালদহ, সরস্বতী শিশুমন্দির (অরবিন্দ পার্ক)

পথ নির্দেশ : মালদা টাউন রেল স্টেশন থেকে রথবাড়ির মোড় হয়ে মানিকচকের রাস্তায় ৩ কিলোমিটার। (অটো বা টো-টো বাহন যোগে)

—ঃ যোগাযোগ ঃ—

উজ্জ্বল কুমার তালুকদার (জেলা সম্পাদক)

ফোন : ৯৪৩৪২০৬৬৬৮, ৯০০২৪৯১৫০২

বিষ্ণুপদ রায় : ৯৫৯৩৬৪০১০৬, ৯৪৩৪৩২৩৭৭১

অরূপ সেনগুপ্ত : ৯৪৭৫১৭০৮১০

সবার প্রিয়

বিল্লদা ®

চানাচুর

'বিল্লদাকুঞ্জ'

কালিকাপুর, বোলপুর,

জেলা : বীরভূম

ফোন : ০৩৪৬৩ ২৫২৪৪৭

মো : ৯৪৩৪৩০৬৭৯৬ / ৯২৩৩১৮৯১৭৯

Swastika Weekly, RNI No. 5257/57
28 November - 2016 - Rs. 10.00,

Published by Ranendra Lal Banerjee on behalf of Swastik Prakashan Trust at 27/1B Bidhan Sarani, Kolkata-6 and Printed at Seva Mudran, 43, Kailash Bose St. Kolkata-6. Editor : Bijoy Adhya. E-mail : swastika5915@gmail.com।। দাম ১০ টাকা।।